বঙ্গনারী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গনারী

(নাটক)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মুক্তধারা

বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা—১
বাংলাদেশ।
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
কালাম মাহামুদ
ছেপেছেন ঃ
শ্রীপ্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

মূল্য চার টাকা

BANGANARI
By Dwijendralal Roy
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashgonj, Dacca—1
Bangladesh.
Price Taka 4·00

কুশীলবগণ

পুরুষ

উপেন্দ্র	উকীল
দেবেন্দ্র	ঐ ভ্রাতা
সদানন্দ	দেবেন্দ্রের বাল্যবন্ধু
কেদার	দেবেন্দ্রের বন্ধু
যজ্ঞেশ্বর	মহাজন
বরেন্দ্র	দেবেন্দ্রের পুত্র
বিনয়	সদানন্দের পুত্র

ভক্তগণ, বালকগণ, দস্যুগণ, ক্রেতৃগণ, জেলার, জমিদার ও পাহারাওয়ালাগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

মানদা	দেবেন্দ্রের স্ত্রী
বিনোদিনী	ঐ প্রথমা কন্যা
সুশীলা	ঐ দ্বিতীয়া কন্যা
কুমুদিনী	ঐ তৃতীয়া কন্যা

বঙ্গনারী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—দেবেন্দ্রের বৈঠকখানা। কাল—অপরাহ্ণ]

দেবেন্দ্র ও সদানন্দ

দেবেন্দ্র। কি কর্ব্ব ভাই! বি-এ দেবার আগেই ছেলেপিলে নিয়ে বিব্রত হ'য়ে পড়্লাম। কাজেই লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে সামান্য বেতনে চাকুরি নিতে হ'ল।

সদানন্দ। তোমার বাবার সম্পত্তি কি রকম ভাগ হ'ল?

দেবেন্দ্র। তিনি সবই প্রায় দাদার নামে উইল করে রেখে গিয়েছেন। আমার অংশে পৈতৃক ভিটেটা আর বাড়ীর আসবাব। আর তিনি যে পাঁচ হাজার টাকা ধার করেছিলেন তার দায়িত্ব আধাআধি।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য!

দেবেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য?

সদানন্দ। তোমার পিতাঠাকুর রোজগারে ছেলেকে সব দিয়ে গেলেন, আর বে-রোজগারে ছেলের নামে শুধু বাড়ীখানি আর—

দেবেন্দ্র। বাবার বিষয় তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে যেতে পারেন। —আর সকলের বাপের বিষয় থাকে না।—না, তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই।

সদানন্দ। তা হবেও বা। তোমার পিতাঠাকুর একটু অদ্ভুত ধরণের লোক ছিলেন।—তোমাদের সব কি নামকরণ করেছিলেন? কি একজনের নাম—

দেবেন্দ্র। হাঁ, দাদার নাম দিয়েছিলেন বিক্রমাদিত্য; আমার নাম দিয়েছিলেন julius Caesar। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, নামের উপর পুত্রের ভবিষ্যৎ অনেক নির্ভর করে।

সদানন্দ। কৈ তা ত দেখি না! কালিদাস, চৈতন্য, রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র কারো নামের ত একটা বিশেষ মাহাত্ম্য দেখি না! খুব ভালো নামওয়ালা বড়লোক ত কৈ একটাও খুঁজে বের কর্ত্তে পারি না।

দেবেন্দ্র। তারপর ঠাকুরদা আমাদের নাম বদলে দেন। বাবা তাতে ভারি চটে যান।

সদানন্দ। তোমার ছেলেপিলে এখন ক'টি?

দেবেন্দ্র। দুই ছেলে আর তিন মেয়ে।

সদানন্দ। ছেলেরা কি করে?

দেবেন্দ্র। বড়টি সন্ন্যাসী, ছোটটি পড়ে।

সদানন্দ। মেয়ে তিনটির বিয়ে দিয়েছ?

দেবেন্দ্র। বড়টি বিধবা। ভালো দিতে থুতে পারিনি, তাই পাত্র বড় সুবিধা রকম পাই নি। তারা নেহাইৎ গরীব। মেয়েটি আমার কাছেই থাকে।

সদানন্দ। দ্বিতীয়টি?

দেবেন্দ্র। পাত্রের সন্ধান কচ্ছি।—মেয়েটি বি, এ, পাশ।

সদানন্দ। ও! সেই মেয়েটি না, যে আমার ছেলে বিনয়ের সঙ্গে খেলা কর্ত্ত?

দেবেন্দ্র। হাঁ। তাকে এখন যার তার ঘরে বিয়ে দেওয়াও চলে না। লেখাপড়া শিখেছে।

সদানন্দ। বড় মেয়েটিও ত লেখাপড়া জান্‌ত। একদিন আমার কাছে হিতোপদেশের শ্লোক মুখস্থ বল্‌ছিল।

দেবেন্দ্র। হাঁ। বাবা আমার এক মেয়েকে সংস্কৃত আর এক মেয়েকে ইংরাজি শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দেখা—দুই রকম শিক্ষায় দুইজন কি রকম দাঁড়ায়?

সদানন্দ। আর একটি মেয়ে?

দেবেন্দ্র। সে নিতান্ত ছোট—নেহাইৎ রুগ্ন। এক মেয়ের ত বিয়ে দিলাম—যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে। এখন আর এক মেয়ের বিয়ের সমস্যায় পড়েছি।

সদানন্দ। তার বিয়ের ভাবনা কি? সে ত পরমা সুন্দরী।

দেবেন্দ্র। এখন আর বরের বাপ সুন্দরী খোঁজে না। সমাজ যে এখন

বরের হাট খুলে বসেছে। টাকা নৈলে এ জঘন্য সমাজে মেয়ের বিয়ে হয় না।

সদানন্দ। সমাজের দোষ দাও কেন দেবেন্দ্র! সমাজের এতে কোন অন্যায় নাই।

দেবেন্দ্র। সমাজের অন্যায় নাই? কন্যার বিবাহ দিতে কত বাপ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেল।—অন্যায় নাই!

সদানন্দ। দেবেন্দ্র! পুত্রকন্যা যখন এ সংসারে এনেছো, তাদের ভরণপোষণ কর্ত্তে তুমি বাধ্য। ছেলের ভরণপোষণ তুমি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত কর্ব্বে, আর মেয়েদের দশ বৎসর না পেরোতেই যে ভরণপোষণের ভার বরপক্ষের উপর চাপিয়ে দেবে, বাকি পনর বৎসর ভরণপোষণের জন্য বরপক্ষকে কি কিছু দেবে না? তার উপর পুত্র হ'লেন তোমার যা কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, আর মেয়ে কি ভেসে এসেছিল? কন্যার পিতারা চান কন্যাদের একেবারে ফাঁকি দিতে। সমাজ সে ফাঁকিটা দিতে দিচ্ছে না—এই তার অপরাধ।

দেবেন্দ্র। আমি ত কন্যাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছি না। বরের বাপ দাবী করে কেন?

সদানন্দ। নৈলে টাকা কাকে দেবে? হিন্দু সমাজমতে তোমার কন্যা হবে সেই বরের পিতারই পরিবারভুক্তা। তারই তাকে খাওয়াতে পরাতে হবে। তার হাতে টাকা দেবে না ত কার হাতে দেবে?

দেবেন্দ্র। সে যদি সে-টাকা বাজে খরচ করে, কি উড়িয়ে দেয়?

সদানন্দ। সে ত কন্যার পিতাও উড়িয়ে দিতে পার্ত্ত। তার শ্বশুর যখন তাকে খেতে-পর্ত্তে দেবার ভার নিচ্ছে, তখন সে, যতদূর সম্ভব, প্রতজ্ঞিাবদ্ধ হচ্ছে। আর কি কর্ব্বে? পরে যা দাঁড়ায়—হাত নেই।

দেবেন্দ্র। আমি ত আমার সঙ্গতিমত আমার কন্যাকে যৌতুক দিতে অসম্মত নই। কিন্তু বরপক্ষ যে দেঁড়েমুষে আদায় করে—ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতে চায়।

সদানন্দ। মোটেই না। সে ত তোমার কাছে আসছে না ডাকাতি কর্ত্তে। তুমি যাচ্ছো তার কাছে টাকা দিতে।

দেবেন্দ্র। কি করি, কন্যাদায়!

সদানন্দ। কন্যার বিবাহ দেওয়াটাই যদি কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়ায়, তবে

যেখানে সস্তায় পাও সেইখানে যাও না। তুমি বি, এ, পাশ করা এম্,এ, পাশ করা ছেলে চাও—অর্থাৎ বরের ভাবী আয়ের দিকে তোমার বেশ লক্ষ্য। বরের বাপই বা পাঁচ হাজার দশ হাজার হাঁকবে না কেন? এণ্ট্রান্স পাশ করা ছেলে নাও, এক হাজার টাকায় হবে হয়ত। তোমার কন্যা অত্যন্ত সুন্দরী হয়, আরও কম হবে।

দেবেন্দ্র। তাহলে বিয়ে দাঁড়ালো কেনা বেচা!

সদানন্দ। কেনা বেচা কথাটা শুন্তে খারাপ বটে, কিন্তু সংসারে প্রায় সবই তাই। যে বাপে ছেলের বিয়েতে টাকা নেয়, তারই আবার তার মেয়ের বিয়েতে টাকা দিতে হচ্ছে। হরেদরে পুষিয়ে যাচ্ছে। এ কথা ঠিক যে, যার মেয়ের সংখ্যা বেশী, তার লোক্‌সান বেশী, আর যার ছেলের সংখ্যা বেশী, তার লাভ বেশী। কিন্তু এ রকম বৈষম্য ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই। একজন রাজার ছেলে, আর একজন ভিখারীর ছেলে; একজন বুদ্ধিমান্, আর একজন নির্ব্বুদ্ধি; একজন যে সবল, আর একজন যে রুগ্ন হয়ে জন্মায়—কি কর্ব্বে?

দেবেন্দ্র। তাইত! তবে উপায়?

সদানন্দ। নিজের উপায় কর্ত্তে না পার, ছেলেপিলেদের উপায় ত কর্ত্তে পার। অল্পবয়সেই তাদের বিবাহ দিও না। তারা সবল ও সমর্থ হবার পূর্ব্বে তাদের ঘাড়ে সংসারের ভার চাপিও না। এই বাল্যবিবাহে জাতিটাকে যেমন বিব্রত, অথর্ব্ব করে রেখেছে, আর কিছুতে তেমন কর্ত্তে পারে নি।

দেবেন্দ্র। হুঁ। সনাতন হিন্দুপ্রথা তা হলে উল্টোতে চাও?

সদানন্দ। একটু চাই বই কি—দেবেন্দ্র! সনাতন হিন্দুপ্রথা যদি একেবারে নির্ভুল হ'ত তাহলে এ জাতির আজ এমন দুর্দ্দশা হ'ত না। এ প্রথার মধ্যে কেবল ধর্ম্মের পুণ্যরশ্মি নাই। এর মধ্যে অনেক অধর্ম্মের আগাছা এসে শিকড় গেড়েছে; তাদের উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে হবে।

দেবেন্দ্র। তুমি ভাবিয়ে দিলে।

সদানন্দ। তুমি নিজেই দেখ্‌ছো না? তোমার যদি অল্প বয়সে বিবাহ না হ'ত, ত তুমি হয়ত ভবিষ্যৎটা গুছিয়ে নিতে পার্ত্তে! এই খইয়ের বন্ধনে পড়্‌তে হ'ত না।

দেবেন্দ্র। ছেলের অল্পবয়সে বিবাহ দেবো না। মেয়েরও দেবো না?

সদানন্দ। মেয়েদের যোগ্য বয়সে বিবাহ দেবে—যদি ভালো পাত্রে দিতে পারো।

দেবেন্দ্র। সে সঙ্গতি যদি না থাকে?

সদানন্দ। তাদের ব্রহ্মচর্য্য শেখাও! বাল্‌বিধবারা যদি ব্রহ্মচর্য্য শিখ্‌তে পারে, বালিকা কুমারীরা কেন পার্ব্বে না? আর এই কুমারীরা ব্রহ্মচর্য্য করতে পারে না, এই যদি তোমার মত হয়, তবে বাল্‌বিধবারাও পারে না; তবে বিধবাবিবাহ প্রচলিত কর।

দেবেন্দ্র। তোমার মতটা ঠিক বুঝ্‌তে পার্লাম না।

সদানন্দ। আমার মত শুন্‌বে? আমার মত—যেখানে ভালো বরে বিবাহ দেবার সঙ্গতি আছে, সেখানে বালিকা বিধবাই হউক, আর বালিকা কুমারীই হউক, বিবাহ দাও। আর যেখানে আর্থিক অসামর্থ্য, সেখানে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিয়ে কারো বিবাহ দিও না। উভয়কেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও।

দেবেন্দ্র। কিন্তু তাতে বিপদ্‌টা ভাব্‌ছো কি!

সদানন্দ। ভাব্‌ছি। কিন্তু সংসারের কোন্ অবস্থা আছে, যে বিশুদ্ধ শুভ?

দেবেন্দ্র। কিন্তু কতক কুমারীর বিবাহ না দিয়ে বিপদ বাড়াচ্ছো।

সদানন্দ। ওদিকে কতক বিধবার বিবাহ দিয়ে বিপদ্ কমাচ্ছি। দেবেন্দ্র! আমাদের দেশ গরীব, কিন্তু পোষ্যসংখ্যা বাড়াবার জন্য আগ্রহ সব দেশের চেয়ে এই দেশেরই বেশী। কবি গোবিন্দ বলেছেন বটে—

বিরম প্রসবে অযুতে অযুতে
বলবীর্য্য বিবর্জ্জিত-দাস সুতে,

কিন্তু ভাবলেন না যে, এর জন্য দোষী ঐ ভারতললনা নয়, দোষী তাঁরাই নিজে। দেবেন্দ্র! এ প্রথা উল্টাও। এর সঙ্গে অনেক অন্য প্রথা বড় জীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। তাদের মেরামৎ কর্ত্তে হবে। কিন্তু আগে এই প্রথা। এই বাল্যবিবাহ জাতটাকে যেমন মজ্জাভাবে দুর্ব্বল, অন্নাভাবে শীর্ণ, বলাভাবে ভীরু, আর উদ্যমাভাবে অথর্ব্ব করেছে এমন আর কোন প্রথায় করে নি।

দেবেন্দ্র। কি! কেঁদে ফেল্লে যে ভাই!

সদানন্দ। না, আচ্ছা তবে এখন আসি!

[দ্রুত প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। সেই রকমই আছে। এই সদানন্দের সঙ্গে কতদিন পরে দেখা। দশ বৎসরের ত কম নয়। বাল্য-জীবনের সহপাঠীদের দেখ্‌লে তপ্ত প্রাণ শীতল হয়। আর সেই শৈশবকাল মনে পড়ে। যেদিন এই সদানন্দের গলা জড়িয়ে নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে চলে যেতাম, মন খুলে হাস্‌তাম। কি মধুর এই শৈশবকাল! যখন শরতের পূর্ণচন্দ্র উঠ্‌তো, আর আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইতাম, বর্ষার মেঘের গর্জ্জনে নেচে উঠ্‌তাম, গ্রীষ্মের রাত্রিকালে যখন আকাশ নক্ষত্রপুঞ্জে রোমাঞ্চিত হ'ত, তার পানে চেয়ে চেয়ে চোখ যেন ঠিক্‌রে যেত।—কি মধুর শৈশবকাল! যখন কাল কি খাবো ভাব্‌তে হ'ত না, ছেলের পড়ার খরচ, মেয়ের বিয়ের খরচের ভাবনা ভাব্‌তে হ'ত না—কি দিনই গিয়েছে!—কে?—কেদার?

[কেদারের প্রবেশ]

কেদার। বেটা ছাড়বে না।

দেবেন্দ্র। কে?

কেদার। ঐ জগা। দেঁড়েমুষে সুদ আদায় কর্‌বে। আসল ত নেবেই। আমি ব্যারিষ্টারের কাছে যাচ্ছি। পথে এই কথা বলে গেলাম।

[গমনোদ্যত]

দেবেন্দ্র। আরে যাও কোথায়?

কেদার। ব্যারিষ্টারের বাড়ী।

দেবেন্দ্র। একটু বসে যাও।

কেদার। সময় নেই।

দেবেন্দ্র। কিছু জলযোগ—

কেদার। সময় নেই।

দেবেন্দ্র। এত বেলায়—

কেদার। সময় নেই! কাল আসব। হাঁ দেখ—না আগে পরামর্শ করি। তবে আমার বিশ্বাস এর মধ্যে একটা চক্রান্ত আছে।

দেবেন্দ্র। কিসের মধ্যে?

কেদার। থাক্, পরে বল্‌ব। [প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। আরে শোন।

কেদার। (নেপথ্যে) সময় নেই।

দেবেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন

[মানদার প্রবেশ]

মানদা। খাবার হয়েছে। স্নান কর। হাস্‌ছো যে ?

দেবেন্দ্র। কেদার এসেছিল।

মানদা। তাই কি ?

দেবেন্দ্র। আমার জন্য বেচারী খেটে খেটে সারা। —সুদ কে ছাড়ে ?

মানদা। কিসের সুদ ?

দেবেন্দ্র। আমার পৈতৃক ঋণের সুদ তিন হাজার টাকা। তারা ছাড়্‌বে কেন ? বেচারী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—এই ছুটোছুটি করে ভূতের ব্যাগার খেটে মচ্ছে´।

মানদা। তোমারও ত ওই ছাড়া আর কথা নেই। এসো—খাবে এসো।

দেবেন্দ্র। চল।

মানদা। হাঁ, আর বরেন্দ্র বলেছিল যে, সে একশত টাকা চায়।

দেবেন্দ্র। কত ?

মানদা। একশত টাকা।

দেবেন্দ্র। কেন ?

মানদা। জানি না।

দেবেন্দ্র। তাকে বলো যে জুয়ো খেলে যদি সে টাকা উড়িয়ে দিতে চায়, ত যেন সে নিজে রোজগার করে উড়িয়ে দেয়।

মানদা। নৈলে সে অভিমান কর্ব্বে´।

দেবেন্দ্র। করুক।

মানদা। এক ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল।

দেবেন্দ্র। এও যাক্‌। আমি আর পার্ব্ব´ না।—যাও, কেবল দাও দাও। ছেলের সঙ্গে ঐ এক সম্বন্ধ।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটি। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ]

উপেন্দ্রের ভক্তগণ ও কেদার

নবীন। আমাদের প্রভুকে আপনি দেখেন নি?

কেদার। দেখেছি বৈ কি, অনেকবার দেখেছি।

বিনোদ। তবে চিন্তে পারেন নি।

কেদার। বোধ হয় পেরেছি।

শঙ্কর। আজ্ঞে না। নইলে তাঁর সম্বন্ধে এরকম কুৎসা কর্ত্তেন না। তিনি বৈষ্ণব—সাধু, ভক্ত, পরমভক্ত!

নবীন। তাঁর টিকি—(দেখাইয়া) এতখানি—

কেদার। আজকাল কি টিকির ‘লম্বা’ হিসাবে সাধুত্বের পরীক্ষা হচ্ছে?

নবীন। আজ্ঞে না! ভক্তি—ভক্তি। আমাদের প্রভুর হরিভক্তি——আপনি দেখেন নি। কি রকমে বোঝাবো।

কেদার। দরকার নেই।

বিনোদ। হরিনাম কর্ত্তে কর্ত্তে তিনি মাটিতে গড়িয়ে পড়েন।

কেদার। বটে!—সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও পড়েন?

শঙ্কর। সাধ্য কি! বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্ব তাঁর কাছে শিখ্‌ছি।

কেদার। তা শিখুন। একটু ভালো করে শিখুন, উদ্ধার হয়ে যাবেন।

নবীন। সাধ্য কি।—তবে সেই আশায় তাঁর চরণতলে গড়াচ্ছি।

কেদার। তা গড়ান।

বিনোদ। এমন ত্যাগী মহাপুরুষ—

কেদার। ত্যাগী! এক পয়সা কখন কাউকে ছেড়েছেন?

বিনোদ। পয়সা?—পয়সা—তুচ্ছ, তিনি যে অমূল্য উপদেশ বিতরণ করেন—

কেদার। বিনামূল্যে?

বিনোদ। তাঁর কাছে পয়সা তুচ্ছ। বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যা একবার তাঁর মুখে যদি শুনেন—

কেদার। উদ্ধার হয়ে যেতাম।

নবীন। এই ত ত্যাগ! বিনামূল্যে মনের যে ব্যাধি, তার ঔষধ বিতরণ করেন।

কেদার। আরাম না হ'লে মূল্য ফেরৎ দেন?

শঙ্কর। ফেরৎ কি!—মূল্য নেন না।

কেদার। একেবারে?—রোগীর সেবাও বিনি পয়সায় করেন বোধ হয়?

বিনোদ। কি বল্লেন কেদারবাবু—রোগীর সেবা কর্ব্বেন—প্রভু? ঐ দেখুন তাঁর চেহারা টাঙানো রয়েছে।—ঐ চেহারায় তিনি রোগীর সেবা কর্ব্বেন!

কেদার। ও বাবা! অন্যায় বলেছি। তা রোগীর অর্থাৎ রোগিণীর চেহারাখানাও যদি যুতসৈ হয়?

বিনোদ। বলেন কি মহাশয়! আমাদের প্রভুকে নিয়ে ঠাট্টা!

কেদার। ঠাট্টা করা আমার অভ্যাস নয়। তবে আজকাল কলকাতায় ঘরে ঘরে এই রকম অবতার মাটি ফুঁড়ে উঠছেন। আর আচ্ছা দেশ বাবা, এদের ভক্তও জুট্‌ছে ত!

বিনোদ। ঐ যে প্রভু আস্‌ছেন!

অন্য দুইজন। প্রভু আস্‌ছেন! প্রভু আস্‌ছেন!

কেদার। আস্‌ছেন কি—উদয় হচ্ছেন। দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, যে আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছে।

বিনোদ। হাঁ, হাঁ, উদয় হচ্ছেন—উদয় হচ্ছেন।

অন্য দুইজন। উদয় হচ্ছেন! উদয় হচ্ছেন!

[মালা জপিতে জপিতে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে উপেন্দ্রের প্রবেশ]

ভক্তগণ। অবধান, অবধান! [সাষ্টাঙ্গে প্রণাম]

উপেন্দ্র। তোমাদের জয় হোক্।

বিনোদ। প্রভু! কেদারবাবু—

উপেন্দ্র। ও! কেদারবাবু (সহাস্যে) সৌভাগ্য।—কেদারবাবু! কি মনে করে?

কেদার। একবার প্রভুর কাছে বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্বটা শুন্‌বো বলে এসেছি প্রভু!

উপেন্দ্র। তত্ত্ব!—আমি কি জানি!—মূর্খ!—সেই মহাধর্ম্ম! যা (সপ্রণামে) মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ—

[উদ্দেশ্যে প্রণাম]

ভক্তগণ। অহো!

উপেন্দ্র। বৃক্ষ হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফল, ফল হইতে বীজ, বীজ উৎপত্তির কারণ।

ভক্তগণ। গভীর! গভীর!

উপেন্দ্র। পুষ্প যদিও দেখিতে সুন্দর, তথাপি—

ভক্তগণ। তথাপি!

উপেন্দ্র। পুষ্পেই বৃক্ষের চরম পরিণতি নয়। চরম পরিণিতি বীজে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সেই পুষ্প, ভগবদ্গীতা সেই বীজ।—গোবিন্দ শ্রীহরি!

[প্রণাম]

ভক্তগণ। ওহো—হো—হো—

কেদার। বদমাইসী থেকে জোচ্চুরী, জোচ্চুরী থেকে ভণ্ডামী।

ভক্তগণ। সে কি কেদারবাবু!

কেদার। চোপ রও কুকুরের দল। নহিলে ভণ্ডামী থেকেই রাগ, রাগ থেকেই চপেটাঘাত। আমি সব সৈতে পারি, ভণ্ডামী সৈতে পারি না! এক পয়সা গরীবকে দিতে মাথায় রক্ত ওঠে, কারো দুঃখে দৃক্‌পাত নেই, বক্তৃতার জোরে মহাপুরুষ। এ রকম মহাপুরুষকে পুলিশে দেয় না কেউ?

ভক্তগণ। ঈর্ষা! ঈর্ষা।

কেদার। তোদের স্তবে আমার ঈর্ষা। আমি তোদের চাকরি দেবো এ সম্ভাবনা যদি থাক্‌তো, ত আমার পায়ের তলায় তোরা এসে লেজ নাড়্‌তিস্। উপেন্দ্র ঠাকুর! আমি তোমার কাছে আসি নি। আমি এসেছিলাম যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাছে। ভেবেছিলাম, এখানে তাঁর দেখা পাবো।—আমি একবার তোমাকেও একটা কথা বল্‌তে চাই। উপেন্দ্রবাবু! আমি কোন রকমেই আমার সরল বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে যে, তোমার পিতাঠাকুর তাঁর সমস্ত বিষয় তোমার নামে উইল করে গিয়েছেন, কেবল ঋণটি দুই ভাইয়ের মধ্যে সমান বিভাগ করে গিয়েছেন।

উপেন্দ্র। আপনি কি বল্‌তে চান যে এ—

কেদার। জাল উইল! তাই বল্‌তে চাই। আর তা এক দিন প্রমাণ কর্ব্বই কর্ব্ব। তবে মহাশয়গণ, আমি বিদায় হই!

উপেন্দ্র। শুনুন কেদারবাবু!

[প্রস্থানোদ্যত]

কেদার। না মহাশয়। আর সহ্য হচ্ছে না। ভেবেছিলাম যে যজ্ঞেশ্বরবাবুর জন্য অপেক্ষা কর্ব্ব; কিন্তু পার্‌লাম না। এখানকার বাতাস আমার পক্ষে একটু বেশী ভারী ঠেক্‌ছে। আমার নিশ্বাস আটকে আস্‌ছে। আমি যাই।

উপেন্দ্র। আরে শুনুন—

(নেপথ্যে কেদার) সহ্য হবে না—

উপেন্দ্র। তবু একবার—

(নেপথ্যে কেদার) মাথা খারাপ!

নবীন। প্রভু! এই পাষণ্ডটাকে আবার ডাক্‌ছেন!

উপেন্দ্র। আহা—বেচারী! নইলে ওর গতি কি হবে?

বিনোদ। প্রভুর দয়ার শরীর।

শঙ্কর। পাপীর উদ্ধারের জন্যই ত প্রভু এসেছেন।

উপেন্দ্র। আহা! কীর্ত্তন কর, কীর্ত্তন কর।

ভক্তগণ কীর্ত্তন সুরু করিল

ও কে গান গেয়ে চলে যায়—
পথে পথে ঐ নদীয়ায়!
ও কে, নেচে নেচে চলে, মুখে 'হরি' বলে
(পড়ে) ঢলে ঢলে পাগলের প্রায়।
ও কে, যায় নেচে নেচে, আপনার বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে, দেবতা-ভিখারী মানব দুয়ারে
দেখে যা রে তোরা দেখে যা।
ও কে, প্রেমে মাতোয়ারা চোখে বহে ধারা
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই?

সব, দ্বেষ হিংসা টুটি' আসি' পড়ে লুটি
(ও তার) ধূলি-মাখা দু'টি রাঙ্গা পায় ।
বলে, ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চলে যাই ।
নৈলে প্রভু, তোমার প্রেমে গলে যাই ।
এ যে, নূতন মধুর প্রণয়েরই পূর
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই ?
(ও সে) বলে' কৈ ত কেউ পর নাই
(ও সে) বলে' সবাই যে নিজ ভাই
(ও সে) বলে' শুধু হেসে শুধু ভালবেসে
(আমি) ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই ।
(ঐ যে) নরনারী সব পিছে ধায়,
(ওই) প্রতিধ্বনি উঠে নীলিমায়,
(তোরা) আয় সব চলে, মুখে হরি বলে,
(তোদের) ছেঁড়াপুঁথি ফেলে চলে আয় ।

[জনৈক ভৃত্য জলখাবার লইয়া আসিল । উপেন্দ্র আহার করিতে লাগিলেন ও ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে লাগিল । কীর্ত্তন শেষ হইলেও আহার চলিল]

উপেন্দ্র । এই দেখ ভক্তগণ ! ভগবানের কি বিচিত্র কৌশল । ঘাস মানুষের কোন কাজেই লাগ্‌ত না যদি পশুতে না ঘাস খেত । সেই ঘাস থেকেই পাঁঠার মাংস, আবার—এই পাঁঠার মাংস কেমন সহজে মানুষের শরীর গঠন করে ! কি আশ্চর্য্য !

ভক্তগণ । কি আশ্চর্য্য !

উপেন্দ্র । গম হইতে ময়দা, এবং ময়দা ঘির সহিত মিশ্রিত হইয়া—লুচির সৃষ্টি ।—কি আশ্চর্য্য !

ভক্তগণ । কি আশ্চর্য্য !

উপেন্দ্র । এখন ঐ লুচি ও পাঁঠার মাংস মিলিত হইয়া উদরের দিকে চলিয়া যাউক্ । (আহার) হরি হে তুমিই সত্য ।

ভক্তগণ। তুমি সত্য।

[উদ্দেশ্যে প্রণাম]

নবীন। প্রভু! তবে এখন আমরা ওঘরে গিয়ে হরিনাম যে সত্য সেটা অনুভব করি?

উপেন্দ্র। হাঁ, তা বটে! রাত্রি সমাগত—

বিনোদ। প্রভু চরণে রাখবেন।

উপেন্দ্র। কোন চিন্তা নাই বৎস।

শঙ্কর। আমরা পাপী।

উপেন্দ্র। হরির কৃপা থাক্‌লে ভবার্ণবে কোন ভয় নাই!—কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে যাও।

[কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ নিষ্ক্রান্ত]

উপেন্দ্র। যে ভজে, সে ভক্ত; অর্থের জন্যই হোক, আর ভক্তির জন্যই হোক্। কিন্তু এই কেদারটা আমায় যেন চিনেছে বোধ হচ্ছে। ওকে ভজাতে হবে। যাক্, এখন মুখস ছাড়া যাক্। এই যে যজ্ঞেশ্বর!

[যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ]

উপেন্দ্র। এসো এসো। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

যজ্ঞেশ্বর। কি?

উপেন্দ্র। এই পিতাঠাকুরের ধারটা সবই দেবেন্দ্রই দিক না।

যজ্ঞেশ্বর। সে দেবে কোথা থেকে?

উপেন্দ্র। ভিটে বিক্রয় করুক—

যজ্ঞেশ্বর। আদায় করে দিতে পারো ত আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমি এক পয়সা ছাড়্‌ছি না—

উপেন্দ্র। তোমার যে খাঁই বড় বেশী দেখ্‌ছি।

যজ্ঞেশ্বর। তোমারই বা কম কৈ!—সমস্ত বিষয় পেয়েও আশ মেটে না।

উপেন্দ্র। কিন্তু তোমার ত আর পুত্র পরিবার নাই।

যজ্ঞেশ্বর। হ'তে কতক্ষণ?

উপেন্দ্র। সে কি! আবার বিয়ে কর্ব্বে নাকি?

যজ্ঞেশ্বর। পাত্রী খুঁজ্‌ছি।

উপেন্দ্র। বটে !—আমায় ত বল নি।

যজ্ঞেশ্বর। তোমায় সেই কথাই বল্‌তে এসেছি।

উপেন্দ্র। ব্যাপারখানা কি?

যজ্ঞেশ্বর। তোমার ভাইয়ের একটি অনূঢ়া কন্যা আছে—

উপেন্দ্র। আছে। এই যে কেদারবাবু! আবার—?

[কেদারের পুনঃ প্রবেশ]

কেদার। একবার দেবর্ষির সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলাম।

যজ্ঞেশ্বর। দেবর্ষি কে?

কেদার। স্বয়ং বক্তা। চমৎকার জুড়ি মিলেছে এই উপেন্দ্রবাবু আর এই যজ্ঞেশ্বরবাবু, মহর্ষি আর দেবর্ষি।

উপেন্দ্র। দেখুন কেদারবাবু, আপনি অতি সুন্দর লোক। অর্থাৎ কিনা—

কেদার! যদি মহর্ষির শিষ্য হই। বলেছি ত মহর্ষি। আমরা পাপপুণ্যে গড়া মর্ত্ত্যের মানুষ। অতখানি স্বর্গের অনাবৃত জ্যোতিঃ সহ্য কর্ত্তে পার্ক্ব কি?

উপেন্দ্র। কিন্তু—(ঢোঁক গিলিলেন)। আমি আস্‌ছি কেদারবাবু! কিছু মনে কর্ব্বেন না! [প্রস্থান]

কেদার। তোমরা যখন দু'জন একসঙ্গে জুটেছো, তখন দুই কারিগরে নিশ্চয়ই একটা শয়তানি মৎলব আঁটছো—যাক্। এখন শোনো। দেখ যজ্ঞেশ্বরবাবু! যদি সুদ না ছেড়ে দাও, তা হ'লে আমরা ঠিক্ করেছি যে, আসলও দেবো না সুদও দেবো না। কর নালিশ।

যজ্ঞেশ্বর। সে কি কেদার?

কেদার। আমি শুন্তে চাইনে। দেবো না, ব্যস, চুকে গেল।

যজ্ঞেশ্বর। দেবেন্দ্রবাবু কি শেষকালে তোমাদের পরামর্শে এই সাব্যস্ত কল্লে'ন!

কেদার। দেবো না, কর্ব্বে কি? কর মোকদ্দমা, আমি উকিলের পরামর্শ নিয়েছি। দলিল খারাপ, প্রমাণ হবে না। ভালোয় ভালোয় সুদ ছেড়ে দাও ত চাঁদ, নইলে কর নালিশ।

যজ্ঞেশ্বর। কেদার! নালিশ করে করে আমার চুল পেকে গেল। নালিশ কর্ব্ব তার আর আশ্চর্য্য কি?

কেদার। এখনও সুদ ছেড়ে দাও বল্‌চি। আপসে মিটমাট কর। নইলে আসলও দেবো না সুদও দেব না।

যজ্ঞেশ্বর। আসলও দিতে হবে, সুদও দিতে হবে, মায় ডিক্রির খরচাও দিতে হবে।

কেদার। দেখ যজ্ঞেশ্বরবাবু! সুদ ছেড়ে দাও। চালাকি রাখ।

যজ্ঞেশ্বর। চালাকি আবার কি?

কেদার। চালাকি বৈ কি! আসল ছাড়্‌বে না, সুদও ছাড়বে না, এ আবার চালাকি নয়ত কি?

যজ্ঞেশ্বর। এ আবার চালাকি কিসের? সুদে টাকা ধার দিয়েছিলাম, সুদ ছাড়্‌বো না। এর মধ্যে আবার চালাকি কি?

কেদার। (ঘড়ি দেখিয়া) এঃ, নয়টা বেজে গেল। ট্রেনেরও সময় হ'য়ে এল। ছাড়্‌বে না?

যজ্ঞেশ্বর। না।

কেদার। নরকে যাও।

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ, একটা কথা! ও কেদার! কেদার! শোন, শোন।

[কেদারের পুনঃ প্রবেশ]

কেদার। কি, সুদ ছেড়ে দেবে? শাপ দিয়েছি, আর ফিরিয়ে নিতে পার্ব্ব না। তবে এখনও যদি সুদ ছেড়ে দাও। এই পর্য্যন্ত না হয়, মেরে কেটে বল্‌তে পারি যে, নরকে এক বৎসরের বেশী তোমায় থাক্‌তে হবে না।

যজ্ঞেশ্বর। তা না হয় তার বেশী কিছু দিন থাক্‌লাম, তাতে যাচ্ছে আসছে না—এক কাজ কর যদি, তাহলে আমি সুদ মায় আসল ছেড়ে দিতে পারি।

কেদার। সেটা কি কাজ? নিশ্চয় একটা অসাধ্য কাজ।

যজ্ঞেশ্বর। অসাধ্য এমন কিছু নয়। তাতে দু'পক্ষেরই উপকার।

কেদার। বটে! কথাটা বেশ জমকে এনেছো ত? (ছড়ি রাখিলেন) শুনি ব্যাপারটা কি?

যজ্ঞেশ্বর। দেবেন্দ্রবাবুর এক বিবাহ-যোগ্যা কন্যা আছে শুনেছি। আমারও সম্প্রতি দ্বিতীয়পক্ষ বিয়োগ হয়েছে, তিনি যদি আমার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেন—

কেদার। তোমার সঙ্গে! এ ত বড় মজা!! তোমার সঙ্গে!!!

যজ্ঞেশ্বর। তাতে আর কি? তাঁর মেয়েও বয়স্থা হ'ল। এখন যদি—

কেদার। তোমার সঙ্গে। এ ত ভারি কৌতুক! (হাস্য) যজ্ঞেশ্বর! তোমার মাথা খারাপ, চিকিৎসা করাও।

যজ্ঞেশ্বর। তুমি হাস্‌ছো কেন? প্রস্তাবটা কর্ত্তে পার যদি, তাহলে দেবেন্দ্রবাবুর দু'দিকই বজায় থাকে।

কেদার। যজ্ঞেশ্বরবাবু। আমার যদি একটা মেয়ে থাক্‌তো, আর সে কাণা, খোঁড়া, কুঁজো, আর যা যা দোষ হ'তে পারে, তা তার থাক্‌তো, আর তার বিয়ে না হওয়ার দরুণ যদি হিন্দুসমাজ আমাকে শূলে দিতে পার্ত্ত ত, আমি মেয়েটাকে বরং হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে, হিন্দু-সমাজকে চোখ রাঙিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে শূলে যেতাম, তবু তোমার মত পাষণ্ডের সঙ্গে তার বিয়ে দিতাম না। খাঁটি কথা।

[প্রস্থান]

যজ্ঞেশ্বর। বটে! তোমার বড় আস্পর্দ্ধা কেদার! তোমায় দেখাচ্ছি। রোস!

[উপেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ]

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বর! তুমি গম্ভীরভাবে এই প্রস্তাব কর্চ্ছ?

যজ্ঞেশ্বর। কচ্ছি।

উপেন্দ্র। কিন্তু—এ ত বিবাহ নয়, এ যে ব্যভিচার।

যজ্ঞেশ্বর। উপেন্দ্র! আমার কাছে আর ঋষিত্বে কাজ কি? আমরা কি পরস্পরকে এখনও চিনি নাই? আমরা কি একসঙ্গে—

[ইঙ্গিত করিলেন]

উপেন্দ্র। চুপ্‌!

যজ্ঞেশ্বর। আমি কি জানি না? আমারা দু'জনেই পাষণ্ড। তবে আমি শুদ্ধ পাষণ্ড, তুমি তার উপর ভণ্ড। তুমি আমার বড় ভাই।

উপেন্দ্র। ব্যস্‌! কি কর্ত্তে হবে বল।

যজ্ঞেশ্বর। সাহায্য ক'র্ব্বে?

উপেন্দ্র। কর্ব্ব।

যজ্ঞেশ্বর। ব্যস্। (হাত ধরিলেন।) তবে আমি নির্ভর কর্ত্তে পারি।

উপেন্দ্র। সম্পূর্ণ।

যজ্ঞেশ্বর। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান—দেবেন্দ্রের কক্ষ। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ]

দেবেন্দ্র ও মানদা

দেবেন্দ্র। বাবার ধার শোধ না দিয়ে আমি আর কোন খরচ কর্ত্তে পারবো না।

মানদা। মেয়ে ত আর ঘরে রাখা যায় না।

দেবেন্দ্র। তবে তাড়িয়ে দাও।

মানদা। ওমা! সে কি?

দেবেন্দ্র। বাবার ধার আর রাখ্‌তে পারি না। সুদে-আসলে আমার অংশে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা হ'তে চল্ল।

মানদা। কিন্তু মেয়েও ত একটা বিয়ে দিতে হয়।

দেবেন্দ্র। কেন যে হয় তা ত জানি না। ছেলের চেয়ে কি মেয়ে বড় হ'ল?

মানদা। আমার কাছে তারা দুই-সমান।

দেবেন্দ্র! তবে? আমার দু'টি ছেলে, আর একটি অর্থাভাবে অভিমানে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেল, আর একটিকে মাইনে না দিতে পেরে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি।

মানদা। তবু তারা একরকম ক'রে খাবে। কিন্তু মেয়ে!—

দেবেন্দ্র। ওঃ! গৃহিণী, তুমি বল্‌ছো ঠিক কথা, কিন্তু এটির পরে আবার একটি। যাও গৃহিণী ভিতরে যাও। কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তুমি আমাকে যত উদাসীন ভাব্‌ছো, আমি তত উদাসীন নই। যাও।

[মানদার প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। সকালে রৌদ্রের নীচে ঐ গাছের পাতাগুলো নড়ছে।—আমি যদি ঐ গাছটাও হ'তাম—সুখে শীতের রৌদ্রে গা ঢেলে দিতাম। মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাব্‌তে হ'ত না।—বিয়ে করেছিলাম—আচ্ছা গরীবের ঘরে সন্তান হয় কেন—সব ভুল!—কে! সদানন্দ!

[সদানন্দের প্রবেশ]

দেবেন্দ্র। এসো ভাই।

সদানন্দ। তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

দেবেন্দ্র। অসুখ! (ইতস্ততঃ করিয়া) না!

সদানন্দ। না—খুলে আমায় বল না!

দেবেন্দ্র। কিছু না সদানন্দ। তুমি ছেলেবেলা গান গাইতে!

সদানন্দ। এখনও গাই, তবে সে সব গান আর গাই না!

দেবেন্দ্র। তবে?

সদানন্দ! প্রেমের গান আর গাই না, হাসির গান আর গাই না। সে দিন গিয়েছে। হাসি-তামাসার দিন গিয়েছে, আমারও গিয়েছে, সমাজেরও গিয়েছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি আর ভাল লাগে না। অন্য গান গাই।

দেবেন্দ্র। তাই গাও একটা।

সদানন্দ। বেশ।

দেবেন্দ্র। (হাসিয়া) তোমার গান আর আজ কেউ শুন্‌বে না।

সদানন্দ। শুন্তেই হইবে। শুন্‌ছো, আমি একটা যাত্রার দল কচ্ছি, জানো?

দেবেন্দ্র। সত্যি নাকি? সং সাজ্‌বে কে?

সদানন্দ। তার লোকের অভাব হবে না—দেখ দেবেন্দ্র! আমি আজ যাই।

দেবেন্দ্র। কেন?

সদানন্দ। বিশেষ দরকার আছে। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই একবার তোমার দেখে গেলাম। কাল আসবো। [প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। সদানন্দ আমার অকৃত্রিম বন্ধু। যদি ওর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত! না—সমাজের কাছে ও যে পরম অপরাধী। বিলেত ফেরত! চুরি কর, জাল কর, বেশ্যা রাখ—সমাজ সব সৈবে; কিন্তু

বিলেতযাত্রা অমার্জ্জনীয়। যাক্! মেয়ের বিয়ের জন্য আমার কয়দিন নিদ্রা হয় নি। শরীর—

(নেপথ্যে)। দেবেন্দ্রবাবু বাড়ী আছেন?

দেবেন্দ্র। আছি, আসুন।

[হরি, নবীন, শঙ্কর ও বিনোদের প্রবেশ]

নবীন। বেশ বাড়ীটি।

শঙ্কর। পৈতৃক বাড়ী কি না? জমিদারী!

হরি। একটু পুরোনো!

নবীন। তাহলে কি হয়? খাসা বাড়ী!

হরি। একটু ছোট!

নবীন। কিন্তু কি হাওয়া; যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে! চন্দ্রকান্তবাবু যা করে গিয়েছেন—চরম!

বিনোদ। পাঁচ হাজার টাকা ধার করে তিনখানা গ্রাম কিনে ফেল্‌লেন। বৈষয়িক বুদ্ধি খুব!

হরি। তবে বিষয় ভাগটা উচিত হয়নি। তা ব'লতেই হবে।

দেবেন্দ্র। তিনি যা করেছেন, বেশ বিবেচনা করেই করেছেন। তাতে আমার নিজের কোন দুঃখ নাই জান্‌বেন।

হরি। তা বটে। তবে কি না যদি এই ধারটা না রেখে যেতেন।

নবীন। হাঁ দেবেন্দ্র! সে ধারটার কি কিনারা কর্লে। যজ্ঞেশ্বরবাবুত আর অপেক্ষা কর্ত্তে পারেন না!

দেবেন্দ্র। এখনও কিনারা করে উঠ্‌তে পারি নি।

শঙ্কর। যজ্ঞেশ্বর বাবু নালিশ কর্ত্তে চান না! তবে কি করেন তিন বৎসর হয়ে গেল,—সুদও বেড়ে যাচ্ছে। আর পাঁচ হাজার টাকা ছেড়েই বা দেন কেমন করে।

দেবেন্দ্র। তা ত বটেই।

নবীন। ও ল্যাঠা চুকিয়ে দিন দেবেন্দ্রবাবু। নালিশ কর্লে'ত দিতেই হবে! তার উপর ডিক্রীর খরচা!

দেবেন্দ্র। তা ত দেখ্‌ছি। কিন্তু দেই কোথা থেকে! কিছুই বুঝতে

পাচ্ছি না। বৈঠকখানা বাড়ীটা ও আসবাবপত্র বিক্রয় কর্ত্তে হবে আর কি! তবে মায়া হয়! পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু—

হরি। শুনুন, আমি একটা প্রস্তাব করি। আপনার শুধু এ খরচ নয়, মেয়েরও ত একটা প্রকাণ্ড খরচ সম্মুখে রয়েছে!

দেবেন্দ্র। তা ত রয়েছেই।

হরি। যদি এক ঢিলে দু'টো পাখী মার্ত্তে পারেন মন্দ কি? আমি বল্‌ছিলাম কি—(কাসিয়া) যদি—শুনুন—অর্থাৎ—

[কেদারের প্রবেশ]

শঙ্কর। এই যে কেদারবাবু—!

কেদার। বেটা ছিনে জোঁক। এক পয়সা ছাড়্‌বে না। বেটা—অধম! আর কি ব'লব? তার উপর—গোদের উপর বিষফোঁড়া! বেটার কি আস্পর্দ্ধা! বেটা বলে কি?—লক্ষ্মীছাড়া, পাষণ্ড—উঃ! বেটাকে দু'ঘা দিয়ে এলাম না কেন? কেবল সেই দুঃখ হচ্ছে!

দেবেন্দ্র। অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন কেদার?

কেদার। উত্তেজিত! বেটার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে,—মর্‌তে বসেছে;—হতভাগা, পাজী, নচ্ছার! বেটা বলে কি—যদি তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, সে না হয় ধারটা ছেড়ে দিতে পারে। আস্পর্দ্ধা! আমি বেটাকে দু'ঘা দিয়ে এলাম না কেন, শুধু এই দুঃখ হচ্ছে! বড় মনস্তাপ হচ্ছে; উঃ! বড় মনস্তাপ—বেটা—মুদ্দফরাস, চণ্ডাল-হাড়ি ডোম!—

হরি। কেন কেদারবাবু! একজন ভদ্রলোককে মিছামিছি গালাগালি দেন?

কেদার। গালাগালি কেন দিই! কেন যে দিই, সেটা আমি নিজেই জানি না,—তবে দিই। দেওয়াই আমার স্বভাব। আমার স্বভাব পাজীকে পাজী বলা!

নবীন। কিন্তু কেদারবাবু—

কেদার। চোপ্‌রও। যত সব খোসামুদের দল! পয়জারের পা ঝাড়া! যাও না তার পায়ের তলায় লেজ নাড়ো গিয়ে। এখানে এসেছো কি কর্ত্তে! দেবেন্দ্র! এদের তাড়িয়ে দাও। এরা কোন শয়তানি মৎলব করে এসেছে নিশ্চয়। তাড়িয়ে দাও!

দেবেন্দ্র। সে কি কেদার! ভদ্রলোক---

কেদার। ভদ্রলোক!—এরা!—ফর্সা একখানা কাপড় পরলেই বুঝি ভদ্রলোক হয়? এদের তাড়িয়ে দাও।

দেবেন্দ্র। কেদার!

কেদার। বেশ, তবে আমি চল্লাম। তোমার সঙ্গে তবে আমার এই শেষ।—বেশ। [প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। কেদার! কেদার! চলে গিয়েছে। মহাশয়গণ!

নবীন। আমরা কিছু মনে করিনি, ও উন্মাদ, ওর কথা আমরা ধরিনে।

হরি। দেখুন দেবেন্দ্রবাবু, আমিও ঐ প্রস্তাব কর্ত্তে যাচ্ছিলাম।

দেবেন্দ্র। কি প্রস্তাব?

হরি। ঐ কেদারবাবু যা বল্লেন! দেখুন, আপনার এক ঢিলে দুই পাখী মারা হয়। এদিকে---আপনার কন্যার বিবাহ, ওদিকে--ধার!

দেবেন্দ্র। আচ্ছা, ভেবে দেখ্‌বো!

শঙ্কর। হাঁ দেখ্‌বেন। এমন সুযোগ জীবনের মধ্যে দুই-একবার মাত্র হয়।

হরি। তবে আমরা উঠি! কবে বল্‌বেন?

দেবেন্দ্র। কাল।

হরি। বেশ, ভাল কথা, তবে চল।

নবীন। চল।

দেবেন্দ্র! তাইত! বড় সমস্যার মধ্যে ফেল্লে। বিয়ে—বড্ড বুড়ো।—কি কর্ব্ব? তদ্ভিন্ন উপায় কি?---না, বড্ড বুড়ো, তার উপর মহা পাষণ্ড। মেয়েটাকে একেবারে জলে ফেলে দিতে পারিনে। এই যে দাদা।

[উপেন্দ্রর প্রবেশ]

উপেন্দ্র। হাঁ দেবেন! তোমাদের খবর নিতে এলাম। সব ভাল আছ তো?

দেবেন্দ্র। হাঁ দাদা! শারীরিক একরকম ভালই আছি, কিন্তু মানসিক কষ্টে আছি। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট---

উপেন্দ্র। সে ত আছেই। সংসারে কেবল দুঃখ! সুখ নাই। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে, এ সংসার মায়া। কিন্তু এ মায়াবন্ধন ছিন্ন করে যাওয়াও শক্ত।

বুদ্ধদেব সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তাঁর মনের অসীম বল ছিল। কিন্তু আমর পাপী, পারি না। সংসারের চিন্তা থেকে যত পার আপনাকে বিচ্ছিন্ন রেখো। তুমি আমার ছোট ভাইটি, তাই তোমায় উপদেশ দিচ্ছি। ভেবো না!

দেবেন্দ্র। কিন্তু না ভেবেও যে পারি না! ছেলেপিলেগুলোকে ত গলাটিপে মেরে ফেল্‌তে পারি না। তার উপর আবার—

উপেন্দ্র। ঐ ত দেবেন্দ্র! তাই ত বলি শ্রীকৃষ্ণের করুণা বিনা জীবের গতি নাই। রাধেকৃষ্ণ!

দেবেন্দ্র বড় ছেলেটা বিগড়ে গেল। ছোট ছেলেটাও কুষ্মাণ্ড হয়ে দাঁড়ালো। এক মেয়ের বিয়ে দিলাম। বিধবা হ'ল। আর এক মেয়ের ত কোন কিনারাই কর্ত্তে পাচ্ছি না।

উপেন্দ্র। সংসারের নিয়ম। কি কর্ব্বে বল ভাই?

দেবেন্দ্র। এদিকে সংসারের নিত্য খরচ—

উপেন্দ্র। তাও বটে। সংসারের খরচ না করেও উপায় নেই। দাম না দিলে কেউ কিছু দিতে চায় না! নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস এই যে চাউল—তাও কিন্তে গেলে দাম চায়! কি কর্ব্বে বল? খরচ—নিত্য খরচ। নারায়ণ! গোবিন্দ!

দেবেন্দ্র। দাদা, আমাদের পৈতৃক ঋণটা তুমি শোধ দেবে? আমার অংশ আমি ক্রমে দেবো। আমি আগে এ দিকটা গুছিয়ে নেই! আমার দেয় পাঁচ হাজার টাকা, যদি তুমি দাও।—

উপেন্দ্র। পাঁচ হাজার টাকা! দেবেন্দ্র, পাঁচ হাজার টাকা নীচের দিকে তাকিয়ে একটা তুড়ি দিলেই পাওয়া যায়। না!

দেবেন্দ্র। যায় না বলেই ত তোমার কাছে চাচ্ছি। আগে আমি এ কন্যাদায় হতে উদ্ধার হই, তারপরে—

উপেন্দ্র। দেখ দেবেন্দ্র, তোমায় একটা উপদেশ দিচ্ছি। যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে সুশীলার বিয়ে দাও। সে হয়ত সুদ মায় আসল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হবে 'খনি। আমি অনুরোধ কর্ব্ব। তুমি আমার ছোট ভাইটি, নৈলে—হরে মুরারে।

দেবেন্দ্র। দাদা! কি বলছো?

উপেন্দ্র। নৈলে উপায় কি বল? ওর অগাধ সম্পত্তি।

দেবেন্দ্র। কিন্তু ওর আর কত দিন ?

উপেন্দ্র। তারপর সব তোমার মেয়ের। তোমার আর কোন চিন্তা থাক্‌বে না। দেবেন্দ্র! বোঝো। ছোট ভাইটি আমার! তোমার নিতান্ত মঙ্গল কামনাতেই আমি এ উপদেশ দিচ্ছি। গোপাল! গোবিন্দ! ভেবে দেখ, এমন সুবিধা সচরাচর ঘটে না। তার অতুল সম্পত্তি—সব তোমার।—কেশব! মধুসূদন!

দেবেন্দ্র। (চিন্তিতভাবে) হুঁ।

উপেন্দ্র। ভেবে দেখো। আমি আজ উঠি; দেখ দেবেন্দ্র! তোমার বাড়ীর ধারে জঙ্গল হয়েছে, কাটিও নৈলে অসুখ কর্বে। তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই বলেই তোমায় এই উপদেশ দিচ্ছি। (ফিরিয়া) দেখ, তোমার যখন যা দরকার হবে আমায় জানিও। ছোট ভাইটি আমার! দেখ না আমি প্রায়ই এসে তোমাদের খবর নিয়ে যাই! জয় রাধেকৃষ্ণ!

[প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। তোমার অসীম অনুগ্রহ দাদা। মুখের হাসিটি ব্যয় কর্ত্তে তোমায় কখন কাতর দেখি নি। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) তাই সংসারে ক'জন করে ?

[বরেন্দ্রের প্রবেশ]

বরেন্দ্র। বাবা! মা ডাকছেন।

দেবেন্দ্র। যাচ্ছি, যা।

[বরেন্দ্রের প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। মেয়ে জবাই কর্ব্ব। দুর্গা বলে ঝুলে পড়ি। তারপর মেয়ের কপালে যা আছে তাই হবে।

[সুশীলার প্রবেশ]

সুশীলা। বাবা! মা একবার ভিতরে ডাক্‌ছেন।

দেবেন্দ্র। তাঁকে এখানেই পাঠিয়ে দাও।

[সুশীলার প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। সমাজ! এমনি নিয়ম করেছো যে, কন্যা গৃহের অভিশাপ-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদায় কর্ত্তে পার্লে বাঁচি। তাই মাতা কন্যা প্রসবে লজ্জিতা হয়—পিতার মুখ কালীবর্ণ হয়ে যায়। যাক। আর ভাব্‌বো না।

ঐ রাস্তার কুকুরটাও যদি হ’তাম। মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হোত না—চোখে জল আসছে

দেবেন্দ্র। (গাঢ়স্বরে) গৃহিণী! ঠিক করেছি।

[মানদার প্রবেশ]

মানদা। কি?

দেবেন্দ্র। জবাই কর্ব্ব?

মানদা। কাকে?

দেবেন্দ্র। সুশীলাকে।

মানদা। সে কি?

দেবেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বরবাবুর সঙ্গে সুশীলার বিয়ে দেবো।

মানদা। সে কি? সে যে বুড়ো! একেবারে বুড়ো! তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে।

দেবেন্দ্র। এককাল ত’ আছে? সেই এককালের সঙ্গেই বিয়ে দেবো!

মানদা। কেন,—চন্দ্রবাবুর ছেলের সঙ্গে?

দেবেন্দ্র। সে পাঁচ হাজার টাকা চায়।

মানদা। যোগাড় কর!

দেবেন্দ্র। কোথা থেকে গৃহিণী।

মানদা। ধার কর।

দেবেন্দ্র। ব্যস্। জলের মত সোজা হয়ে গেল। ধার কর্ব্ব? শোধ দেবে বোধ হয় তুমি?

মানদা। তা সে একরকম করে হয়ে যাবে’খনি।

দেবেন্দ্র। সে একরকমটা কি রকম, সেইটে যদি অনুগ্রহ করে বল তাহলে আমার ভারি একটা উপকার হয়। আর ধার চাইবই বা কার কাছে?

মানদা। কেন? দাদার কাছে।

দেবেন্দ্র। দাদার কাছে গৃহিণী? দাদার কাছে!—(ম্লান হাস্য করিলেন)

মানদা। কেন? ভাইয়ের বিপদে তিনি রক্ষা কর্ব্বেন না?

দেবেন্দ্র। এটা কি যুগ মনে আছে গৃহিণী?

দেবেন্দ্র। চেয়ে দেখছি। সে অপমানও হয়ে গেছে!

মানদা। তবে ?

দেবেন্দ্র। তবে! সম্মুখে তাকাও, পাশেও তাকাও, পেছনে তাকাও, এ 'তবে'র উত্তর পাবে না। উঁচুদিকে তাকিয়ে একবার ডেকে দেখ দেখি "ভগবান, তবে ?" উত্তর নাই। শূন্য পরিত্যক্ত প্রান্তর। খাঁ খাঁ কর্চ্ছে!

মানদা। তবে এই স্থির ?

দেবেন্দ্র। (প্রায় সরোদনস্বরে) আমরা দু'জনে সুশীলাকে জন্ম দিয়েছি, বুকে করে মানুষ করেছি, এ সোনার প্রতিমাকে রক্তমাংসে গড়ে তুলেছি। কিসের জন্য গৃহিণী ? সমাজের পায়ে বলি দেবার জন্যই নয় কি ? এখন এসো। তুমি ধর তার পায়ের দিকে, আমি ধরি তার মাথার দিকে। ক'সে ধর। আর যজ্ঞেশ্বর বসাক কোপ। তারপর ? তারপর ঐ রক্ত রাক্ষস সমাজের মুখে ছড়িয়ে দাও।

চতুর্থ দৃশ্য

[স্থান—দেবেন্দ্রের অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল—পূর্ব্বাহ্ন]

বিনয়। সুশীলা! তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে ?

(সুশীলা মুখ নত করিয়া পদনখ দ্বারা ভূমি-খনন করিতে লাগিলেন)

বিনয়। তোমাকে দেখে গিয়েছে ?

সুশীলা। (নতমুখে) হাঁ।

বিনয়। তবে সব ঠিক ?

সুশীলা। জানি না!

বিনয়। তুমি বিবাহ কর্বে ?

সুশীলা। জানি না।

বিনয়। তোমার বিবাহ তুমি জানো না ?

সুশীলা মুখ উঠাইলেন। বিনয় দেখিলেন তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়

বাষ্পভারাক্রান্ত। সুশীলা সহসা কহিলেন—

"বিনয়!"

বিনয়। কি সুশীলা!

সুশীলা। বিনয়!

বিনয়। কি সুশীলা? বল—চুপ করে' রৈলে যে!

সুশীলা। বিনয়! তুমি আমায় এখনও ভালোবাসো?

বিনয়। ভালোবাসি?—সে কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ সুশীলা।—তা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারো! আমি কখন মুখ ফুটে সে কথা বলিনি। কথাটি বল্‌বার জন্য আমার আপাদমস্তকে তপ্তস্রোত বয়ে গিয়েছে। বাক্য উন্মত্ত কয়েদীর মত বন্ধন-শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আস্‌তে চেয়েছে, তবু বলিনি।

সুশীলা। তবে তুমি আমায় ভালোবাসো?

বিনয়। জানো না কি? বুঝ্‌তে পারো নি? মুখ ফুটে বলিনি। তবু আমার চাহনিতে, আমার কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিমায়, বুঝ্‌তে পারো নি কি?

সুশীলা। মুখ ফুটে বলনি কেন?

বিনয়। তোমার মঙ্গলের জন্য। কারণ আমাদের বিবাহ হ'তে পারে না।

সুশীলা। পারে না কেন?

বিনয়। তোমার বাবা দেবেন না। কারণ জানো? কারণ, আমি বিলাত ফেরত।

সুশীলা। আর বাবার অমতে যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি?

বিনয়। সে কি? আমার জন্য তুমি কর্ত্তব্যপথ ছাড়বে? না সুশীলা, তা হ'তে পারে না।

সুশীলা। আমার কাজের জন্য আমি দায়ী। তুমি দায়ী নও। আমি আর এখন শিশুটি নই। আমার নিজের একটা সত্তা আছে। যদি বাবার ইচ্ছা ছিল, যে আমায় একটা যে-সে খোঁয়াড়ে বেঁধে রেখে আসবেন, তার সময় ছিল। সে সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন আমি ভাবতে শিখেছি। এখন তিনি যা খুশী তা কর্ত্তে পারেন না।

বিনয়। তোমার পিতার প্রতি তোমার কি একটা কর্ত্তব্য নেই?

সুশীলা। পিতারও কি সন্তানের প্রতি একটা কর্ত্তব্য নেই?

বিনয়। তোমার বাবা যা কর্চ্ছেন, তোমাদের মঙ্গলের জন্য কর্চ্ছেন!

সুশীলা। এ কথা বেশ ধীর, প্রশান্ত, স্থিরভাবে বল্‌তে পার্চ্ছ বিনয়? একজন ষাট বৎসর বয়সের বুড়ো! তিনি যে একজন লম্পটের হাতে আমায় সঁপে দিতে বসেছেন, কিসের জন্য? সমাজের জন্য; অর্থের জন্য, আমার সুখের জন্য নয়।

বিনয়। তাই যদি হয়, তোমার পিতার ইচ্ছার পায়ে আপনাকে বলি দিতে পারো না কি?

সুশীলা। কেন দিতে যাবো?

বিনয়। উৎসর্গ।

সুশীলা। আমি এ অন্যায় রকমে আমাকে উৎসর্গ কর্ত্তে চাই না,—পারি না। আমি পিতাকে, সমাজকে, ঈশ্বরকে তুষ্ট কর্ব্বার জন্য নিজের প্রতি এতটা অবিচার কর্ত্তে পারি না। উৎসর্গ বল্‌ছো বিনয়! একে উৎসর্গ বল? একটা হিতের জন্য আপনাকে বলি দেওয়ার নাম উৎসর্গ! একটা হিংস্র পশুর—এই সমাজের—উদর পূর্ণ কর্ত্তে যাওয়ার নাম উৎসর্গ নয়। এ আত্মহত্যা। আমি রাজি নই। বিনয়! বল, আমি যদি পিতার অমতে তোমাকে বিবাহ করি?

বিনয়। না সুশীলা, তোমার পিতার অমতে আমাদের বিবাহ হতে পারে না। আমার প্রবৃত্তি যে কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে উঠবে, তা হ'তে পারে না।

সুশীলা। তবে বল আমায় ভালোবাসো না?

বিনয়। ভালোবাসি বলেই বল্‌ছি। তোমায় এত ভালোবাসি যে, তোমায় স্পর্শ কর্ত্তেও আমার ভয় হয়, পাছে আমার হাতের ধূলা সেখানে লাগে। তোমার মুখপানে চেয়ে দেখি, আর আমার এক পা অগ্রসর হ'তে ভয় হয়, পাছে সে রূপের পবিত্র মন্দির কলুষিত করে ফেলি। স্তব্ধ নিশীথে আকাশের দিকে চেয়ে তোমার কথা ভাবি, আর স্বর্গের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু আমাদের বিবাহ অসম্ভব।

সুশীলা। তবে আমাদের মধ্যে এই শেষ দেখা।

বিনয়। (চিন্তা করিয়া) তাই হোক্।—এ শাস্তি—বড় কঠোর শাস্তি।

তোমায় না দেখ্‌তে পেলে, পৃথিবী শূন্য বোধ হ'বে, আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য—আমাদের আর সাক্ষাৎ না হওয়াই ভালো। পিতার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন কর। আমি তাতে এসে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াবো না। তোমার কর্ত্তব্য পালনের পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছি। তবে বিদায় সুশীলা।

[প্রস্থান]

সুশীলা। (ক্ষণেক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া) তুমিও এই চক্রান্তে যোগ দিয়েছ! বেশ! আমি বিবাহই কর্ব্বো না। বিবাহ—এই নির্ম্মম পুরুষের সংসর্গে আসাই অন্যায়। একে ভালোবাস্‌তে হবে! এর দাসীত্ব কর্ত্তে হবে! —আমায় ত্রাণ করেছ বিনয়! সত্যই আমায় পরিষ্কার করে দিলে। অমি বিবাহই কর্ব্বো না।

[বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদ। সুশীলা!

সুশীলা। কে—দিদি!

বিনোদ। কিছু বুঝতে পার্লে না।

সুশীলা। কি বুঝতে পার্লাম না?

বিনোদ। এই মহৎ হৃদয়।

সুশীলা। কার?

বিনোদ। বিনয়ের।

সুশীলা। মহৎ হৃদয়!

বিনোদ। কি বিনয়! কি উৎসর্গ!—কি দৃঢ়তা! কিছু বুঝ্‌তে পার্লে না!—এত শিশু নও তুমি। ভগবান্‌! পুরুষ এত উচ্চে উঠ্‌তে পারে। আর আমরা নারী—শুধু বিস্মিত-নেত্রে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে থাকি। এদের পায়ের কড়ে আঙ্গুলেরও সমান নই।

সুশীলা। কেন দিদি?

বিনোদ। বুঝ্‌তে পার্লে না যে, বিনয় তোমায় ভালোবাসে। বুঝতে পার্লে না যে, স্বর্গ হাতে পেয়েও, সে তা ধূলিমুষ্টির মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে—

কর্ত্তব্যের খাতিরে—তোমার পিতার প্রতি তোমার কর্ত্তব্যের খাতিরে---যা তুমি বুঝ্‌লে না।

সুশীলা। আমার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য আমি জানি। কারো বোঝাবার দরকার নেই।

বিনোদ। কিছু জানো না। কিছু বোঝো না। ইংরাজি শিক্ষা তোমায় শুধু অহঙ্কার শিখিয়েছে। আর কিছু শেখাতে পারে নি।

সুশীলা। দিদি! তোমার বক্তৃতা শুন্তে চাই না।—যাও।

বিনোদ। বাবা কি তোমায় কম ভালোবাসেন ভাবো? তিনি তোমার হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছেন;—আর তাঁর পরম সুখ হচ্ছে মনে কর? তাঁর বিশাল হৃদয়ে সন্তানের জন্য কত ব্যথা, কত চিন্তা, কত বেদনা, তুমি কি বুঝ্‌বে?

সুশীলা। যা বোঝো তুমি।

বিনোদ। হাঁ আমি, বুঝি। আমি দেখেছি, কত দীর্ঘ নিশীথ নিদ্রাহীন চক্ষে তিনি চেয়ে আছেন। আমি শিওরে ব'সে বাতাস করেছি। আমি স্বহস্তে তাঁর জন্য সুস্বাদু ব্যঞ্জন রেঁধে দিয়েছি; গ্রাস মুখে তুল্‌তে গিয়ে, তা হাত থেকে প'ড়ে গিয়েছে। গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে আনমনে আবোলতাবোল বকেছেন। আমি লক্ষ্য করেছি—তুমি করো নি।

সুশীলা। কেন সেধে তিনি এত কষ্ট ভোগ কর্চ্ছেন?

বিনোদ। একদিন বুঝ্‌তে পার্ব্বে। আজ পার্চ্ছ না—কারণ, কেবল স্বার্থ তোমায় পূর্ণ ক'রে রেখেছে, অহঙ্কার তোমায় ছেয়ে রেখেছে। একদিন—যেদিন ত্যাগের সৈন্য এসে এই দুর্গ থেকে,—স্বার্থকে তাড়িয়ে দেবে, আর অহঙ্কারের কুজ্ঝটিকা ঝ'রে প'ড়ে যাবে—সেদিন বুঝ্‌বে।

সুশীলা। দিদি! বাবা জানেন; তিনি দশজনকে বলেছেন যে, আমি তাঁর অবাধ্য মেয়ে। সে স্বভাব শোধরাবার বয়স আমার নেই!---আমি সমাজের পায়ে নিজেকে বলি দেব না---থাকে প্রাণ---যায় প্রাণ।

বিনোদ। তবে আর কি কর্ব্বে বোন্‌।

সুশীলা। কন্যার একটা পুরুষ জুটিয়ে দিলেই হ'ল। পিঁজ্‌রেয় পুরতেই

হবে'। ওঃ!---দেখি কার সাধ্য আমায় জোর ক'রে বিয়ে দেয়।

মানদা। এই যে সুশীলা!---এখানে একা কি কচ্ছিস্ মা? আয়, হাত ধুয়ে নে। চুল বেঁধে দিই। বর আস্‌ছে।

সুশীলা। বর আস্‌ছে না---যম আস্‌ছে। তার জন্যে সাজগোজ কেন মা? গায়ে কাদা মেখে থাক্‌লে যমে ছাড়ে?

মানদা। ওসব কি কথা সুশীলা!

সুশীলা। (সহসা) মা! আমি কি তোমাদের বাড়ীর একটা আপদ্?

মানদা। সে কি কথা?

সুশীলা। নৈলে আমাকে দূর কর্ব্বার জন্য এত আয়োজন কেন? মা! বল, আমি নিজেই চ'লে যাচ্ছি।

মানদা। সে কি! মেয়েটার কি একটু বুদ্ধি নেই।

সুশীলা। খুব বুদ্ধি আছে। নৈলে বুঝ্‌লাম কেমন ক'রে? কেমন ধরেছি। আশ্চর্য্য হচ্ছ মা? ধর্ল্লাম কেমন ক'রে তা বল্‌বো না! কিন্তু ধরেছি (হাস্য, পরে সহসা গম্ভীরভাবে) মা! কিছুই দরকার নেই। (সহসা ভিতরে গিয়া একখানি ছোরা আনিয়া) এই নাও। দাও কোপ। (ঘাড় পাতিয়া) দাও।

মানদা। সে কি মা!

সুশীলা। না, তাই দাও। একেবারে মেরে ফেল। দগ্ধে দগ্ধে মারা কেন! —যারা জাতে কষাই তারাও যে তোমাদের চেয়ে ভালো—একেবারে মেরে ফেলে। গায়ে সুঁচ বিঁধিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে মারে না। মা! এসব মিছে আয়োজন। আমি এ বিবাহ কর্ব্বো না।

মানদা। কি সব বল্‌ছিস্ সুশীলা?

সুশীলা। হাঁ মা! আমি তোমাদের যদি বড় বেশী খাচ্ছি, যদি তোমাদের সুখের পথে বড় বেশী বিঘ্ন হ'য়ে আছি, আর কোন ভাবনাই নাই, কাল রাত্রিতে আমায় আর দেখ্‌তে পাবে না। কোন ভয় নেই। মা! বাবাকে বল যে এ বিয়ে আমি কর্ব্বো না। জোর ক'রে আমার বিয়ে দিতে পার্ব্বেন না। তার আগে—দেখ্‌ছ ত এই ছুরি? এই ছুরি নিজের বুকে বসিয়ে দেবো।

মানদা। (হাত ধরিয়া) বালাই! ও কথা বল্‌তে আছে?

সুশীলা। মা! জানি, এ বড় নির্লজ্জার মত আচরণ হ'ল; কিন্তু কি কর্ব্বো, আমার যে কেউ নেই। বাবা—যিনি রক্ষক, মা—সব দুঃখ থেকে যাঁর বুকে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিই, ভগ্নী, স্বজন—আজ যে সব বিমুখ। যখন বাহিরে এতগুলো খড়্গ উঠেছে আমার বধ কর্ব্বার জন্য—মা গর্দ্দানায় তেল মাখাচ্ছেন—বাপ বলিদানের মন্ত্র পড়্‌ছেন, তখন আমার নিজের রক্ষার জন্য নিজেই খড়্গ ধর্ত্তে হয়। চেয়ে দেখ মা! শোন—আমি এ বিয়ে কর্ব্বো না, তার আগে আত্মহত্যা কর্ব্বো। [প্রস্থান]

মানদা। সত্যই মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে যাচ্ছি। না কাজ নেই। বলিগে। [প্রস্থান]

[বরেন্দ্রের প্রবেশ]

বরেন্দ্র। কৈ! দিদি ত এখানে নেই।

[কেদারের প্রবেশ]

কেদার। কৈ! বরেন!—তোমার বাবা কোথায়?

বরেন্দ্র। বেরিয়েছেন।

কেদার। বেরিয়েছেন কি রকম? যা ভয় করেছিলাম। এক মিনিটে সব ভেস্তে গেল। কখন বেরিয়েছেন?

বরেন্দ্র। তা ত জানি না।

কেদার। এঃ! কখন আস্‌বেন?

বরেন্দ্র। তাও জানি না।

কেদার। তা জেনেই বা লাভ কি? আমি ত আর অপেক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বো না? অথচ বিশেষ দরকারী কথা; না ব'ল্লেও নয়। (ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া ভাবিয়া) আঃ! পৃথিবীতে এই ঘটনাগুলো কেন হয়? কেউ বিশেষ দরকারে দেখা কর্ত্তে এলো ত' চাঁদ বেরিয়ে ব'সে আছেন! এতেই বল্‌তে হয় ঈশ্বর নেই; আমি বল্লাম ঈশ্বর নেই, প্রমাণ কর। নইলে এ রকম কখনো হয়? আমি শ্রীরামপুর থেকে ছুটে আসছি, শুদ্ধ এই কথা ব'ল্‌বার জন্য—ত চাঁদ বেরিয়ে ব'সে আছেন। (ঘড়ি দেখিয়া) আর অপেক্ষা করা চলে না। বাইস্ মিনিট!—তোমার বাবাকে ব'লো,—না, মোকদ্দমার বিষয় তুমি কি বুঝ্‌বে? না, শুন—যতখানি মনে রাখ্‌তে পারো তোমার বাবাকে ব'লো। ব'লো যে, আমি সব ঠিক ক'রে এসেছি! করুক বেটা মোকদ্দমা!

বরেন্দ্র। কে? যজ্ঞেশ্বরবাবু?

কেদার। এঁ্যা! জোগা আবার বাবু হ'লো কবে থেকে? বেটা—হাড়ি, ডোম, চামার, মুদ্দফরাস—

বরেন্দ্র। তিনি বোধ হয় আর মোকদ্দমা ক'র্ব্বেন না।

কেদার। ভয় পেয়েছে! জ্যাক্‌সন্ সাহেবের কাছে গিয়েছি—আর ভয় পেয়েছে; এখন পথে এসো বাছাধন, নালিশ কর্ব্বে কি চাঁদ। দলিল প্রমাণ হবে না। বেটা ভয় পেয়েছে।

বরেন্দ্র। আজ্ঞে তা নয় কেদারবাবু! তাঁর সঙ্গে মেজদি'র বিয়ে।

কেদার। বিয়ে! কি! বলি ওহে! বিয়ে কি রকম!! (ছড়ি রাখিলেন) দস্তরমত বিয়ে।

বরেন্দ্র। আজ পাকা দেখা হবে।

কেদার। পাকা দেখা কি রকম! বলি—ওহে—পাকা দেখাটা কিরকম? যাক্, ট্রেনটা গেল। যাক্।—এ কি রকম? কথাবার্ত্তা নেই, মেয়ে দেখা, পছন্দ, পাকা দেখা—এক নিশ্বাসে। আমি জান্তেও পারি নি! পাকা দেখা···কবে?

বরেন্দ্র। আজ।

কেদার। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) বেশ! এ বিয়ে হবে না। আমি এখানে আজ খাবো। ব'লে দিও। যা আছে—বেশী উদ্যোগ ক'রো না। সুশীলা কোথায়?

বরেন্দ্র। দেখ্‌ছিনে।

কেদার। তার এ বিয়েতে মত নেই কি?

বরেন্দ্র। তা কি জানি!

কেদার। তার মত থাক্‌লেই বা কি?—এই যে মা!

[সুশীলার পুনঃ প্রবেশ]

কেদার। তোমার না'কি বিয়ে?

[সুশীলা নীরবে দরজা ধরিয়া কেদারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন]

কেদার। এ বিয়ে হচ্ছে না। আমি কোন মতেই হ'তে দিচ্ছি না।—

তোমার এ বিয়েতে মত নেই ত মা?

[সুশীলা নীরব রহিলেন]

কেদার। বুঝেছি। বরেন্দ্র! এ বিয়ে হবে না। সুশীলা—মা! তোমার বাবাকে ব'লো, যে তিনি যদি তোমাকে খেতে দিতে না পারেন, আমি দেবো। আমার মা নেই। তুমি আমার মা হবে। চল মা আমার বাড়ী চল।

[সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিলেন]

কেদার। কেঁদ না মা! এ বিয়ে ত হবে না! বরেন্দ্র, কাগজ কলম নিয়ে এসো। যাও!

[বরেন্দ্র চলিয়া গেলেন]

কেদার হাসিলেন, পরে মাথা নাড়িলেন, পরে কহিলেন—

বুঝেছি দেবেন! সব বুঝেছি। আমার অবস্থা তুমি লও, ও তোমার অবস্থাটা আমায় দাও দেখি। কি কর্ত্তে হয় একবার বেটা সমাজকে দেখিয়ে দিই। বেটা কষাই, মুদ্দফরাস—মাপ কোরো মা! তোমার সম্মুখে গালাগালি দিয়ে ফেল্লাম। কিন্তু বড় দুঃখে ব'লে ফেলেছি। না, লেডির সম্মুখে বলাটা ঠিক হয় নি। না, সমাজ বেশ সাধু—বড় ভালো; সেই পুরাতন আর্য্যঋষিদের সমাজ—কখন খারাপ হ'তে পারে!

[কাগজ কলম লইয়া বরেন্দ্র প্রবেশ করিলেন]

কেদার। এনেছো? দাও।—না—না—তুমি লেখো।

বরেন্দ্র। কি লিখ্‌বো?

কেদার। লেখো—''এ বিয়ে হবে না।" লিখে রাখো, পরে সকলকে দেখিও। মুখের দিকে চেয়ে র'য়েছ কি? লেখো।

[বরেন্দ্র লিখিলেন]

কেদার। কি লিখ্‌লে দেখি। (কাগজ লইয়া) ''এ বিয়ে হবে না।" দেখি কলমটা দেখি। (কলম লইয়া) এই আমার দস্তখৎ ''শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য" (সঙ্গে সঙ্গে দস্তখৎ)। ব্যস্, কাগজখানা রেখে দিও। পরে সকলকে দেখিও। দস্তখৎ করেছি। আর কোন ভয় নেই। কোন ভয় নেই মা!—দস্তখৎ করেছি। নিশ্চিন্ত থাক।

বরেন্দ্র। (হাসিয়া) আচ্ছা লোক যা হোক্!

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রাহ্ণ

উপেন্দ্র, দেবেন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর, সদানন্দ ও উপেন্দ্রের ভক্তবৃন্দ

উপেন্দ্র। তবে আর কি দেবেন্দ্র! আশীর্ব্বাদ ক'রে ফেল।—শুভস্য শীঘ্রম্।

হরি। হাঁ! শীঘ্রম্। বল কি নবীন!

নবীন। প্রভু ব'লেছেন।

শঙ্কর। কি ভাব্‌ছেন দেবেন্দ্রবাবু।

দেবেন্দ্র। না ভাব্‌ছি না কিছু। ঐ বাড়ীর ভিতরে কেউ কাঁদছে না?

উপেন্দ্র। কৈ—না।

হরি। দেবেন্দ্রবাবু! আপনার কন্যা অনেক শিবপূজা ক'রে এহেন বর লাভ করেছেন।

শঙ্কর। কুবেরের মত সম্পত্তি।

নবীন। ও—হো।

বিনোদ। বয়সের জন্য ভাব্‌বেন না।

হরি। চুলে কলপ দিয়ে নিলে কে বল্‌বে বয়স বছর পঁচিশের বেশী?

সদানন্দ। নল্‌চে আর খোল দু'টিই বদ্‌লাতে হবে।

শঙ্কর। কি ভাব্‌ছেন দেবেন্দ্রবাবু? আর বিলম্ব কি?

দেবেন্দ্র। না—এই—তবে—আশীর্ব্বাদ করি সদানন্দ?

সদানন্দ। তোমার ইচ্ছা।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ! তুমি মন খুলে এ কাজ কর্ত্তে না বল্লে, আমি এ কাজ কর্ত্তে পারি না। তুমি বল ভাই! আমি তাহ'লে স্বচ্ছন্দচিত্তে আশীর্ব্বাদ করি।

উপেন্দ্র। আমি বল্‌ছি।

নবীন। প্রভু বল্‌ছেন।

দেবেন্দ্র। না, তুমি বল।

সদানন্দ। আমি কি বল্‌বো? তোমার জামাই, তোমার মেয়ে।

দেবেন্দ্র। তবু একটা শুভকার্য্য কর্ত্তে যাচ্ছি; তুমি হৃষ্টমনে প্রসন্নমুখে সম্মতি না দিলে, মনে কেমন একটা খট্‌কা থেকে যায়। তুমি মন খুলে বল। আশীর্ব্বাদ করি? সদানন্দ! তুমি আমার শৈশবের বন্ধু। এ সময়ে নীরব! এ শুভকার্য্যে তোমার মুখে হাসি নাই দেখে আমি এ কাজে হাত দিতে পারি না।—বল ভাই!

সদানন্দ। যদি বলতে বল—তবে বলি। তোমার মেয়ের এ বিয়ে দেওয়ার চেয়ে তাকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়াও ভাল।

হরি ও শঙ্কর। কেন সদানন্দবাবু?

উপেন্দ্র। আমি বল্‌ছি দেবেন্দ্র! আমার চেয়ে সদানন্দের কথা বড় হ'ল? আমি তোমার সহোদর, আমি বল্‌ছি।

নবীন। প্রভু বল্‌ছেন।

সদানন্দ। উপেন্দ্রবাবু! আপনি কেন বল্‌ছেন জানি না। কিন্তু আপনার স্নেহের আবরণের ভিতর দিয়ে বোধ হচ্ছে যেন একটা কুটিল কটাক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি। আপনার স্বরে একখানা ছোরা শাণাচ্ছে—সেটা বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তবে কাকে জবাই কর্‌বেন—সেইটে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। নিজের ভাইঝিকে কি? সেইটে কল্পনায় আন্‌তে পাচ্ছি না।

হরি। আপনি বলেন কি সদানন্দবাবু! আপনি মহর্ষিকে এ কথা বল্‌ছেন!

সদানন্দ। তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার বিবেচনা করি না। তোমরা ক্ষুদ্রজীব। কিন্তু আপনি—উপেন্দ্রবাবু। আপনি—ভণ্ড। দুঃখের বিষয় —অন্য একটা লাগসৈ ভদ্র গা'ল খুঁজে পেলাম না।

নবীন। মহাপ্রভুকে—

উপেন্দ্র। চুপ্‌ কর নবীন। সদানন্দবাবু! যদি আমায় দশজনে ভক্তি করে, সে দোষ কি আমার? বৃক্ষের পরিণতি ফলে। যদি দশজনে সেই ফল খেয়ে বৃক্ষকে প্রশংসা করে, সে দোষ কি বৃক্ষের?

সদানন্দ। উপেন্দ্রবাবু! মাফ কর্বে'ন, আপনাকে গালি দিয়েছি। কারণ, আপনি যাই হোন—দেবেন্দ্রের ভাই। আমি কখন আপনাকে পূর্ব্বে গালি দিই নাই। যাক্ দেবেন্দ্র। এ বিবাহে তোমার কন্যার মত আছে?

দেবেন্দ্র। জানি না।

উপেন্দ্র। মেয়ের আবার মত?

নবীন। প্রভু ব'লেছেন।

সদানন্দ উপেন্দ্রের প্রতি একবার শুষ্ক ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি-নিক্ষেপ
করিলেন। পরে কহিলেন—

সদানন্দ। সম্মতি নেবার প্রয়োজন ছিল না দেবেন্দ্র! যদি বালিকা বয়সে তার বিবাহ দিতে। কিন্তু যখন পনের বৎসর পর্য্যন্ত তাকে অবিবাহিত অবস্থায় রেখেছো, তাকে শিক্ষা দিয়েছো, তখন অন্ততঃ তার ভবিষ্যৎ বিষয়ে তার মতকে অগ্রাহ্য কর্ত্তে পারো না।

যজ্ঞেশ্বর। দেখুন সদানন্দবাবু! এ শুভকার্য্যে আপনি কেন বাধা দেন। দেবেন্দ্রবাবু! আমি আসল মায় সুদ ছেড়ে দিচ্ছি।

সদানন্দ। কন্যার মত আগে নাও।

উপেন্দ্র। কন্যা এ বিয়ে কখনই অমত কর্ব্বে না। আমাদের মতেই তার মত।

[সসৈন্যে কেদারের প্রবেশ, সকলের হাতে যষ্টি]

কেদার। এই যে আমি এসেছি। ঠিক সময়ে এসেছি।

সদানন্দ। কেদার যে! এ সব কি?

কেদার। পরে বল্‌ছি। আগে—এই যে (যজ্ঞেশ্বরকে) ওঠো সোণার চাঁদ, বেরিয়ে যা।

যজ্ঞেশ্বর। সে কি! দেবেন্দ্রবাবু—

কেদার। ওঠ্ বল্‌ছি বেটা অকালকুষ্মাণ্ড, পচা কাঁঠাল, টোকো আঁব!--- ওঠ্--বেরো।

দেবেন্দ্র। কি কর কেদার!

কেদার। চুপ কর, ঝগড়া হবে! ওঠ্ বেটা—বেতো ঘোড়া ঘেয়ো কুকুর, ওঠ্, নৈলে বসালাম মাথায় লাঠি, বেটার একপা গঙ্গার জলে, একপা ডেঙ্গায়--- এখন এসেছে বিয়ে কর্ত্তে।—ওঠ্ বেটা ইঁদুরের বাচ্ছা—

যজ্ঞেশ্বর। তুমি আমায় গালাগালি দাও কেন?

উপেন্দ্র। এ ত তোমার বড় চামার মত ব্যবহার কেদার।

কেদার। মহার্ষি যে! তাই ভাবছিলাম যে দেবর্ষি আছেন, মহর্ষি কৈ? (যজ্ঞেশ্বরকে) ওঠ্, বেটা যবনের এঁটো, নৈলে জুতোপেটা কর্ব্বো।

সদানন্দ। ওহে কেদার!

কেদার। সদানন্দবাবু। কোন কথা কৈবেন না বল্‌ছি। আমার ট্রেনের দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। বেটাদের সব না তাড়িয়ে যাচ্ছি না। সোজা কথা। এরা মানে মানে ওঠে, ত' অক্ষত শরীর যেতে পাবে, নৈলে আমার লাঠি ব্যবহার কর্ত্তে হবে। অত্যন্ত সোজা। উঠ্‌বি বেটা হলো বিড়াল---না দুধ না খেয়ে উঠ্‌বিনি।

হরি। এত বড় অন্যায়। ভদ্রলোকের অপমান!

কেদার। চোপরও! যত পরজারের পাঝাড়া, শূয়োরের ভাগাড়, কুকুর-শোকার জঙ্গল, মুদ্দফরাসের আঁস্তাকুড়!

শঙ্কর। কি কেদারবাবু! আমাদের সকলকে জড়িয়ে গাল দিচ্ছ!

কেদার। চোপরও উল্লুক!

শঙ্কর। কি! তুমি আমায় উল্লুক বল্‌ছো?

কেদার। হাঁ বল্‌ছি।

যজ্ঞেশ্বর। দেখ, তোমরা মারামারি ক'রো না।

শঙ্কর। ফের যদি বল---

কেদার। ফের বল্‌ছি---"উল্লুক!"

শঙ্কর। ফের উল্লুক বল্‌ছো?

কেদার। হাঁ বল্‌ছি।

শঙ্কর। আচ্ছা বল।

কেদার। আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে! সদানন্দবাবু! ---আমার অপরাধ নেই।---বেরো বেটা টোকো আমের ছিব্‌ড়ে, ওঠ।

[হাঁটুর গুঁতো দিলেন]

যজ্ঞেশ্বর। হাঁটুর গুঁতো দিচ্ছ?

কেদার। হাঁ দিচ্ছি। টের পাচ্ছ না? এই আবার দিলাম (গুঁতা দেওন) টের পাচ্ছ কি? ভাইগণ! মারো লাঠি।

যজ্ঞেশ্বর। আচ্ছা যাচ্ছি, কিন্তু আমি নালিশ কর্ব্বো, ছাড়ব না ; দেখ্‌বো।

[যজ্ঞেশ্বর ও ভক্তগণের প্রস্থানকালে হরি ও শঙ্কর

"দেখ্‌বো"

বলিয়া প্রস্থান করিলেন]

কেদার। দেখিস, যত পারিস্। যত সব যবনের এঁটো, জ'রো রুগীর বমি। আর এ বেটা---আজ বাদে কাল পটল তুল্‌তে হবে-- আবার এসেছে বিয়ে কর্ত্তে। মহর্ষি ! আপনি যুথশ্রেষ্ঠ হ'য়ে, ময়লা কাপড়ের ছেঁড়া টুক্‌রোর মত পড়ে রৈলেন যে---বাড়ী যান ; গীতা পড়ুনগে যান !

উপেন্দ্র। এর জন্য তোমায় জেলে যেতে হবে !

[প্রস্থান]

কেদার। একশ'বার। কর্ত্তব্য ত কর্লাম ; তার ফল ঈশ্বরের হাতে।

সদানন্দ। কেদার ! লোকে গীতা পড়ে, কিন্তু তুমি ভাই অনুষ্ঠান কর। এস ভাই আলিঙ্গন করি !

[আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান]

কেদার। কিন্তু আমার আর ঠিক তিন মিনিট সময় আছে।

দেবেন্দ্র। কি ক'র্লে কেদার ?

কেদার। কথা ক'য়ো না---ঝগ্‌ড়া হবে। ১২ আর ৫=১৭ ; পাবো। দেবেন্দ্র ! এর সঙ্গে ফের যদি মেয়ের বিয়ে দাও, সৈব না ; এক কথায়---সৈব না। তার পরদিনই আমার এক ঘুষিতে তোমার মেয়ে বিধবা হবে। বলে রাখ্‌লাম কিন্তু।

[প্রস্থান]

[দেবেন্দ্র একাকী বসিয়া রহিলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা

দেবেন্দ্র ও সদানন্দ

দেবেন্দ্র। একমাস জেল হ'য়েছে! বল কি সদানন্দ!

সদানন্দ। জেলে যেত না। দশ পনের টাকা জরিমানা হ'ত। তবে—অদ্ভুত লোক যা হোক।

দেবেন্দ্র। কি রকম?

সদানন্দ। হাকিম জিজ্ঞাসা কর্ল—"মেরেছো।" কেদার উত্তর দিল—"হাঁ খুব মেরেছি।" হাকিম বল্লে—"তার জন্য তুমি নিশ্চয় দুঃখিত।" কেদার বল্লে—"মোটেই না, আবার দরকার হয়ত ফের মার্ব্ব।"

দেবেন্দ্র। বেচারী আমার জন্য জেলে গেল। বাপ মেয়েকে বধ কর্ব্বার জন্য কুঠার উঠিয়েছিল, কেদার সামনে প'ড়ে সেই কুঠারের আঘাত বুক পেতে নিল। বাপের গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষা কর্ত্তে—ওঃ!—

সদানন্দ। তুমি আজ আপিসে যাবে না?

দেবেন্দ্র। জেলে গেল!—আমার জন্য।

সদানন্দ। তোমার ছোট মেয়ের জ্বর কেমন?

দেবেন্দ্র। আমার জন্য—আমার মেয়ের জন্য!—আর আমি তার বাপ্,—ওঃ!

সদানন্দ। ডাক্তার এসেছিল?

দেবেন্দ্র। সমাজ!

সদানন্দ। ও কি! এক দৃষ্টে কি দেখ্‌ছো?

দেবেন্দ্র। প্রকাণ্ড হাঁ—সদানন্দ!—হিন্দু-সমাজে গরীবের ঘরে মেয়ে জন্মায় কেন জানো? বল্‌তে পারো? এই জঘন্য হাটে স্বর্গের দেবী নেমে আসে কেন?—তাদের অপরাধ কি? তাদের অপরাধ কি?—

সদানন্দ। সমাজের দোষ দাও কেন দেবেন্দ্র! দোষ সমাজের নয়—দোষ তোমাদের। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ কর কেন?

দেবেন্দ্র। বাবা দিয়েছিলেন।

সদানন্দ। বাপের ভুলে ছেলে কষ্ট পায়—এ আজ নূতন নয়।

দেবেন্দ্র। না, তাঁর কোন দোষ ছিল না। তিনি মাকে দিয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি ডান দিকে ঘাড় নেড়েছিলাম !—বেশ মনে আছে ! তখন ভেবেছিলাম, যে বিবাহের এ নন্দন কাননে কেবল পারিজাত ফোটে, কোকিল গান গায় ; আর কেবল স্থরভিস্নিগ্ধ মলয় হিল্লোল ব'য়ে যায়। তখন কি জান্তাম—ওঃ !—বেরোবার উপায় নাই ! বেরোবার উপায় নাই কোন উপায় নাই সদানন্দ ?

সদানন্দ। উপায় তোমায় একদিন বলেছি।

দেবেন্দ্র। না, সাহসে কুলোয় না। কেন? তাই বা কেন ?—মানুষ ত আমি ! না—ছাড়বো। ঠিক কর্ল্'াম ছাড়বো।

সদানন্দ। কি ?

দেবেন্দ্র। পেয়ে বসেছে। না—আমি পার্ব্ব না।—কেন পার্ব্ব না সদানন্দ !

সদানন্দ। কি দেবেন্দ্র ! ও রকম কর্চ্ছ কেন ?

দেবেন্দ্র। সদানন্দ !—ভিক্ষা চাই। দিবে কি ?

সদানন্দ। কি চাও ভাই।—বল—বল সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন ? দেবেন্দ্র ! আমায় এতদিনে চেনো নি ? যদি আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি চাও—হাস্যমুখে দিতে পারি। দিই নাই,—কারণ সাহস করি নাই। তুমি কখন চাও নি। কিন্তু একবার চেয়ে দেখ দেখি।

দেবেন্দ্র। না, আমি তোমার অর্থ চাই না ; কিন্তু তার চেয়ে দামী জিনিস চাই। আমি চাই—তোমার পুত্রকে ; তুমি নাও আমার—কন্যাকে।

সদানন্দ। বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু ! তুমি এমন জিনিস চাইলে, যা আমি দিতে পারি না। পুত্রের বিবাহ—তার ইচ্ছা অনিচ্ছা। আমার হাত নেই।

দেবেন্দ্র। তোমার পুত্রের মত আছে জেনেছি।

সদানন্দ। আছে ? তবে দেবেন্দ্র ! তোমার কন্যা তবে আজ থেকে আমার কন্যা।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ ! আজ তবে যাও। আর না। যাও, মন দৃঢ় ক'রে নিই।

সদানন্দ চলিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র কাঁদিলেন। পরে
উপেন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন

উপেন্দ্র। দেবেন্দ্র! ভাই, আমি এসেছি—সেই বিষয়টা—

দেবেন্দ্র। দাদা! আমি ঠিক করেছি। আমি সদানন্দর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। আর কথাবার্ত্তার প্রয়োজন নেই।

উপেন্দ্র। সে কি! তুমি কি ক্ষিপ্ত হয়েছ?

দেবেন্দ্র। হয় ত—

উপেন্দ্র। সমাজ?

দেবেন্দ্র। ছাড়্‌বো।

উপেন্দ্র। অবশ্য তোমার কন্যার উপর তোমার অখণ্ড দাবী আছে। তবে সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখতে পাল্লে'ই বোধ হয় ভাল হ'ত। এই পুরাতন—

দেবেন্দ্র। হোক পুরাতন। এ সমাজ আমার কি উপকারটা কর্চ্ছে বল দেখি দাদা, যে আমি তার জন্য সুবিধা ছেড়ে, তার দাসত্ব কর্ব্ব? আমি ত কখন দেখলাম না যে, সমাজ আমার জন্য কখনও নিজের এক পয়সাও ছাড়লে। আমি ত দেখছি যে, চিরকালটা সে আমার উপর দাবীই ক'রে আসছে। আগে ছিল বটে, যে পাড়ার একজনের বিপদ দশজনের ঘাড় পেতে নিত। কিন্তু আজকাল—বাড়ীর পাশে প্রতিবেশী ম'রে গেলে, কেউ উঁকি মেরেও দেখে না। এ সমাজ আমার গেলেই বা কি, থাক্‌লেই বা কি।

উপেন্দ্র। স্বার্থত্যাগ কর, দেবেন্দ্র! কেবল স্বার্থত্যাগ কর। আহা! কি মধুর এ স্বার্থত্যাগ! আমি যে সে ধর্ম্ম আপনার ক'রে নিতে পেরেছি, সে স্পর্দ্ধা আমার নেই। সেই প্রয়াস করি মাত্র—নারায়ণ! শ্রীহরি!! গোবিন্দ!!!

দেবেন্দ্র। স্বার্থত্যাগ কর্ব্ব? কার জন্য দাদা? এই সমাজের জন্য? আমি নিজের সুখ কন্যার সুখ বলি দিতে পার্ত্তাম হয় ত, যদি সেই বলির মাংসে সমাজের উদর পূর্ণ না হ'ত। খেয়ে খেয়ে তার উদরের বেড় বেশী বড় হয়েছে। তার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার বড় বেড়েছে। আমি মানবো না।

উপেন্দ্র। কিন্তু বিবেচনা কর দেবেন্দ্র! তোমার নিজের প্রতিও তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে। বিলেত ফের্ত্তার সঙ্গে বিয়ে দিলে সমাজে একঘরে হয়ে থাক্‌তে হ'বে।

দেবেন্দ্র। না হয় একঘরে হব। তাতে আজকাল আর অপমান নাই—তাতে গৌরব। যেখানে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, কেশব সেন, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সেখানে একঘরে হওয়ায় লজ্জা নাই। সমাজ একঘরে কর্ব্বেন কাকে? না যে প্রকাশ্যে মুর্গী খায়, যার বাপ অপঘাতে মরে, আর প্রায়শ্চিত্ত করে না। যার হৃদয় বালিকা-বিধবার দুঃখে কাঁদে, যে অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে পারে না। যার স্ত্রী না খেতে পেয়ে রাস্তায় বেরোয়, যে বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলেত যায়—তাকে সমাজ একঘরে কর্ব্বেন। আর যে লম্পট, ব্যভিচারি, জালিয়াৎ, চোর, স্ত্রী-ঘাতক—যে তিনবার জেল খেটে এসেছে,—যে শত নিরীহ প্রজার ঘর পুড়িয়ে, কি সরকারের ভিটেয় ঘু ঘু চরিয়ে, হত্যায় হাত দুখানি রাঙিয়ে এসে সেই হাতের বুড়ো আঙুলে টাকা ঘুরিয়ে উঁচু দিকে ফেলে দিতে পারে, এই সনাতন সমাজ তার মাথার উপর হাত বোলায়। বিদ্যাসাগর হ'লেন একঘরে—আর মোহান্ত হলেন পরম ধার্ম্মিক। না দাদা! আমি একঘরে হব।

উপেন্দ্র। বুঝেছি ভাই; যদি শাস্ত্র পাঠ কর'তে দেবেন্দ্র! আমি যে সংস্কৃত শাস্ত্র সব আয়ত্ত ক'রেছি, সে স্পর্দ্ধা আমি করি না। তবে হিন্দুশাস্ত্র কিছু পাঠ ক'রেছি বটে।

দেবেন্দ্র। তার ফল ত সম্মুখেই দেখছি। এ দুটোর মধ্যে বেছে নেওয়া কিছু শক্ত নয়! আমি বেছে নিয়েছি।

উপেন্দ্র। দেবেন্দ্র!—

দেবেন্দ্র। না দাদা! তোমার কোন উপদেশ চাই না। যাও, তোমার উপদেশ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিলি করো। আমি চাই না।

উপেন্দ্র। তবে তোমার যথেচ্ছা কর। মধুসূদন! নারায়ণ! শ্রীহরি! গোবিন্দ!!

[প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। যদি এ বিষয়ে কোন দ্বিধা ছিল দাদা, তোমার আচরণে আর আমার কোন দ্বিধা নাই।

[মানদার প্রবেশ]

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! উৎসব কর—আনন্দ কর!

মানদা। কেন?

দেবেন্দ্র। আমি মুক্ত হ'তে যাচ্ছি। সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে পিঁজরে ভেঙ্গে বেরোতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাবে গৃহিণী?

মানদা। কোথায়?

দেবেন্দ্র। ঐখানে। ঐ নীল আকাশের তলে—ঐ সূর্য্যালোকে—ঐ নির্ম্মুক্ত পবিত্র বাতাসে! গৃহিণী! আমি সদানন্দের পুত্রের সঙ্গে সুশীলার বিবাহ দেবো।

মানদা। কার সঙ্গে?

দেবেন্দ্র। সদানন্দের পুত্রের সঙ্গে।

মানদা। দেবে?

দেবেন্দ্র। দেবো ঠিক করেচি। যেটুকু সন্দেহ ছিল—দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সে সন্দেহ ঘু'চে গিয়েছে। বিবাহের উদ্যোগ কর।

মানদা। এর চেয়ে সুখের বিষয় কি হ'তে পারে? বাছার মনে মনে তাই ইচ্ছা।

দেবেন্দ্র। তোমার মত আছে?

মানদা। তোমার মতেই আমার মত।—যাই সুশীলাকে বলিগে।

[প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! মনের আনন্দ কি চেপে রাখতে পারো? মুখে বেশ পতিভক্তি দেখিয়ে ব'লে গেলে।—"তোমার মতেই আমার মত"—তবে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে তুমি চোখে কাপড় দিয়েছিলে কেন? আর বিনয়ের সঙ্গে বিবাহের কথায় যেন আনন্দ রাখবার জায়গা পাচ্ছো না। আনন্দে—যতখানি শরীর না হ'লে—নিশ্চয় নাচতে।

[প্রস্থান]

[মানদা ও বিনোদিনীর প্রবেশ]

মানদা। সুশীলা কোথায় মা?

বিনোদ। গা ধুয়ে আস্ছে।

মানদা। একটা সুখবর শুনবে মা!

বিনোদ। কি মা?

মানদা। বিনয়ের সঙ্গে বিয়ের তোমার বাবা রাজি হয়েছেন!

বিনোদ। (সোৎসাহে) হয়েছেন!

মানদা। আমি যাই, সুশীলাকে বলিগে। [প্রস্থান]

বিনোদ। সুশীলা কি সুখীই হবে!—আর আমি? না—তার সুখেই আমার সুখ; বিধবার অন্য কামনা নাই; এই ব্রত ধারণ করেছি, ভগবান! যেন সে ব্রত পূর্ণ হয়।

[সুশীলার প্রবেশ]

বিনোদ। সুশীলা! একটা সুখবর শুনবে?

সুশীলা। শুনেছি দিদি! কিন্তু তা হবে না।

বিনোদ। কি হবে না?

সুশীলা। আমি তাঁকে বিবাহ কর্ব্ব না।

বিনোদ। সে কি বোন! তবে কাকে বিবাহ কর্ব্বে?

সুশীলা। আমি বিবাহ কর্ব্ব না।

বিনোদ। সে কি সুশীলা! মেয়েমানুষ বিয়ে না কর্লে চলে?

সুশীলা। কেন চলে না দিদি!

বিনোদ। ও মা! বলে কেন চলে না। এদেশে, সেই রামচন্দ্রের যুগ থেকে, সকলেই বিয়ে ক'রে আসছে।

সুশীলা। তার আগে থেকেও বিবাহ ক'রে এসেছে। মানি, কিন্তু এদেশে তাদের উপর কি অত্যাচারটা হয়ে গেছে দিদি! তাও ভাবো। রামচন্দ্র নিরপরাধা সীতাকে প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য বনবাস দিলেন। আর ভাবলেন, যে মহা স্বার্থত্যাগ কর্লেন। বোধ হয় প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাঁর মাকেও কাটতে প্রস্তুত ছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশাখেলায় বাজী রাখলেন। ধর্ম্মরাজ কি না! এ জাতি উচ্ছন্ন যাবে না, ত কে যাবে? বংশপরম্পরায় কোটি নারীর দীর্ঘশ্বাস যা তাদের অশ্রুবারির সঙ্গে মিশে বাষ্পাকারে আকাশে উঠছে, তাই আজ অভিশাপ হ'য়ে নেমে, এ জাতির উপর গরল বৃষ্টি কর্চ্ছে। হবে না? এতখানি স্বার্থপর জাতি—যে জাতি অবলা—অবলা ব'লে, তার উপর বংশপরম্পরায় এই অত্যাচার করতে পারে, সে জাতি উচ্ছন্ন যাবে না ত কে উচ্ছন্ন যাবে?

বিনোদ। সুশীলা! তুমি এক নিশ্বাসে অনেক কথা ব'লে গেলে। কিন্তু বোন, তুমি এক দিকই দেখলে; পুরুষেরা যদিও নারীজাতির উপর এই অবিচার, অত্যাচারের জন্য দায়ী হয়, তথাপি ভেবে দেখ, আমাদের

দেশের স্ত্রীজাতির গুণরাশি তৈরী ক'রে দিলে কে? সেই প্রপীড়িতা, পরিত্যক্তা সীতাদেবী যে মর্ব্বার সময়ও বলেছিলেন যে, "জন্ম জন্মান্তরে যেন শ্রীরামচন্দ্রকেই পতি পাই"—এ কথা এদেশ ছাড়া আর কোন জাতির নারী বল্‌তে পেরেছে?

সুশীলা। আর কোন দেশের পুত্র পিতার আজ্ঞায় মাতৃবধ কর্ত্তে পেরেছে? দিদি! আর বলো না; রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ'লে যায়। আমাদের দেশের পুরুষ—পতিকেই নারীর একমাত্র প্রেয়, ধ্যেয়, শ্রেয় ব'লে নির্দ্দেশ করেছে। সেই আদর্শ তাদের সম্মুখে খাড়া ক'রে ধ'রে রেখেছে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, সমাজে যত কঠোর বিধান—এই অভাগিনী নারী জাতির জন্য। পুরুষেরা বেশ্যাসক্ত হোক—অশীতি বৎসর বয়সে দশবার বালিকা বিবাহ করুক, স্ত্রীকে পদাঘাত করুক, সমাজ সব সৈবে। কেবল নারী জাতির পান থেকে চুনটি খস্‌লেই সর্ব্বনাশ।

বিনোদ। বোন! পুরুষ জাতি যদি খারাপই হয়, আমাদের আদর্শ থেকে আমরা স্খলিত হই কেন? পুরুষ জাতি যদি স্বার্থপর—তাদের মহৎ কর। তারা ত আমাদের শত্রু নয়, যে আমরা তাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বস্‌বো। বোন! নম্র হও, সহিষ্ণু হও। সৈতেই নারীর জন্ম। জীবন উৎসর্গেই তার জীবন। পুরুষ আর নারীকে ঈশ্বর সমান ক'রে গড়েননি। আমার বিশ্বাস, যে বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দিনে যে এখনও সে মুখ তুলে চাইতে পাচ্ছে, তা এই নারীজাতির ধর্ম্মের বলে। সেটা হারিয়ো না।

সুশীলা। থাক্, আর কাজ নেই। তুমি পার—আমি পারি না। তোমার বিশ্বাস আছে—আমার নাই। এই মাত্র। [প্রস্থান]

[বরেন্দ্রের প্রবেশ]

বরেন্দ্র। এই নোটের তাড়া, এবার আর আমাকে পায় কে? এবার—হুঁ হুঁ দেখবো রামলালবাবু—

বিনোদ। বরেন্দ্র!

বরেন্দ্র। (চমকিয়া) কে? দিদি! (নোট লুকাইতে ব্যস্ত)

বিনোদ। কি লুকাচ্ছ?

বরেন্দ্র। কিছু না—দলিল—

বিনোদ। কিসের দলিল?

বরেন্দ্র। এঁ্যা—না—এ দলিল।

বিনোদ। মিথ্যা কথা।

[বরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন]

বিনোদ। দেখি, হাতে কি? (অগ্রসর হইলেন)

বরেন্দ্র। নোট।

বিনোদ। কোথায় পেলে? সত্য বল।

বরেন্দ্র। খেলায় জিতেছি।

বিনোদ। সমস্ত মিথ্যা কথা। বরেন! তুমি উচ্ছন্ন যেতে বসেছ। এ কি উচিত হচ্ছে ভাই! কোথায় তুমি তোমার বাপের দারিদ্র্য ঘাড় পেতে নেবে, দৈন্যে—দুর্দ্দিনে, তাদের সাহায্য কর্ব্বে, তা তুমি ব'সে ব'সে তোমার বাপের যা কিছু আছে, উড়োচ্ছ। জুয়া খেল্ছো। টাকা কোথায় পাও জানি না। হয় চুরি কর—

বরেন্দ্র। না দিদি।

বিনোদ। কিংবা জাল কর। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ কি—জাল করেছ?

বরেন্দ্র। জান্লে কেমন ক'রে? হাঁ, জাল করেছি। আমি জুয়া খেল্বো ব'লে করেছি। নাও টাকা।

বিনোদ। জালিয়াতের টাকা আমি ছুঁই না। তুমি যাও, যার টাকা তাকে দিয়ে এস। তার ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে এস। তার পর নিজের চোখের জলে হাত ধুয়ে আমার কাছে এস, নইলে এস না। নইলে তোমার মায়ের বুকেও তোমার স্থান নেই জেন। [প্রস্থান]

বরেন্দ্র। না, তাই কর্ব্ব। ফিরিয়ে দেব। মায়ের মনে ব্যথা দিব না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জেল। কাল—মধ্যাহ্ন

কেদার

কেদার। এ এক রকম মন্দ নয়। এর মধ্যে বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। ঘানি ঘোরাচ্ছি—আর তেল বেরোচ্ছে। এই রকম যদি মাথা ঘোরাতাম—আর বুদ্ধি বেরোত। মাথা নেই—তার আর মাথা ব্যথা। বেটাকে যে বেশ দু'ঘা বসিয়ে দিয়েছি, তাতে আমার মনে বেশ আনন্দ হচ্ছে বুঝ্‌তে পার্চ্ছি। না হয় তার মাথা ভাঙার পরে ইট ভাঙলামই বা। ঐ বেটা ঘানি ঘোরাচ্ছে—বেশ চক্ষু বুঁজে, যেন সেটা উপভোগ কর্চ্ছে। অ্যাঁ! আবার গান গায় যে!

দূরের ব্যক্তির গীত

ঘোরো, ঘোরো আমার ঘানি,
আমি শুধু চক্ষু বুঁজে কেবল টানি—কেবল টানি
কত বর্ষা শীতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ঘুরে ধরাখানি,
ঘোরে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা—তুই ত বেটা ক্ষুদ্র প্রাণী,
আমরা ভব ঘোরে মচ্ছি ঘুরে, কেন ঘুরি নাহি জানি,
জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে প্রাণটা হেঁচড়ে টেনে আনি।
এ প্রাণের তবুও ত যায় না ক্ষুধা, কেন জানেন ভগবানই।
হে কৃ—তবু যদি তোমার পানেই চক্ষু থাকে—তবেই ঘোরা ধন্য মানি।

[একজন কয়েদীর প্রবেশ]

কেদার। তুমি কে?

কয়েদী। আমি একজন কয়েদী।

কেদার। তোমায় দেখে ভদ্রলোক ব'লে বোধ হচ্ছে। তুমি জেলে এলে কি ক'রে? বোধ হয় আমারই মত ভাল কাজ ক'রে!

কয়েদী। না বাবু। আমি এখানে এসেছি খারাপ কাজ না ক'রে।

কেদার। কি রকম?

কয়েদী। তবে শুনুন। উপেন্দ্রবাবু বল্লে যে, তাঁর জাল উইলের সাক্ষী হ'তে হবে। আমি আসল উইলের সাক্ষী আছি, আবার জাল উইলের সাক্ষী

হব কেমন ক'রে? তাই মিথ্যে মোকদ্দমায় আমায় জড়িয়ে জেলে পাঠিয়ে দিলে! উকীল মানুষ—সব পারে। ওঃ! বড় তৃষ্ণা পাচ্ছে—

কেদার। বটে, গল্পটা ত বেশ জমিয়ে এনেছ। আসল উইল আর জাল উইল কি?

কয়েদী। উপেন্দ্রবাবুর বাবা উইল করেন, যে তাঁর বিষয়ের তিন ভাগ তাঁর ছোট ছেলে দেবেন্দ্রের, আর এক ভাগ বড় ছেলের। আর তাঁর দুই মেয়ে মাসে মাসে কোম্পানীর কাগজের সুদ পাবে। আমি, আর তিনজন—গদাধর, কিশোরী আর হরিপদ সেই উইলের সাক্ষী ছিলাম। তার পরে উপেন্দ্রবাবু একখানা জাল উইল তৈরী করে—ওঃ, আর কথা কৈতে পাচ্ছি না, একটু জল দাও।

কেদার। ওহো! বুঝেছি; এবার—এবার ভারি মজা হয়েছে! একবার জেলে থেকে বেরোতে পার্লে হয়। আর তিনজন সাক্ষীর কি নাম কর্‌লে? যজ্ঞেশ্বর, হরিপদ আর কি?

কয়েদী। যজ্ঞেশ্বর নয়। গদাধর, হরিপদ, কিশোরী।

কেদার। হাঁ হাঁ, কিশোরীই বটে। তাঁরা তিনজন কোথায়?

কয়েদী। গদাধর আর হরিপদ কাশীবাস কর্চ্ছেন। আর কিশোরী বোধ হয় মজঃফরপুরে আছেন। আমি জেলে যাবার আগে ত সেখানকার উকীল ছিলেন। একটু জল দেন, গলা শুকিয়ে আসছে। আর পারি না, জল।

কেদার। এসো। জল কি—তোমার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পরের দিনই, আমার বাড়ী তোমার আলুবখরার সরবৎ খাওয়ার নিমন্ত্রণ রৈল। ওঃ! এই কাণ্ড! এবার আমাকে পায় কে? (নৃত্য)

কয়েদী। ও কি! তুমি কি উন্মাদ?

কেদার। (নৃত্য) তারে ধারে ধোন্ না ধিনা তারে কেটি তিনা।—তাদের নামগুলো কি বল্লে? গদাধর—শ্যামাপদ—

কয়েদী। শ্যামাপদ নয়, হরিপদ।

কেদার। হাঁ হাঁ, হরিপদ—আর কি?

কয়েদী। কিশোরী।

কেদার। রোস, মুখস্থ ক'রে নেই। শ্যামাপদ, হরিপদ, কিশোরী।

কয়েদী। শ্যামাপদ নয়—গদাধর।

কেদার। বটে, বটে। গদাধর, গদাধর, কিশোরী।

কয়েদী। দুজনের নাম গদাধর নয়, একজন হরিপদ।

কেদার। বটে, বটে। হরিপদ, হরিপদ।

কয়েদী। তোমার মুখস্থ হবে না।

কেদার। কেন ?

কয়েদী। বিশবার বলছি—গদাধর—হরিপদ—কিশোরী।

কেদার। ঠিক। গদাধর—হরিপদ—কিশোরী। গদাধর—হরিপদ—কিশোরী। গদাধর—হরিপদ আর একটা কি ?

কয়েদী। কিশোরী, কিশোরী—

কেদার। হাঁ, হাঁ, কিশোরী—কিশোরী।

কয়েদী। হাঁ।

কেদার। কিন্তু তাদের পুরো নাম চাই যে। গদাধর কি ?

কয়েদী। গদাধর সেন—রিটায়ার্ড সবজজ্।

কেদার। গাদাধর সেন—রিটায়ার্ড সবজজ্। গদাধর সেন—রিটায়ার্ড সবজজ্। সবজজ্—সবজজ্—সবজজ্ —তারপর ?

কয়েদী। হরিপদ মল্লিক—সামুকের জমিদার।

কেদার। আর ?

কয়েদী। কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মজঃফরপুরের উকীল।—একটু জল দাও। আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

কেদার। এই দিই শ্যামাপদ মল্লিক—রিটায়ার্ড সবজজ্—সবজজ্।

কয়েদী। শ্যামাপদ মল্লিক কে বল্লে!

কেদার। তবে ?

কয়েদী। গদাধর সেন।

কেদার। বটে, বটে, গদাধর সেন—গদাধর সেন।

কয়েদী। একটু জল দাও না।

কেদার। তারপর কিশোরী মল্লিক—সামুকের উকীল না ?

কয়েদী। মোটেই না। কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়—মজঃফরপুরের উকীল, একটু জল দাও—আমি যে তৃষ্ণায় মরি।

কেদার। এই দিই, কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়—মজঃফরপুরের উকিল। গদাধর সেন—রিটায়ার্ড সবজজ্। রিটায়ার্ড সবজজ্। এসো। তুমি কি খাবে? শুধু জল?—পান্তোয়া? সরভাজা? না, তা এখানে পাবার জো নেই; কি হবে?

কয়েদী। আমায় শুধু জল দিলেই হবে।

কেদার। আচ্ছা চল। কিশোরী মল্লিক,—রিটায়ার্ড সবজজ্ রিটায়ার্ড।

কয়েদী। আবার কিশোরী মল্লিক? কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেদার। হাঁ, হাঁ। বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়।

কয়েদী। মজঃফরপুরের উকীল।

কেদার। উকীল, উকীল। মুখস্থ কর্ব্বই। তা যতদিন লাগে। [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন

দেবেন্দ্র ও মানদা

মানদা। মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে চায় না, তা আমি কি কর্ব্ব বল।

দেবেন্দ্র। বিয়ে কর্ত্তে চায় না?

মানদা। না।

দেবেন্দ্র। হুঁ।

মানদা। এখন উপায়?

দেবেন্দ্র। কিসের উপায়? এ ত বেশ কথা! খরচ বেঁচে গেল।

মানদা। কিসের খরচ।

দেবেন্দ্র। বিয়ের খরচ। সদানন্দ টাকা নিত না বটে, কিন্তু বিয়েরও একটা খরচ আছে। সেটা বেঁচে গেল!

মানদা। কি বল্‌ছ?

দেবেন্দ্র। বেশ বলছি।

মানদা। তবে মেয়ের বিয়ে দেবে না ?

দেবেন্দ্র। মেয়ে বিয়ে কর্ব্বে না, আমি কি কর্ব্ব ?

মানদা। তুমি বুঝিয়ে বল।

দেবেন্দ্র। না।

মানদা। তবে মেয়ে আইবুড়ো থাক্‌বে ?

দেবেন্দ্র। বিয়ে না হ'লে, সে মেয়েকে যে কি বলে—আইবুড়ো না ?

মানদা। লোকে যে একঘরে কর্ব্বে।

দেবেন্দ্র। তার জন্য ত আগেই প্রস্তুত হ'য়ে বসে আছি।

(নেপথ্যে সদানন্দ)। দেবেন্দ্র বাড়ী আছ ?

দেবেন্দ্র। এসো সদানন্দ !—তুমি এখন ভিতরে যাও।

[মানদার প্রস্থান]

[সদানন্দের প্রবেশ]

দেবেন্দ্র। যাক্।

সদানন্দ। তোমার অসুখ ক'রেছে শুন্‌লাম।

দেবেন্দ্র। বিশেষ কিছু নয়; তবে—মনটা খারাপ হ'লে ওরকম মাঝে মাঝে হয়।

সদানন্দ। মনই বা এত খারাপ থাকে কেন ?

দেবেন্দ্র। এই পুত্র-কন্যাদের স্নেহাধিক্যে।

সদানন্দ। ও, তুমি সুশীলার কথা ভাব্‌ছ ?

দেবেন্দ্র। না, সে ভালই করেছে, বিয়ে করেনি। একটা সংসার—ভেঙে চুরমার ক'রে ভাসিয়ে দেয়নি। ওরা সব পাপ—জঞ্জাল—আপদ—সর্ব্বনাশ। আমরা দুধ দিয়ে কালসাপিনী পুষি। ওঃ !

সদানন্দ। সত্য কি তোমার ঐ মত ?

দেবেন্দ্র। তা বৈকি।

সদানন্দ। ঠিক উল্টো গাইছ।

দেবেন্দ্র। কি কর্ব্ব, ঠেকে শিখেছি।

সদানন্দ। দেবেন্দ্র। আমি তোমায় ভক্তি করি, কিন্তু তুমি এত তরল ! এত সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হও !

দেবেন্দ্র। কিছু না ; বেশ বুঝেছি, কিছু প্রয়োজন নেই।

সদানন্দ। কিসের ?

দেবেন্দ্র। কন্যার বিবাহের।

সদানন্দ। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দেবেন্দ্র। কেন ?

সদানন্দ। এর মধ্যে জন্মান্তরবাদ আর আধ্যাত্মিকতা না এনে—এটা বোঝা উচিত যে, পুত্র-কন্যা হাওয়া খেয়ে বাঁচে না ; তাদের ভবিষ্যৎ আহারের উপায় তাদের পিতা-মাতারই ক'রে দিতে হবে।

দেবেন্দ্র। অপরাধ ?

সদানন্দ। এই পুত্র-কন্যাকে সংসারে আনার জন্য তাঁরা দায়ী ! তাদের জীবন, শৈশব, তাদের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলবার সুযোগ, পিতামাতার হাতে। তাদের ভবিষ্যৎ দুঃখের জন্য তাঁরা দায়ী। তারা যদি খেতে না পায়, তা' হলে তার জন্য সংসারে কেউ দায়ী হয় ত, তাঁরাই দায়ী।

দেবেন্দ্র। তার পরে ?

সদানন্দ। ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে তাদের খাবার উপায় ক'রে দিচ্ছ, মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু কর্ব্বে না ? মেয়েদের বিয়ে দেওয়া, এক রকম মেয়ের চাকরী ক'রে দেওয়া। বিয়ে দিতেই হবে, তবে—

দেবেন্দ্র। তবে—থামলে কেন ?

সদানন্দ। নারীর প্রতি ঈশ্বর নিষ্ঠুর, আমরা কি কর্ব্ব ? তবে যতদূর মানুষ পারে, ততদূর তাদের জন্য করা কর্ত্তব্য। এই অসুবিধা ও দুঃখ দূর কর্ত্তে, আমাদের চেষ্টা করা উচিত নয় কি ?

দেবেন্দ্র। বুঝ্‌লাম না।

সদানন্দ। তারা দুর্ব্বল, কিন্তু তারাও মানুষ। পুরুষের মত অপমান, অবহেলা তাদের বক্ষেও বাজে। পুরুষের চেয়ে তাদের বুদ্ধি কম, কিন্তু তাদেরও মতামত আছে। তাদের মত একেবারে তুচ্ছ কর্ত্তে পারি না। যখন তারা শিশু ছিল, যখন তাদের একটা মত ছিল না, তখন তাদের বাপমায়ে ধ'রে তাদের বিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন বেশী বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া রেখেছ,

যখন তাদের একটা মতামত হয়েছে, তখন আর তাকে তুচ্ছ কর্ত্তে পার না। সুশীলার অমতে যদি তুমি বিনয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে, আমি তাতে বাধা দিতাম।

দেবেন্দ্র। কিন্তু মেয়ে যখন হিন্দুর ঘরে জন্মেছে—তার হিন্দু মেয়ের মত আচরণ করা উচিত নয় কি?

সদানন্দ। সাবিত্রীও হিন্দুর ঘরে জন্মেছিলেন। বয়স্থা কুমারীর একটা মত থাক্‌বেই। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ মূর্খ ছিলেন না।

[বরেন্দ্রের প্রবেশ]

বরেন্দ্র। বাবা!

দেবেন্দ্র। কি?

বরেন্দ্র। মা বল্লেন, খুকীর বিকার হয়েছে।

দেবেন্দ্র। সে কথা তিনি আমাকেও ব'লে গিয়েছেন।

বরেন্দ্র। সে আবল-তাবল বক্‌ছে।

দেবেন্দ্র। নৈলে কি আর সায়ান্সের লেক্‌চার দেবে?

বরেন্দ্র। মা ডাক্‌ছেন।

দেবেন্দ্র। আমি এখন যেতে পারি নে—যা।

সদানন্দ। না দেবেন্দ্র! ভিতরে যাও।

দেবেন্দ্র। আমি কারও বাঁধা চাকর নই।

সদানন্দ। সিভিল সার্জ্জনকে ডাক্‌বো?

দেবেন্দ্র। না—না—না। কতবার বল্‌ব;—তুমি এখন বাড়ী যাও।

সদানন্দ। আচ্ছা যাচ্ছি! তুমি একবার বাড়ীর ভিতরে যাও, তাঁরা ব্যস্ত হয়েছেন।

দেবেন্দ্র। জালালে—ওঃ, কেন বিবাহ করেছিলেম?

[বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদ। বাবা!

দেবেন্দ্র। যাচ্ছি চল; মরণ হয় না? [প্রস্থান]

বিনোদ। বাবার একটু শরীর খারাপ হয়েছে। নৈলে আগে কথায় কথায় ত এমন রাগ্‌তেন না।

চতুর্থ দৃশ্য

কাল—রাত্রি। বাহিরে বৃষ্টি-প্রপাতের শব্দ

শিলাবৃষ্টি ও মেঘ-গর্জ্জন

গৃহমধ্যে শয্যায় পীড়িতা কন্যা। মানদা পার্শ্বে বসিয়া

বসিয়া ঘুমাইতেছিল। দেবেন্দ্র দণ্ডায়মান

দেবেন্দ্র। কি ভয়ঙ্কর রাত্রি! মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে শিলাপ্রপাতে দরোজা ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠ্‌ছে। আর দূরে মেঘ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত নিম্ন—গভীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন কর্চ্ছে। আর এমনি অন্ধকার বোধ হচ্ছে, যেন আকাশ থেকে সৃষ্টি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। আছে শুধু এই কুঁড়ে ঘর। আছে শুধু হতভাগ্য আমরা কয়জন। সত্যই আমার কাছে সংসারে আর কেউ নাই! যখন ঝড় থেমে যাবে, অন্ধকার স'রে যাবে, যখন সূর্য্যকিরণে ফুল ফুটে উঠ্‌বে, পাখী গেয়ে উঠ্‌বে, যখন বসন্তের বায়ু ধীরপদে শ্যামলতার উপর দিয়ে চ'লে যাবে, পুষ্পগন্ধে কুঞ্জবন বিভোর হ'য়ে উঠ্‌বে, তখনই বা আমার কে আছে? সংসার?—একবার ফিরে আমার পানে চেয়ে দেখে না। দাদা!—শুনি মাত্র যে একই মাতৃগর্ভে আমাদের জন্ম। সংসারে আছে মাত্র দুই পুত্র! একটি শিক্ষাভাবে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আর একটি খাদ্যাভাবে রুগ্ন; দুইটি কন্যা—একটিকে ত ভাসিয়ে দিয়েছি আর একটিকে—তাও পাচ্ছি না। মানদা যে সমস্ত দিন কুলীর মত শ্রম করে, এখন নিদ্রা তাকে অনুকম্পায় কোলে টেনে নিয়েছে; এই রুগ্ন কন্যা ম'র্ত্তে যাচ্ছে, আর আমি এই সব দেখ্‌ছি।

কন্যা। মা! মা!

মানদা। (জাগিয়া) কি মা!

কন্যা। জল।

দেবেন্দ্র। এই যে। (আনিতে উদ্যত)

কন্যা। না—ওঃ—বাবা!

দেবেন্দ্র। এই যে দিচ্ছি। (জল প্রদান)

কন্যা। না—পারি না—মা!

মানদা। কি মা! এই যে আমি!

কন্যা। দিদি!

দেবেন্দ্র। ঘুমোচ্ছে, ডাক্‌বো?

কন্যা। না, কাজ নেই। বাবা!—তিনি ফিরে এলে তাঁকে বল—উঃ।

দেবেন্দ্র। বড় যন্ত্রণা হচ্ছে?

কন্যা। না, এক্ষণেই সব শেষ হ'য়ে যাবে।

মানদা। বালাই—ষাট।

কন্যা। মা! (গলদেশ ধারণ)

মানদা। মা আমার! (জড়াইয়া ধরিলেন)

কন্যা। মা! উঃ—বাবা!

মানদা। ডাক্তার ডাকো।

[কন্যা আবার শয্যায় পড়িয়া গেল]

কন্যা। বাবা! বড় কষ্ট যে।

মানদা। ও কি! বাছা ওরকম কচ্ছে কেন!—ডাক্তার ডাকো।

দেবেন্দ্র। ডাক্তার—বাহিরে কি হচ্ছে শুন্‌তে পাচ্ছ না। এই রাত্রে। ডাক্তার কেউ একশত টাকা দিলেও আসবে না। আর তা দেবারও ত আমার সঙ্গতি নেই।

কন্যা। ডাক্তার কাজ নেই—বাবা! জানালা খুলে দাও!

[দেবেন্দ্র জানালা খুলিয়া দিলেন। আর্দ্র বাতাস আসিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুমুদিনীর জীবন নিভিয়া গেল]

দেবেন্দ্র। (অন্ধকারে) মা কুমুদ!

মানদা। কুমী মা আমার! (জড়াইয়া ধরিলেন)

দেবেন্দ্র। জড়িয়ে ধর—দেখ, যেন না পালায়। এই অন্ধকারে, সুযোগ পেয়ে ফাঁকি দিয়ে না পালায়।

মানদা। পালিয়েছে। (অস্ফুট ক্রন্দন)

দেবেন্দ্র। ছেড়ে দিলে? জড়িয়ে ধরে রাখ্‌তে পার্লে না? মূর্খ! চল তবে—এই অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে আমরা ছুটে বেরোই। কোথায় পালাল দেখি। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে নিষ্ক্রান্ত)

নেপথ্যে। কুমুদ! কুমুদ!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা

দেবেন্দ্র গৃহমধ্যে একাকী বিচরণ করিতেছিল

দেবেন্দ্র। একটা বিপদ থেকে উদ্ধার না হতেই আর একটা ঘাড়ে এসে চাপ্‌ল! জলেই জল বাধে। যখন পড়তে আরম্ভ করেছি—আর রাখে কে? যত পড়্‌ছি ততই যেন আর দেরী সৈছে না।—এই যে গৃহিণী আস্‌ছেন। এসো না; আমি অনড়; কি কর্ব্বে কর।

[মানদার প্রবেশ]

মানদা। ও গো! চোখের সামনে ছেলেকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেল?

দেবেন্দ্র। গেল বৈ কি।

মানদা। কিছু বল্লে না?

দেবেন্দ্র। না—

মানদা। স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে?

দেবেন্দ্র। দেখলাম বৈ কি—চমৎকার দৃশ্য!

মানদা। আপত্তি কর্লে না?

দেবেন্দ্র। না।

মানদা। কেন?

দেবেন্দ্র। পাছে পুলিশ ছেলেকে ছেড়ে দেয়, এই ভয়ে।

মানদা। এই ভয়ে!

দেবেন্দ্র। কি জানি, পুলিশের সঙ্গে আমার যে মধুর সম্বন্ধ।

মানদা। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!

দেবেন্দ্র। খুব সম্ভব।

মানদা। না, তুমি তাকে বাঁচাও।

দেবেন্দ্র। কাকে?

মানদা। ছেলেকে ;—কি ! হাস্‌ছো যে ?

দেবেন্দ্র। বেশ আছ গৃহিণী। কোনই ভাবনা নাই ! সংসারের কিছুই জান না।—ভগবান্ আমাকে নারী করে তৈরী কর্লে'ন না কেন ? —এ যে শত গর্ভ-যন্ত্রণা।

মানদা। বাছার কি হবে ?

দেবেন্দ্র। বাছা জেলে যাবে।—চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা—কিন্তু ধর্লে'ই (দন্তদ্বারা ওষ্ঠ নিপীড়িত করিয়া)—যাও জেলে—কি আইনই করেছে কোম্পানী !—তোফা !

মানদা। ছেলে জেলে গেলে আমি বাঁচ্‌ব না।

দেবেন্দ্র। তবে মর। হাঁ মর। এক ছেলে সন্ন্যাসী—আর এক ছেলে গেল জেলে। এক মেয়ে চিকিৎসাভাবে গেল মারা, আর এক মেয়ে সুপাত্রাভাবে হ'ল বিধবা—আর এক মেয়ে—যাক্, বাকি আছ তুমি। তুমি দাও গলায় দড়ি ; আর আমি—কি কৌশলই করেছ দয়াময় !—পেটে নাই ভাত, তবু বিয়ের সাধটুকু আছে—বিয়ে কর—ফল ভোগ কর। শোধ-বোধ। কাউকে দোষ দিচ্ছি না।

মানদা। ছেলে জেলে যাবে ?

দেবেন্দ্র। খুব সম্ভব।

মানদা। ভালো কৌন্সিলি দিলে খালাস করে দিতে পারে।

দেবেন্দ্র। তা হয় ত পারে।

মানদা। তাই দাও।

দেবেন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ !—বেশ আছ গৃহিণী ! কিছু শক্ত ঠেকে না।—কিছু বোধ হয় না !—কৌন্সিলি দিতে টাকা লাগে তা জানো ? সে টাকা বোধ হয় তুমি দেবে ?

মানদা। ধার কর।

দেবেন্দ্র। এঃ—সমস্যাটাকে যে একেবারে তীরের মত সোজা ক'রে তুল্লে ! খুব সোজা—খুব সোজা ! হাঃ হাঃ হাঃ।

মানদা। বেশ যা হোক ! ছেলে চল্লো জেলে আর এ দিকে তুমি হাস্‌তে শুরু ক'রে দিলে !

দেবেন্দ্র। না সেটা অন্যায় হয়েছে। আর হাস্‌ব না। গৃহিণী! বাবার দেনা শোধ দিতে আধখানা বাড়ী বিক্রয় করেছি,—দেখেছ? ধার—কখন করি নি, কর্ব্ব না। যাক্ ছেলে জেলে।

মানদা। তবে কি হবে? (ক্রন্দনোপক্রম)

দেবেন্দ্র। (কঠোর স্বরে) যাও বিরক্ত ক'রো না!

[মানদার প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। বিয়ে করেছি—ফলভোগ কচ্ছি! কাউকে দোষ দিচ্ছি না। বাবা বিয়ে দেবার আগে আমায় জিজ্ঞোসা ক'রেছিলেন; আমি সম্মতি দিয়েছিলাম।—তখন ভেবেছিলাম, প্রিয়ার মুখচন্দ্রমার সুধা পান ক'রেই পেট ভরে যাবে। আর—আর কি ভেবেছিলাম?—স্বপ্নবৎ মনে হয়! তখন কি জান্তাম?—না যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। শোধ-বোধ! চমৎকার!—ঈশ্বর! —চমৎকার!

[বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদ। বাবা!

দেবেন্দ্র। কে? বিনোদ!—কি চাও? ও! তুমি যা চাও—তা আমি জানি;—পাবে না।

বিনোদ। বাবা! বরেনকে—

দেবেন্দ্র। কথা ক'য়ো না। কথা কইবে ত আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

[সুশীলার প্রবেশ]

দেবেন্দ্র। তুমিও!—কি চাও?

সুশীলা। আমার জন্য কিছুই না—বাবা! বরেনকে—

দেবেন্দ্র। বেরোও—বেরোও!

সুশীলা। আমায় তাড়িয়ে দিন, বরেনকে রক্ষা করুন। আপনার পায়ে পড়ি। (পদতলে পতন)

দেবেন্দ্র। স'রে যা—ছুঁস্‌নে।

সুশীলা। বাবা! (চরণ ধারণ)

দেবেন্দ্র। ওঃ। আর যে পারি নে। কত চাপা দেব? এ যে ঠেলে উঠ্‌ছে। এ কি পারি?—যাক্!—মা বিনোদ! মা সুশীলা! ভাবছিস কি—ভাবছিস্ কি—তোদের বাপ—ওঃ!—

[দ্রুত প্রস্থান]

[গহনার বাক্স হাতে করিয়া মানদার প্রবেশ]

মানদা। বিনোদ।

বিনোদ। কি মা?

মানদা। এই গহনা নিয়ে সদানন্দবাবুর কাছে যাও ত মা। বল গে, যে বিক্রয় ক'রে টাকা এনে দেন।

বিনোদ। সে কি মা?

মানদা। এ ক'খানা থাক্‌তে ছেলে জেলে যাবে না। কি একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছো যে।—নিয়ে যাও।

বিনোদ। এ—বলেছিলে না যে—তোমার মায়ের দেওয়া। জীবন থাক্‌তে ছাড়্‌বে না।

মানদা। বলেছিলাম। তখন ছেলের কথা ভাবি নি। ভাবি নি, যে প্রাণের চেয়ে প্রিয় হ'য়ে, আঁধার ঘরের মাণিক হ'য়ে শত্রু আমার ঘরে সিঁধ দেবে। এ ক'খানা সিন্দুকে থাকতে বাছাকে তারা জেলে দেবে; আর আমি মা হ'য়ে তাই দাঁড়িয়ে দেখবো।—নিয়ে যাও মা।

বিনোদ। বাবাকে জিজ্ঞেসা করেছ!

মানদা। না, দরকার নেই। ওর মাথা খারাপ হয়েছে।

বিনোদ। কিন্তু—

মানদা। আপত্তি ক'রো না মা। বড় বিপদে প'ড়ে আমার মায়ের দত্ত এই অলঙ্কার—আমার হৃদয়, আমার শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত, বেচে দিচ্ছি। আমার বাবা—মা! মুখ ফিরিয়ে নিও না; বাবার জন্য দিচ্ছি, আর কারও জন্য নয়। নিয়ে যাও বিনোদ।

[বিনোদিনী অলঙ্কারের বাক্স লইয়া নতমুখে প্রস্থান করিলেন]

মানদা। (জানু পাতিয়া করযোড়ে) মধুস্থদন! এ বিপদে রক্ষা কর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের শয়ন কক্ষ। কাল—রাত্রি

দেবেন্দ্র একাকী নিদ্রিত অবস্থায় কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন

দেবেন্দ্র। টাকা! টাকা! টাকা!—সংসারে আর কিছু নেই। কেবল ঐ টাকা। ছেলে চায় টাকা, মেয়ে চায় টাকা, গৃহিণী চায় টাকা, স্বজন চায় টাকা, তস্কর চায় টাকা, রাজা চায় টাকা, ভিক্ষুক চায় টাকা, স্তাবক চায় টাকা। মানুষ এই টাকার জন্য জননী বসুন্ধরার উদর চিরেছে, সমুদ্রের অগাধ গর্ভে ডুব মার্চ্ছে, আর পার্ত্ত ত আকাশটাও বেড়িয়ে দেখে আস্তো যে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রগুলো ভেঙ্গে চুরে মিণ্টে চড়ানো যায় কি না। বাহবারে দুনিয়া। মানুষ সংসারে এই টাকার চিন্তায় ডুবে ম'জে আছে। অথচ যখন এই টাকায় স্নান ক'রে উঠ্বে তখন একটা টাকাও তার গায়ে জড়িয়ে লেগে থাক্বে না। বম্ ভোলানাথ। আমি দেখেছি, যে আমার পাঁচ হাজার টাকার উপর বাড়ী শুদ্ধ নজর পড়েছে। —ইচ্ছা যে চিলের মত এসে তাকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যায়। এই নেওয়াচ্ছি রোস না। (লোহার সিন্দুক খুলিলেন) এমনি যায়গায় লুকিয়ে রাখ্তে হবে, যে, কেউ বের না কর্ত্তে পারে।—কোথায় রাখি? কালই আদালতে জমা দিয়ে আস্তে হবে। পৈতৃক বাড়ী, পৈতৃক ঋণ; কোথায় রাখি? নিজের জন্য ত বাড়ী বিক্রয় করি নি। এও বাবা! সেও বাবা। কোথায় রাখি? এই জায়গায় রাখবো। উঁহুঃ, মাটির মধ্যে লুকিয়ে? বেশ;—(বাহিরে গিয়া সাবল লইয়া প্রবেশ) দেখি দেখি এই জায়গায় (সাবল দিয়া মাটি খুঁড়িতে গিয়া তাহার শব্দে চমকিত হইয়া) ও কি! (চারিদিকে চাহিয়া) না, শব্দ হবে। না, হবে না। (সাবল রাখিয়া) আচ্ছা, আলমারিতে রাখ্বো। কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না। লোহার সিন্দুক থাক্তে আলমারিতে কেউ পাঁচ হাজার টাকা রাখে? রোস খুলি। (চাবি লইয়া খুলিলেন) এই জায়গায়—না, এই জায়গায়; এর ভিতরে—একি! এর ভিতরে আর একটা খোপর! বাঃ, এ ত ভারি মজা। এইখানেই রাখি; বেশ কথা। (নোটের তাড়া, তাহার ভিতরে রাখিলেন) তারপর এই—(বন্ধ করিলেন) তারপর এই—(বাহিরের কামরা বন্ধ করিলেন) তারপর—(চারিদিকে চাহিয়া) কেউ নেই ত? তারপর এই—(আলমারি বন্ধ করিলেন) এইবার কার সাধ্য খুঁজে বের করে। হাঃ হাঃ হাঃ (পুনর্ব্বার শয়ন ও নিদ্রা)

[বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদ। বাবা কথা কচ্ছিলেন না? ওঃ, তাঁর ঘুমিয়ে ঘোরা, কথা কওয়া, অভ্যাস আছে বটে। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উপেন্দ্রের গৃহ। কাল—সন্ধ্যা।

উপেন্দ্র ও ভক্তগণ আসীন

উপেন্দ্র। ভক্তগণ! আমার মনে হয় যে, আহার অতি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আর নবনী—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—আহা—সেই দেবকীনন্দন—

ভক্তগণ। আহা!

উপেন্দ্র। পীতাম্বর, শিখিপুচ্ছধারী, বংশীধর, গোপাল—

ভক্তগণ। আহা!

উপেন্দ্র। সেই ননীচোরা স্বয়ং এই শুভ্র সুকোমল—আহা! নবনী ভক্ষণ কর্ত্তেন। অতএব—(নবনী ভক্ষণ)

ভক্তগণ। আহা।

উপেন্দ্র। এই যে ডিম্বাকৃতি রক্তাভ সুন্দর পদার্থ রসে ভাসছে, এই—আহা—যেন সৃষ্টি কারণসলিলে ভাসমান! এর নাম রসগোল্লা। আর্য্য ঋষিগণ এর আকার থেকেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে পৃথিবী গোলাকার। অতএব আত্মা পরমাত্মার দিকে চলে যাক। (ভক্ষণ)

ভক্তগণ। কি আধ্যাত্মিক। কি অ্যাধ্যাত্মিক।

উপেন্দ্র। এই যে পানীয়—যাকে গ্রাম্যভাষায় সর্ব্বৎ বলে—কি অপূর্ব্ব রহস্যময়!—সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ, আহা সর্ব্বভূতে—কি আধ্যাত্মিক ব্যাপার এই! অতএব এ ভূমার দিকে চলে যাক। (পান)

ভক্তগণ। যাক।

উপেন্দ্র। তারপর, এই যে দেখছ ধূম্রোদ্-গারী বিচিত্র যন্ত্র—এর নাম গুড়গুড়ি। এর মধ্যে বিষ্ণুর তেজ—ওঃ হরি হে! গোবিন্দ! নারায়ণ! মধুসূদন! (সেবন)

ভক্তগণ। হরি হরি বোল।

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। বাবু। যজ্ঞেশ্বরবাবু এসেছেন।

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বরবাবু! ওঃ!—আচ্ছা, তোমরা এখন গৃহে গমন কর। আমি একবার শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আপনাকে সমর্পণ করি। আহা! সেই গোপিনীমনোরঞ্জন, সেই জীবের পরমাগতি, সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করি।—আহা!

ভক্তগণ। আহা!—ও হো—হো—হো—

[ইত্যাদি রূপ ভক্তি-রসাত্মক শব্দ করিয়া প্রস্থান]

উপেন্দ্র। যাক---হাঁফ ধচ্ছিল; বাঁচা গেল।---এখন যজ্ঞেশ্বর কি মনে ক'রে! দেখা যাক।

[যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ]

যজ্ঞেশ্বর। এই যে উপেন্দ্র!—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

উপেন্দ্র। তোমার সঙ্গে আমারও কথা আছে—যজ্ঞেশ্বর।

যজ্ঞেশ্বর। তুমি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ ক'রেছ।

উপেন্দ্র। আমি?

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ তুমি। তোমার পিতৃঋণ তোমার ভায়ের ঘাড়ে চাপিয়েছ। বল্লে যে, সে ভিটে বিক্রয় ক'রে ধার শোধ দেবে। তার ভিটে বিক্রয় হ'য়ে গেল, কিন্তু ধার এক পয়সাও শোধ হ'ল না।

উপেন্দ্র। তা—সে আমার দোষ নয়।

যজ্ঞেশ্বর। তোমার দোষ নয়?—আমি তোমার কান ধ'রে সে ধার আদায় কর্ব্ব।

উপেন্দ্র। কর,—জেনো, আমি উকীল।

যজ্ঞেশ্বর। আর আমি মহাজন। দু'জনেই রক্ত চুষে খাই। তবে আমি বৈষ্ণব নই, এই যা তফাৎ। তোমার কাছ থেকে এ টাকা আদায় কর্ব্ব।

উপেন্দ্র। কর, তুমি নিজে ছাড়পত্র লিখে দিয়েছ; আদায় কর।

যজ্ঞেশ্বর। তবে দেখবে?

উপেন্দ্র। কি ?—

যজ্ঞেশ্বর। আসল উইলে আমি সাক্ষী আছি।

উপেন্দ্র। কোথায় সে উইল ?

যজ্ঞেশ্বর। তবে শুন্‌বে ? সেই কালো মেহগিনির আলমারিতে।

উপেন্দ্র। ফুঃ !—

যজ্ঞেশ্বর। বিশেষ ফুঃ—না। ভেবেছ, সে উইল থাক্‌তো ত এতদিন পাওয়া যেত ?—না, এ আলমারির ভিতর এক গুপ্ত খোপর আছে ; সে কথা আমি জানি, আর কেউ জানে না।—সে আলমারি এখনও দেবেন্দ্রের হেফাজতে। আমি দেবেন্দ্রকে বলি ; ধার শেষ কর্ব্বার উপায় ক'রে দিইগে যাই।—তাতে বিষয় দেবেন্দ্রের বার আনা—তোমার চার আনা।

উপেন্দ্র। সে কি !

যজ্ঞেশ্বর। বল, ধার শোধ দেবে কি না ?

উপেন্দ্র। তুমি জাল উইলেরও সাক্ষী।

যজ্ঞেশ্বর। আমি অস্বীকার কর্ব্ব। তুমি আমার নাম জাল করেছ।

উপেন্দ্র। কে বিশ্বাস কর্ব্বে ?

যজ্ঞেশ্বর। যে বাপের নাম জাল করে—সে সাক্ষীর নাম জাল কর্ত্তে পারে না ?—বল টাকা দেবে কি না ?

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বর ! তুমি এ কাজ কর্ব্বে না। তুমি আমার বন্ধু !

যজ্ঞেশ্বর। একজনের সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্য চক্রান্ত করার নাম বন্ধুত্ব নয়। দুই সাধু বন্ধু হয়—দুই হারামজাদা বন্ধু হয় না। দু'জনকে দশ বৎসর এক খাঁচায় পুরে রাখ্‌লেও তারা বন্ধু হয় না। খাঁচা থেকে বেরোলেই—তারা যে হারামজাদ সেই হারামজাদ।

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বর। (হাত ধরিলেন)

যজ্ঞেশ্বর। মেয়ে-কাঁদুনি রাখ। (হাত ছাড়াইয়া) টাকা দেবে কি না ?

উপেন্দ্র। শোনই না।

যজ্ঞেশ্বর। দেবে কি না ? তুমি ত উকীল।—হাঁ কি না ?

উপেন্দ্র। একটা কথা।

যজ্ঞেশ্বর। আমার যে কথা সেই কাজ।—দেবে ?—এই শেষবার।

উপেন্দ্র। দেবো।

যজ্ঞেশ্বর। এক্ষণেই চাই।

উপেন্দ্র। এক্ষণেই ?

যজ্ঞেশ্বর। এই মুহূর্ত্তে। তোমায় বিশ্বাস নহে।

উপেন্দ্র। হাতে টাকা নাই।

যজ্ঞেশ্বর। বেশ। (প্রস্থানোদ্যত)

উপেন্দ্র। রোস, দিচ্ছি।

যজ্ঞেশ্বর। দাও।

উপেন্দ্র। দেখ যজ্ঞেশ্বর! একটা রফা কর।

যজ্ঞেশ্বর। রফা!

উপেন্দ্র। হাঁ রফা!

যজ্ঞেশ্বর। কি রফা ?

উপেন্দ্র। এই ধর যদি—

যজ্ঞেশ্বর। (সহসা) হাঁ রফা কর। যদি রাজি হও, তা হ'লে আসল—মায় সুদ ছেড়ে দিতে পারি। শোন।

উপেন্দ্র। কি ?

যজ্ঞেশ্বর। না, তা উচ্চারণ কর্ত্তে পার্ব্ব না। সে প্রস্তাবে মাটি কেঁপে উঠ্‌বে। এই অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকার জমাট হ'য়ে যাবে, ধর্ম্ম—থাকে, ত সে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে' পচে' ঢাউস হ'য়ে উঠ্‌বে।

উপেন্দ্র। কি প্রস্তাব ?

যজ্ঞেশ্বর। বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না। তুমি পাষণ্ড—আমিও পাষণ্ড। তবু আমাদের মধ্যেও সে কথা উচ্চারণ কর্ত্তে পাচ্ছি না। তবু বুঝতে পার্চ্ছ না ?

উপেন্দ্র। না।

যজ্ঞেশ্বর। শোন। (কর্ণে কহিলেন) কি! চমকে উঠলে যে ?

উপেন্দ্র। কি! নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী!—(যজ্ঞেশ্বরের গলদেশ ধরিয়া) পাষণ্ড।

যজ্ঞেশ্বর। সাবধান উপেন্দ্র!

উপেন্দ্র। না, না। ছেড়ে দিচ্ছি। মনে ছিল না—মনে ছিল না। (ছাড়িলেন)।

যজ্ঞেশ্বর। স্বীকার?

উপেন্দ্র। স্বীকার—ও কে?

যজ্ঞেশ্বর। কেউ না। ও কি, কাঁপছো যে? বাইরে এস।

[নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের গৃহান্তঃপুর। কাল—সন্ধ্যা

মানদা ও বিনোদিনী

মানদা। কি হ'ল?

বিনোদ। সদানন্দবাবু বল্লেন যে, গহনা এখন বিক্রয় করার দরকার নেই। গহনা বাঁধা দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এসেছেন।

মানদা। তিনি কি বল্লেন?—বাছা আমার বাঁচবে ত?

বিনোদ। তিনি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা কর্চ্ছেন।

মানদা। নারায়ণ তাঁর মঙ্গল করুন। বাবু যেন এ টাকার কথা জান্তে না পারেন। তা হ'লে তিনি রসাতল কর্ব্বেন। দেখ বাছা!

বিনোদ। কিছু ভয় নেই মা, তিনি কিছু জান্তে পার্ব্বে'ন না, মা!

[প্রস্থান]

মানদা। মধুসূদন, রক্ষা কর মধুসূদন—

[দেবেন্দ্রের প্রবেশ]

দেবেন্দ্র। আমার খাবার এখনও হয় নি?

মানদা। ওই যা—ভুলে গিয়েছি।

দেবেন্দ্র। তোমরা আমায় আর বাড়ীতে টিক্‌তে দেবে না দেখছি।

মানদা। এই যে এক্ষণেই ক'রে দিচ্ছি। বাছার খবর কি?

দেবেন্দ্র। যাও, বিরক্ত ক'রো না!

[মানদার প্রস্থান)

দেবেন্দ্র। যাক্। ছেলে জেলে গিয়েছে—আর কি? এবার বাবার

ধারটা শোধ দিয়ে—তারপর কৌপীন পরে রাস্তায় ছুটে বেরুচ্ছি। তারপর গৃহিণী—ব'য়ে গেল। দুটো মেয়ে—ব'য়ে গেল। ছেলে ত জেলে গিয়েছে—খেতে দিতে হবে না! মন্দ কি। বেশ ! খাসা তোফা !

[সুশীলার প্রবেশ]

দেবেন্দ্র। তুমি কেন এখানে? যাও।

সুশীলা। বাবা! সদানন্দবাবু এসেছেন। দেখা কর্ত্তে চান।

দেবেন্দ্র। আঃ, জ্বালালে এই সদানন্দ।—বল আমার সময় নেই! শরীর ভাল নেই।—নাঃ, ডেকেই নিয়ে আয়।

[সুশীলার প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। সকলের মুখে ঐ এক কথা। আহা দেবেন্দ্রের ছেলে জেলে গেল।—আহা।—যেন ঐ 'আহা'তে আমার অঙ্গ শীতল হয়ে গেল।

[সদানন্দের প্রবেশ]

দেবেন্দ্র। কি সংবাদ সদানন্দ!—আজ আমার শরীর ভাল নেই—

সদানন্দ। কি হয়েছে দেবেন?—ডাক্তার ডাকব?

দেবেন্দ্র। সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে এ ব্যামোর ঔষধ নাই।

সদানন্দ। ভেব না দেবেন্দ্র! আপীল কর্ব্ব। বরেন্দ্র এখনও মুক্তি পেতে পারে।

দেবেন্দ্র। না, না, আপীল করো না। জেলে ছেলে গিয়েছে, বেশ হয়েছে। আর বসে বসে খেতে দিতে পারি না। আর, একটা ভার ত কম্‌লো। এই গৃহিণী, আর দু'টো মেয়েকে ঐ রকম জেলে পুরে দিতে পার? বেশ হয়।

সদানন্দ। কি বল্‌ছ ভাই?

দেবেন্দ্র। কতকগুলো টাকা খরচ—মিছি মিছি এই কৌন্সলী দিয়ে।—তোমার যেমন বুদ্ধি।—হঁা, একটা কথা—এই মোকদ্দমায় শুন্‌লাম পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেছো?

সদানন্দ—হঁা প্রায়।

দেবেন্দ্র। সে টাকা তুমি পেলে কোথা থেকে?—এ কথা জিজ্ঞেস কর্ত্তে

আমার মনেও হয় নি। আমার মাথা খারাপ হয়েছিল। এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এত টাকা পেলে কোথা থেকে?

সদানন্দ। তোমার সে খোঁজে কাজ কি? আমরা যোগাড় করেছি।

দেবেন্দ্র। তা হলে তুমি দিয়েছ। মনে রেখো সদানন্দ যে, তুমি আমার জন্য যদি এক পয়সা খরচ কর বা ক'রে থাক, ত আমার সঙ্গে তোমার জন্মের মত ছাড়াছাড়ি। আমায় বেশ চেনো। আমার কোন পুরুষে কেউ কারও দান গ্রহণ করে নি; আমিও কর্ব্ব না।

সদানন্দ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন দেবেন্দ্র। আমি শপথ কচ্ছি যে, এর এক কপর্দ্দকও আমার নয়।

দেবেন্দ্র। তবে এ টাকা কোথায় পেলে?

সদানন্দ। তোমার গৃহিণীর কাছ থেকে পেয়েছি।

দেবেন্দ্র। আমার গৃহিণীর কাছ থেকে! তিনি পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পেলেন?

সদানন্দ। তা জানি না। আমার ছেলে আমার কাছে এ টাকা এনে বল্লে যে, তোমার গৃহিণী মোকদ্দমার খরচের জন্য এ টাকা পাঠিয়েছেন।

দেবেন্দ্র। তুমি জিজ্ঞাসা করনি যে, আমার গৃহিণী এ টাকা কোথা থেকে পেলেন?

সদানন্দ। করেছি। বিনয় বল্লে, তিনি তা বল্‌তে বারণ করে দিয়েছেন।

দেবেন্দ্র। আচ্ছা, আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞেস কর্ব্ব। ভাল, এক কথা, সদানন্দ! আমার ডিক্রির টাকা আমি যোগাড় করেছি। তুমি গিয়ে আদালতে দাখিল করে আস্‌বে?—সুবিধা হবে?

সদানন্দ। দাও না, আজই দিয়ে আস্‌ছি; আমার প্রচুর অবসর।

দেবেন্দ্র। আমিই দিয়ে আস্‌তাম, তা আমার শরীর ভাল নেই। মনে হচ্ছে জর হবে। কিন্তু আমি পিতৃঋণ যখন শোধ দিতে পারি, তখন আর একদিনও তা বাকি রাখতে চাইনে; আমার শেষ সম্পত্তি বিক্রয় করে এ টাকা যোগাড় করেছি।

সদানন্দ। সে কি দেবেন্দ্র!—বাড়ী! কাকে বিক্রয় কর্লে?

দেবেন্দ্র। হাঁ সদানন্দ।

সদানন্দ। সে কি? বিক্রয় কর্ব্বার আগে আমাকে একবার বল্লেও না।

দেবেন্দ্র। তোমাকে বল্লে তুমি বিক্রয় কর্ত্তে দিতে না।

সদানন্দ। তা ত দিতামই না। কি করেছো দেবেন্দ্র? পিতার সম্পত্তি বড় পবিত্র জিনিস।

দেবেন্দ্র। পিতার সম্পত্তির চেয়ে আমার কাছে পিতৃঋণ বেশী পবিত্র জিনিস।

[লৌহ সিন্দুক খুলিলেন]

সদানন্দ। অতি মহৎ তুমি দেবেন্দ্র! তোমারই চারিদিকে কেন এ মেঘ ঘনিয়ে আস্‌ছে, ভগবানই জানেন।—দাও।

দেবেন্দ্র। কৈ? নোটের তাড়া কৈ?

সদানন্দ। কি! ভিতরে নাই?

দেবেন্দ্র। কৈ!—যা ভেবেছি তাই!

সদানন্দ। টাকা না নোট?

দেবেন্দ্র। সব দশ টাকার নোট।

সদানন্দ। কাউকে দাওনি ত?

দেবেন্দ্র। এ চুরি। নিশ্চয় চুরি।

সদানন্দ। লোহার সিন্ধুক খুলে কে চুরি কর্ব্বে?

দেবেন্দ্র। কে কর্ব্বে?—আমি জানি যে কে করেছে।

সদানন্দ। কে?

দেবেন্দ্র। হুঁ।

সদানন্দ। চুরি যায় নি। আর কোথায় রেখেছ মনে করে দেখ। এখন স্নানাদি কর, পরে ভেবে দেখো। ব্যস্ত হয়ো না, আমি আবার বিকালে এসে খোঁজ নিয়ে যাব'খনি। [প্রস্থান]

দেবেন্দ্র। বুঝেছি গৃহিণী! তুমি পাঁচ হাজার টাকা কোথায় থেকে পেয়েছো। আমি কেবল দেখছি যে, ঐ পাঁচ হাজার টাকার উপর বাড়ীশুদ্ধর নজর। ছেলেকে বাঁচাবার জন্য আমার পাঁচ হাজার টাকা চুরি করেছে।—চুরি, চুরি।—এই যে!—

[মানদার প্রবেশ]

মানদা। খাবার হয়েছে। স্নান কর।

দেবেন্দ্র। গৃহিণী!

মানদা। কি! অমন করে' চেয়ে রয়েছো যে?

দেবেন্দ্র। শেষে চুরি!

মানদা। কি চুরি?

দেবেন্দ্র। তোমার এতদূর সাহস! আমার লোহার সিন্দুক থেকে চুরি!

মানদা। কে চুরি করেছে?

দেবেন্দ্র। তুমি।

মানদা। আমি?

দেবেন্দ্র। আমি লক্ষ্য কচ্ছিলাম, ঐ পাঁচ হাজার টাকার উপরে বাড়ীশুদ্ধর নজর। জান, পাঁচ হাজার টাকা আমার রক্ত দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ড গলিয়ে তৈরী করা। বাবার দান—যৎসামান্য দান—তাই বিক্রয় করে—আমি তাই বিক্রয় করে যোগাড় করেছিলাম। সেই টাকা চুরি!

মানদা। সে কি। আমি চুরি কর্ব্ব!

দেবেন্দ্র। গৃহিণী। আমার পাঁচ হাজার টাকা ফিরিয়ে দাও।

মানদা। তুমি কি বল্‌ছো? তোমার লোহার সিন্দুক খুলে আমি তোমার টাকা নেবো!

দেবেন্দ্র। আবার মুখের ভাব দেখানো হচ্ছে—যেন একেবারে নির্দ্দোষ, কিচ্ছুই জানেন না। উঃ! কি কপট মিথ্যাবাদী এই স্ত্রীজাতি! তারা সব কর্ত্তে পারে। আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে যে, আমায় তুমি এতদিন বিষ খাওয়াওনি কেন? কেন খাওয়াওনি? যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলে ত—দাও টাকা।

মানদা। আমি টাকা নিয়ে কি কর্ব্ব?

দেবেন্দ্র। কি কর্ব্বে? জানো না কি করেছো? তুমি ছেলের মোকদ্দমার জন্য সেই টাকা সদানন্দের কাছে পাঠিয়েছো। জানো না আর কি? দাও টাকা।

মানদা। সর্ব্বনাশ!— যদি তাই করে থাকি, সে তো তোমারই ছেলে।

দেবেন্দ্র। বিশ্বাস কি?—যাক্। তাকে রক্ষা কর্ত্তে—তুমি—আমার বাপের যা কিছু পেয়েছিলাম তা বিক্রয় করে, আমার আত্মবিক্রয় করে, আমার পরকাল বিক্রয় করে, যে টাকা এনেছিলাম—দাও টাকা বল্‌চি।

মানদা। তবে শোন। আমি যে টাকা সদানন্দ বাবুর কাছে ছেলের জন্য পাঠিয়েছি, সে আমার মাতৃদত্ত অলঙ্কার বিক্রয় করে এনেছি, তার মধ্যে এক পয়সাও তোমার কাছ থেকে পাই নি! সত্য কথা বল্‌ছি। আর ইঙ্গিতে অন্যরূপ যে দোষারোপ করেছো---তা আমি ভুলে যাব; কারণ, তুমি কি বল্‌ছো—তুমি জানো না।

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! চোখের জল দিয়ে আমায় ভোলাতে পার্ব্বে না। সেটা তোমাদের ভারী অভ্যস্ত---শঠের জাতি তোমরা। কিন্তু আর ভুলি নে! দাও টাকা—নহিলে---

মানদা। নহিলে?

দেবেন্দ্র। নহিলে---আর কিছু কর্ব্ব না। তোমায় আমার বাড়ী থেকে দূর করে দেব!---ঘরে চোর পুষতে পারি নে।

মানদা। বেশ।

দেবেন্দ্র। বেশ, তবে এক্ষণেই বেরিয়ে যাও।

মানদা। কোথায় যাব?

দেবেন্দ্র। যেখানে ইচ্ছা।---যাও।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—জেলখানা। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

কেদার ও বরেন্দ্র

কেদার। তুমি জেলে এলে কেমন করে?

বরেন্দ্র। জাল করে।

কেদার। তাই ত!—এত দেরী করে এলে?

বরেন্দ্র। কেন, আগে এলে কি সুবিধা হত?

কেদার। গল্প করা যেত। আমি যে আজ বেরিয়ে যাচ্ছি।

বরেন্দ্র। ও! আপনার কাল অতীত হয়েছে বুঝি?

কেদার। হ'ল বৈ কি। ইচ্ছা কর্লে'ই বাড়াতে পারি। এই ধর, যজ্ঞেশ্বরকে মেরে ছয়মাস, জেলারকে মেরে এক বৎসর মনে কর্‌লে দেড় বৎসর পুরিয়ে নিতে পারি। কিন্তু একবার বেরোতে হচ্ছে। বিশেষ দরকার।

তারপরে আবার আস্‌ছি। কোন ভয় নেই।

বরেন্দ্র। তবে বেরোচ্ছেন কেন?

কেদার। বিশেষ দরকার। গদাধর—হরিপদ—কিশোরী—গদাধর—হরিপদ—

বরেন্দ্র। সে কি?

কেদার। রোজ রোজ সকালে উঠে মুখস্থ করি। লোকে যেমন হরিনাম করে, আমি সেইরকম এদের নাম করি।

বরেন্দ্র। কেন?

কেদার। তুমি কি বুঝবে কেন? গদাধর—হরিপদ—কিশোরী। তোমার বাবা ভাল আছেন?

বরেন্দ্র। না, তাঁর শিরোরোগ হয়েছে।

কেদার। হয়েছে?—হবেই ত; Somnambulism থেকে শিরোরোগে—এক ধাপ। আমি এর ঔষধ জানি।

বরেন্দ্র। কি ঔষধ?

কেদার। হেঁ হেঁ—গদাধর—হরিপদ—কিশোরী।

বরেন্দ্র। আপনারও শিরোরোগ হয়েছে বোধ হচ্ছে।

কেদার। হয়েছে নাকি! গদাধর হরিপদ—এ্যাঁ—হয়েছে—কিশোরী, কিশোরী, কিশোরী।—তুমি বস, আমি আসি,—কোন চিন্তা নেই বাবাজী। শরীর—যা সওয়াও তাই সয়। পুত্রশোকও স'য়ে যায়—জেলখানা ত সামান্য ব্যাপার। এখানে কোন লজ্জা করো না—এ আপনার বাড়ী বলে মনে করো বাবাজী।

বরেন্দ্র। আশ্চর্য্য লোক যা হোক্।

কেদার। তারপর বাবাজী, যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে সুশীলার বিয়ে হয়নি ত?

বরেন্দ্র। না।

কেদার। বাঁচা গিয়েচে। আমার ঐ একটা বিশেষ ভাবনা ছিল। সুশীলার বিয়ের আর কোনও ভাবনা নেই। এবার রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিচ্ছি। গদাধর, হরিপদ, কিশোরী। কোন ভাবনা নেই—রাজপুত্রের সঙ্গে।

বরেন্দ্র। সে কি?

বেদার। এখন বল্‌ছি না, গদাধর, হরিপদ, কিশোরী। বাবাজী ! কোনও চিন্তা করো না, এখানে তোমার শরীর ভাল হবে। নিয়মিত আহার, নিয়মিত পরিশ্রম, গাঢ় নিদ্রা ; ডাক্তার দু'বেলা এসে দেখে যাচ্ছে। আমার শ্বশুরও একরকম যত্ন করেন নি কখন—এ জেলখানায় যে যত্ন যে আদর পেয়েছি। যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, ত—এই স্বর্গ।

বরেন্দ্র। সে কি কেদারবাবু !

কেদার। কেদার কাকা ব'ল্‌তে তোমার গলায় শূল-বেদনা ধরে বেটাচ্ছেলে ! —হয়ত খুব ভুল বল্লাম। কারণ, শূল-বেদনা শুনেছি, ধরে পেটে। তা যা হোক্ এখন থেকে আমায় কেদারবাবু বল্‌বি, ত দেবো চপেটাঘাত ! বলিস্ কাকাবাবু !

বরেন্দ্র। আচ্ছা, তাই না হয় বল্লাম। কিন্তু জেলখানা স্বর্গ কি বল্‌ছেন কাকাবাবু—

কেদার। স্বর্গ নয়।—তবে স্বর্গ কি রকম ? আমি জান্তে চাই বেটা ! যে, স্বর্গটা তবে কি রকম। নিয়মিত সময় আহার—যা বাড়ীতে আমি কখন পাই নি ; দু'বেলা ডাক্তার—আমার একবার মনে আছে, আমার জ্বর—প্রবল জ্বর—তিনদিনের দিন—যখন প্রবল কম্প দিয়ে জ্বর, সেইদিন ডাক্তার এলো। ভাগ্যিস্ নাড়ী ছিল, তাই বেঁচে উঠ্‌লাম। নৈলে তোমায় আর কাকাবাবু বলে ডাক্‌তে হ'ত না।

বরেন্দ্র। আর ঘানি ঘোরানো ?

কেদার। শরীর ভাল থাকে। আমি দেখেছি যে, কতকগুলো লোক ভোরে উঠে হেদোয় চারিদিকে চক্র দিচ্ছে, কিসের জন্য ?—না শরীর ভাল হবে। তার চেয়ে খানিক যদি ঘানির চারদিকে ঘুর্ত্ত, শরীরও ভাল হ'ত, উপরন্তু খানিক তেলও বেরোত।—কোন চিন্তা নেই বাবাজী। জেলখানা থেকে বেরোলে দেখ্‌বে যে, বাবাজী দস্তুরমত লাশ !—

বরেন্দ্র। বলেন কি কেদারবাবু।—

কেদার। চোপ্‌রাও !—বল্ কাকাবাবু।

বরেন্দ্র। বলেন কি কাকাবাবু !

কেদার। অবিকল। নিজেই দেখ্‌বি, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিস্।—ইংরেজের এই জেলখানা—স্বর্গ।

[জেলারের প্রবেশ]

জেলার। কেদার কে? আপনি বাইরে আসুন।

কেদার। তবে আমি চল্লাম বাবাজী, কোনও ভাবনা করো না। গদাধর, হরিপদ, কিশোরী।

[কেদারের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রাজপথ। কাল—পূর্ব্বাহ্ন

[মানদার প্রবেশ]

মানদা। জিজ্ঞেস করে করে ত এতদূর এলাম। শুন্‌লাম, এই দিকেই জেল। কিন্তু জেলে আমায় যেতে দেবে কেন? মনের দুঃখে বাড়ী থেকে বেরোলাম, এখন কি করি? দেখি মধুসূদন কি করেন।

[বিপরীত দিক্ হইতে কেদারের প্রবেশ]

কেদার। এ কি! বৌদিদি! এদিকে আপনি একলা কোথায় যাচ্ছেন?

মানদা। আমার বাছাকে দেখ্‌তে। এই দিকে জেলখানা না? বাছা আমার সেইখানে আছে, তাকে একবার দেখ্‌তে যাচ্ছি।

কেদার। আপনি স্ত্রীলোক—আপনি সেখানে কেমন করে যাবেন? সেখানে যেতে দেবে কেন? আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে; সে সেখানে বেশ আছে।

মানদা। (সাগ্রহে) দেখা হয়েছে? তাহলে বাছা আমার ভাল আছে?

কেদার। হাঁ, বেশ আছে। এখন চলুন বৌদিদি, আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছে রেখে আসি!

মানদা। আমি ত সেখানে আর যাব না।

কেদার। কি রকম?—কি চুপ করে রৈলেন যে? আর যাবেন না কি রকম?

মানদা। না, আমি যাব না।

কেদার। তবে কোথায় যাবেন?

মানদা। যেদিকে দু'টি চক্ষু যায়।

কেদার। দু'টি চক্ষু নানা দিকে যায়। অত দিকে যেতে পার্ব্বেন না। কোথায় যাবেন?

মানদা। চুলোয়।

কেদার। উঁহুঁ!—জায়গা সুবিধা নয়। তার চেয়ে বাড়ী ঢের ভাল।

মানদা। আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব। তার আগে বাছাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি।

কেদার। মানসিক বিকার। এর ঔষধ আমি জানি—গদাধর—হরিপদ—কিশোরী!

মানদা। সে কি?

কেদার। হুঁহুঁ! এখনও ভাবছি না। ঘরে চলুন, আমি এখনই খালাস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।

মানদা। আমি যাব না। আপনি যান।

কেদার। আপনি যান কি রকম? তা হচ্ছে না।

মানদা। আমি যাব না।

কেদার। কেন যাবেন না? আমায় বল্‌বেন না, আমি আপনার দেওর। স্বামীর ঘর, যাবেন না কেন?

মানদা। তিনি আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

কেদার। তাড়িয়ে দিয়েছেন! কে? দাদা?—বৌদিদি!—স্বপ্ন দেখেছেন; —অর্থাৎ কিনা—একটু ঝগড়া হয়েছিল। তা স্বামী-স্ত্রীতে এক সঙ্গে ঘর কর্ত্তে গেলে, ওরকম মাঝে মাঝে হয়।—ও হওয়া ভাল, নৈলে—সংসার ভয়ানক রকম একঘেয়ে ঠেকে!—বাড়ী চলুন—লক্ষ্মীটি আমার। স্বামীর ঘর!—

মানদা। আমি সেখানে যাব না।

কেদার। তবে কোথায় যাবেন, ঠিক করে বলুন না?

মানদা। বাপের বাড়ী যাব।

কেদার। (চিন্তা করিয়া) তা যান। আমার স্ত্রীও এই রকম মাঝে মাঝে —তা বেশ; রাগ পড়লে ফিরে আস্‌বেন এখন। চমৎকার এই বৌরা—এই একেবারে অগ্নিশর্ম্মা, এই একেবারে জল—বরফ। আচ্ছা—সঙ্গে যাচ্ছে কে?

মানদা। কেউ না।

কেদার। আচ্ছা, তবে আমি আপনাকে সেইখানেই রেখে আসি চলুন। যখনই ইচ্ছা হবে, আমার বাড়ীতে আস্‌বেন। আমার বাড়ী আপনার বাড়ী বলে মনে কর্ব্বেন।

[উভয়ের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উপেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা

উপেন্দ্র ও বিনোদিনী

বিনোদ। জ্যেঠামহাশয়! আমায় বাড়ী যেতে দেন। আমায় পাল্কী বেহারা আনিয়ে দেন। আমি বাড়ী যাব।

উপেন্দ্র। কেন ব্যস্ত হচ্ছ বিনোদ! তোমার কোন ভয় নেই।

বিনোদ। ঐ যে 'কোন ভয় নেই' এই কথা আপনি বলছেন, তাতেই আমার বেশী ভয় কর্চ্ছে। আপনার স্বর বিকৃত, আপনার চাহনি সঙ্কুচিত, আপনার ভঙ্গিমা অস্থির, আপনার মুখ কালীবর্ণ; আপনি ত দেখতে এ রকম ন'ন!

উপেন্দ্র। (জড়িতস্বরে) আমি বলছি—তোমার কোন ভয় নেই মা!

বিনোদ। ও কি। 'মা' কথা আপনার মুখে জড়িয়ে যাচ্ছে কেন!—আমায় পাল্কী বেহারা আনিয়ে দিন। বাবা—মারুন,—ধরুন, তাড়িয়ে দিন,--তবু বাবার বাড়ী--বাবার বাড়ী। পাল্কী বেহারা আনিয়ে দিন, নৈলে আমি হেঁটে চলে যাব।

উপেন্দ্র। তুমি দাঁড়াও, আমি পাল্কী বেহারা আনিয়ে দিচ্ছি।

বিনোদ। দাঁড়ান, আমি আপনার সঙ্গে যাব।

উপেন্দ্র। কেন?

বিনোদ। নৈলে কার কাছে থাক্‌ব? আপনি যা'ই হৌন, আমার জ্যেঠামহাশয় ত! যাই হৌন, আপনার লোক।

উপেন্দ্র। কেশব! মধুসূদন!

বিনোদ। না, না; আপনি শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ কর্ব্বেন না। আপনি যখনই সেই নাম করেন, তখনই বুঝি যে, কোন শয়তানী মতলব আপনার মনে জেগেছে। ও কি! কাঁপছেন যে?

উপেন্দ্র। পাল্কী বেহারা আন্তে দিই? [প্রস্থানোদ্যত]

বিনোদ। আমিও যাব!

উপেন্দ্র। সরে দাঁড়াও--

[প্রস্থান করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন]

বিনোদ। ও কি! বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ কর্লে'ন কেন? জ্যেঠামহাশয়! জ্যেঠামহাশয়! দরোজা খুলুন। জ্যেঠামহাশয়!

[দ্বার খুলিয়া যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ]

বিনোদ। (চমকিয়া পিছাইয়া) এ কে ?

যজ্ঞেশ্বর। (চমকিয়া পিছাইয়া) এ কে ?

বিনোদ। কে আপনি ?

যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর ;—তার চেয়েও সুন্দরী, মন্দ কি ?

বিনোদ। আপনি এখানে কেন ?

যজ্ঞেশ্বর। এখনই জান্‌তে পার্ব্বে। তোমার ভগ্নী কোথায় ? ভেবেছিলাম, তাঁর দেখা পাব।

বিনোদ। ভেবেছিলেন তাঁর দেখা পাবেন !

যজ্ঞেশ্বর। তা এই বা মন্দ কি ? তুমি তার চেয়ে সুন্দরী, আরও, বিধবা। এস।

বিনোদ। কোথায় ?

যজ্ঞেশ্বর। কাঁপছ কেন ? এস, বাহিরে গাড়ী প্রস্তুত, সুখে রাখ্‌ব। কি ! মুখ ফাঁক করে' দাঁড়িয়ে রৈলে যে ?—এস (হাত ধরিলেন)

বিনোদ। স্পর্দ্ধা ! হাত ছাড়ুন।

[হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্বারে গিয়া ধাক্কা দিল]

জ্যেঠামহাশয় ! জ্যেঠামহাশয় !

যজ্ঞেশ্বর। ডাক্‌ছো কাকে ? খড়্গ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছোরায় গলা বাড়িয়ে দিচ্ছ ? বন থেকে পালিয়ে—চোরাবালিতে পা বাড়িয়ে দিচ্ছ ? তোমার জ্যেঠামহাশয় আর আমি সন্ধি করেছি ; তিনি এসব জানেন।

বিনোদ। তিনি জানেন !

যজ্ঞেশ্বর। নৈলে কি সাহসে তাঁরই বাড়ীতে, তাঁরই ভাইঝির গায়ে আমি হাত দিই ! তিনি শুধু জানেন না, তিনি এ'র মধ্যে আছেন। তিনিই এ সুরার পাত্র আমার অধরে ধরেছেন।

বিনোদ। মিথ্যা কথা !

যজ্ঞেশ্বর। অসম্ভব মনে কচ্ছ ? পুরুষ কতদূর পাষণ্ড হতে পারে তা জান না। আমরা টাকার জন্য হত্যা কর্ত্তে পারি; কামের জন্য ফতুর হ'তে পারি।

কি ! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ যে ! কি দেখছ ?

বিনোদ। নরক ।

যজ্ঞেশ্বর। এস।

বিনোদ। আর বাধা দিব না, চলুন।

যজ্ঞেশ্বর। এই ত, এস !

[হাত ধরিলেন, পরে বিনোদকে জড়াইয়া ধরিলেন,
বিনোদ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন]

যজ্ঞেশ্বর। এ কি রকম !—না ; বুঝতে পাচ্ছি ; বাপের ভাই—পিতৃস্বরূপ—ধারণা কর্ত্তে পারে নি বেচারী। কিন্তু রূপেয়াকো খেল দেখো বাবাজী--দুনিয়া উল্টে দিতে পারে—রক্তের সম্বন্ধ ত ছার্। আর রূপেয়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর এই কামিনী। (বিনোদকে দেখিতে দেখিতে) রমণী কাম্য বটে !—সব রিপুর চেয়ে প্রবল—এই কাম। ঝড়ের চেয়েও প্রবল, অগ্নির চেয়েও জ্বালাময়, বজ্রের চেয়েও দ্রুত, মড়কের চেয়েও নির্ম্মম—এই রিপু কাম। হিংসার চেয়ে অন্ধ, লোভের চেয়ে অতৃপ্ত, ক্রোধের চেয়ে রক্তবর্ণ, মদের চেয়েও বিশৃঙ্খল—এই রিপু কাম। যার স্পর্শে ট্রয়ের ধ্বংস, যার জন্য সুন্দ উপসুন্দের অপমৃত্যু, যার জন্য বিশ্বামিত্রের পতন, যার জন্য অহল্যার সর্ব্বনাশ, যার কটাক্ষে আণ্টোনিওর অধোগতি, যার স্পর্শে লঙ্কার বংশলোপ। কি আশ্চর্য্য ! এ কথা মানুষ জেনে শুনে—একবার চিন্তা করে না। রমণী কাম্য বটে ! এ কোমল মাংসপিণ্ডের জন্য আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি ; তবু লোকসান বোধ হচ্ছে না। পূর্ণ উদর, নির্ল্লজ্জতা, আর যুবতী, যদি এক সঙ্গে হয় ত হৃদয়ের নরক থেকে শয়তানের দল লাফিয়ে ওঠে। ঐ যে জাগ্‌ছে, জ্ঞান হ'য়েছে, চারদিকে চাইছে। কি সুন্দর ! কেয়াবাৎ।

বিনোদ। (উঠিয়া) কোথায় আমি ?—কে আপনি ?—ওঃ—তাইত !—এ ত স্বপ্ন নয় !—কি ভয়ঙ্কর !

যজ্ঞেশ্বর। সুন্দরী !

বিনোদ। নরক। নরক !—ওঃ !

যজ্ঞেশ্বর। সুন্দরী ! (হাত ধরিলেন)

বিনোদ। রক্ষা কর—রক্ষা কর।—(দ্বারে আঘাত)

যজ্ঞেশ্বর। ডাক্‌ছ কা'কে? বাড়ীতে কেউ নেই। একা তুমি আর আমি।

বিনোদ। কি ভয়ানক!

যজ্ঞেশ্বর। এস সুন্দরী!—তোমার উপর আমি কোন অত্যাচার কর্ব্ব না। তোমায় আমি ভালবাসি।

বিনোদ। হাঁ, বাঘ যেমন ভেড়া ভালবাসে, সর্প যেমন ভেক ভালবাসে। আমায় ভালবাস্‌বেন না। আমায় ঘৃণা করুন—ঘৃণা করুন! দোহাই।

যজ্ঞেশ্বর। বাইরে গাড়ী প্রস্তুত, এস।

বিনোদ। আমায় ছেড়ে দিন!

যজ্ঞেশ্বর। তোমায় সুখে রাখ্‌ব।

বিনোদ। ছেড়ে দিন! (পদধারণ)

যজ্ঞেশ্বর। তা কি পারি সুন্দরী? আমি প্রবাসে চলেছি, তোমায় নিয়ে যাব।

বিনোদ। ছাড়বেন না?

যজ্ঞেশ্বর। না, আমার প্রতিজ্ঞা।

বিনোদ। কি মহৎ প্রতিজ্ঞা। তবে আমারও প্রতিজ্ঞা শুনুন। আমি প্রাণ দিব, মান দিব না।

যজ্ঞেশ্বর। এ কি! আবার উল্টো গাইতে সুরু কর্লে?—এস।

বিনোদ। কে আছ?—রক্ষা কর!

যজ্ঞেশ্বর। কেউ নেই। দেখ, আর বাড়াবাড়ি করো না,—এস! (ঘাড়ে হাত দিলেন)

বিনোদ। সরে যাও—

[ধাক্কা দিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন]

যজ্ঞেশ্বর। ও!—তবে নিতান্তই—(ছোরা বাহির করিলেন) দেখছো?

বিনোদ। দাও,—বুকে বসিয়ে দাও।

যজ্ঞেশ্বর। না, তা কর্লে চলছে না। তা ত কর্ত্তে আসিনি। (ছোরা পূর্ব্ববৎ রাখিলেন) আমার দেহের বলই যথেষ্ট। এস—

[দৃঢ় মুষ্টিতে হস্ত ধরিলেন]

বিনোদ। কেউ এল না? শুনেছি, পড়েছি,—বিপৎকালে কেউ যদি না আসে, আকাশ থেকে দেবতারা এসে নারীর ধর্ম্মরক্ষা করে। আমায় সবাই পরিত্যাগ করেছে; আমার কেউ নেই।

যজ্ঞেশ্বর। কেন, আমি আছি।

বিনোদ। (সহসা) হাঁ, তুমি আছ। আর ভয় নেই, তুমি আছ। আমি তোমার পাশব প্রবৃত্তির বিপক্ষে—তোমারই মহৎ প্রবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছি। আমার প্রাণ নাও---মান রাখ—আমি তোমারই অত্যাচারের বিপক্ষে --তোমারই ধর্ম্মের মনুষ্যত্বের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা কচ্ছি। প্রাণ নাও, ---মান রাখ। তোমার বিপক্ষে, তুমি এসে আমার সহায় হও!

যজ্ঞেশ্বর। আমি!

বিনোদ। হাঁ তুমি।---আজ তোমারই মহত্ত্বের দুর্গে আমি আশ্রয় নিলাম। দেখি কেমন করে তুমি আমাকে তাড়াও। পরাজিত, প্রতারিত পরম শত্রুর পাষাণ দুর্গে আশ্রয় নেয়; সে দুর্গও যখন ভেঙে পড়ে, পলাতক নিবিড় অরণ্যে গিয়ে লুকায়; সে অরণ্যও যখন তাকে রক্ষা কর্ত্তে পারে না,—মাতার বক্ষ থেকে টেনে এনে, বিজয়ী যখন শত্রুর বক্ষে প্রতিহিংসার ছুরি বসাতে চায়, তখন তার শেষ আশ্রয়—তখন তার শেষ দুর্গ---বিজয়ীর মনুষ্যত্ব। নতজানু হয়ে, অশ্রুসিক্ত চক্ষে, ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে যখন সেই বন্দী বিজয়ীর ক্ষমা ভিক্ষা করে, তখন সম্মুখীন বিজয়ীর হস্ত থেকে ছোরা আপনি খসে পড়ে যায়; তার রক্তবর্ণ চক্ষু জলে ভরে আসে, তার চক্ষে নরকের জ্বালা নিভে যায়; তার সাধ্য কি যে, আর সে বন্দীর কেশাগ্র স্পর্শ করে। সেই দুর্গে (বসিয়া করযোড়ে) আমি আশ্রয় নিচ্ছি। লৌহদুর্গের চেয়ে দৃঢ়, তীর্থের চেয়ে পবিত্র, মর্ত্ত্যে স্বর্গ---দুর্গের রাজা---এই দুর্গে, তোমার মনুষ্য-হৃদয়ে, আমি আশ্রয় নিচ্ছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা কর।

যজ্ঞেশ্বর। না, না। তোমার কোন ভয় নাই মা! আমি যাই হই---মানুষ ত। এত উচ্চে তুমি? চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি। মা! আমায় পায়ের ধূলা দাও;—আমায় ক্ষমা কর মা!

* * *

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সদানন্দের গৃহ। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

সদানন্দ ও বিনয়

সদানন্দ। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

বিনয়। হাঁ বাবা!

সদানন্দ। নিজের স্ত্রীকে চোর বলে! Somnambulism থেকে insanity এক ধাপ। সুশীলাও গিয়েছে?

বিনয়। হাঁ বাবা! তার মা, তাকে বলে যান নাই। সুশীলা যখন জান্তে পার্লে যে, তার বাপ তার মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তখন রাগে তার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। তারপরই তার বাপকে ব'ল্লে, 'আমিও আসি বাবা!'

সদানন্দ। দেবেন্দ্র কি বল্লে?

বিনয়। কথা কৈলেন না।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য বালিকা এই সুশীলা! এত অবাধ্য! ইংরাজী শিক্ষার ফল।

বিনয়। শিক্ষিতা হলেই কি নারী অবাধ্য হয়?

সদানন্দ। দেখ্‌ছি ত।

বিনয়। বিলাতের মহিলারা ত—

সদানন্দ। বিলাতের কথা ধ'রো না বিনয়! তারা পাঁচশত বৎসর ধ'রে শিক্ষা পেয়ে আস্‌ছে; শিক্ষাই যেন তাদের স্বাভাবিক অবস্থা। সকলেই দেখ্‌ছে যে, অন্য সকলেই শিক্ষিতা। কারও গর্ব্ব কর্ব্বার কারণ বিশেষ কিছু নেই। তারা তাই শিক্ষিতা হ'য়েও নম্র। এখানে বি-এ, পাশ কর্লেই মেয়েদের অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না।

বিনয়। আপনি কি সুশীলার নিন্দা কর্চ্ছেন?

সদানন্দ। একটু কচ্ছি বৈ কি বাবা! গুরুজনে ভক্তি একটা স্বতঃসিদ্ধ গুণ। যে মেয়ে বাপ-মায়ের কথা শোনে না,—তার ভবিষ্যৎ শুভ নয়।

বিনয়। আমাদের দেশেও কি এ রকম বাপের অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে হয় নি?

সদানন্দ। কে?

বিনয়। সতীশিরোমণি সাবিত্রী।—আজও ঘরে ঘরে হিন্দু সতী যার ব্রত করেন।

সদানন্দ। সাবিত্রীর অবাধ্যতার ফলভোগ তিনি ক'রেছিলেন। তিনি বর্ষান্তেই বিধবা হ'য়েছিলেন। তবে তাঁর চরিত্রবলে সে বিপদ পায়ে দ'লে চ'লে গিয়েছিলেন। এঁরা সাবিত্রীর অবাধ্যতাটুকু নিয়েছেন—চরিত্রবলটুকু পান নাই।

বিনয়। তার কিছু প্রমাণ আছে কি?

সদানন্দ। তুমি কি বিবেচনা কর?

বিনয়। আমি বিবেচনা করি যে, সুশীলার সে চরিত্রবল আছে। (সদানন্দ হাসিলেন; পরে কহিলেন)—দেখা যাক্। তার মা কোথায় গিয়েছেন কিছু জান?

বিনয়। কেউ জানে না কোথায়?

সদানন্দ। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেবেন্দ্র আমার সঙ্গে আর কোন বিষয়ে পরামর্শও করে না। আমায় যেন ভয় করে—দেখ্‌লে বিরক্ত হয়, তবু একবার যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাস্তা। কাল—শীতের প্রভাত

হরি, বিনোদ, শঙ্কর, নবীন

গীত

এবার হ'য়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজিহে।
এখন, করি দিবারাতি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম) প্রেম-সুধারসে মজিছে।
আর, মুরগী খাই না, কেননা পাই না;
(তাতে) হয় যদি বিনা খরচেই—
আহা! জানত আমার স্বভাব উদার
(তাতে) গোপনে নাইক অরুচি।

এখন, ঘোষের নিকট, বোসের নিকট
(হিন্দু) ধর্ম্মশাস্ত্র শিখি গো।
আমি জীবনের সার করেছি আমার
(আহা) ফোঁটা মালা আর টিকি গো!
আহা! কি মধুর টিকি, আর্য্য ঋষি কি
(এই) বানিয়ে ছিলেনই কল গো!
সে যে, আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে,
(দেয়)—চতুর্ব্বর্গ ফল গো!
আহা! এমন কর্ম্ম, এমন নম্র,
(আছে) গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে।
অথচ, সব একদম করিছে হজম,
(এমনি) বিষম হজমি গুলি এ।
ল'য়ে, ভিক্ষার ঝুলি, নির্ভয়ে তুলি
(ওগো) ধর্ম্মের নামে চাঁদা গো।
দেয় হরিনাম শুনে টাকা হাতে গুণে,
(আছে) এখনও বহুত গাধা গো!
তবে, মিছে কেন গোল, বল হরিবোল
(আর) রবেনাক ভব ভাবনা!
দেখ, হরির কৃপায় দশজনে খায়
(তবে) আমরাই কেন খাব না?

হরি। ওহে! আমাদের প্রভুর যে আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না!

বিনোদ। তাই ত। ব্যাপারখানাটা কি?

শঙ্কর। প্রভুর অবস্থাটা একটু বেতর ঠেক্‌ছে।

নবীন। প্রভু হে! ভক্তকে ছেড়ে কোথায় গেলে?

হরি। আহা! নবীনের চক্ষে জলের ধারা ব'য়ে যাচ্ছে!

নবীন। প্রভু আমাকে একটা চাকরী ক'রে দেবেন বলেছিলেন যে।—প্রভু হে!

হরি। আহা! বেচারী।

বিনোদ। একেবারে হতাশ হ'য়ো না নবীন।

নবীন। না, এবার প্রভুকে রাস্তায় একবার পেলে হয়।

শঙ্কর। কেন কি কর্ব্বে?

নবীন। দু'ঘা দিয়ে দেব।

হরি। কেন হে!

নবীন। অতটা খোসামোদ, বৃথায় গেল!

বিনোদ। আহা ব্যস্ত হও কেন?—প্রভু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ব্বেনই।

শঙ্কর। হাঁ—প্রভুর লীলা কে বুঝ্‌তে পারে?

[হাস্য করিতে করিতে কেদারের প্রবেশ]

কেদার। হাঃ, হাঃ, হাঃ!

বিনোদ। কি কেদারবাবু হাস্‌ছেন যে?

কেদার। চোপ্‌রও!—হাস্‌তে দাও।—হাঃ, হাঃ, হাঃ!

শঙ্কর। হ'য়েছে কি কেদারবাবু!

কেদার। বাবা! বাধা দিও না বল্‌ছি!—সরকারি রাস্তা। হাস্‌তে দাও। হিঃ, হিঃ, হিঃ!

নবীন। কিন্তু এ রকম—

কেদার। চোপ্‌রও—টিকটিকির লেজ—ছারপোকার বাচ্চা, গুব্‌রে পোকার ডিম!—না বাবা, কেন সেধে এসে নিছক গালগালি খাও? আমি গালাগালি দেব না ঠিক ক'রেছি! কিন্তু তোদের দেখ্‌লে, গালাগালি না দিয়ে থাক্‌তে পারি না।

নবীন। কিন্তু কেদার বাবু। আমাদের মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে।

কেদার। হয়েছে না কি! তোমাদের—আবার মত, তার আবার পরিবর্ত্তন! যাও, বিরক্ত করো না বল্‌ছি।—হাঃ, হাঃ, হাঃ! এবার জেলে দিচ্ছি। চাঁদ জেলে চল্লেন। আরে ধিন্‌তা ধিনা, ত্রেকেট তিনা, ওরে ধিনিতা, ধিনা তিরিতিটি তিনা (নৃত্য)।

বিনোদ। ও কি কেদারবাবু! নাচ্‌চেন যে।

কেদার। ওরে ধিন্‌তা ধিনা—ওরে ত্রেকেট্‌ তিনা। চাঁদ এবার জেলে চলেছেন—ওরে—

শঙ্কর। কে জেলে চলেছেন?

কেদার। কে আবার!—ঐ বেটা আস্থ্‌'লোর ঠ্যাং, কাঁটালের ভুতুড়ি, ঐ নরাধম গর্ভস্রাব—ঐ! আবার গালাগালি দিয়ে ফেল্লাম। কেদার! ভদ্র হও। গালাগালি দিও না। ভদ্র ভাষায় কথা কও।—বাপুগণ! জেলে চল্লেন শ্রীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বরাবরেষু---জেলে যাচ্ছেন।

নবীন। জেলে!

কেদার। হাঁ, হাঁ, জেলে, জেলে; গারদে, কারাগারে। তাতে যদি জায়গাটার মাহাত্ম্য বাড়ে। বেটা---হাঃ, হাঃ, হাঃ!

নবীন। কি! কি! কি!

কেদার। না, এখন ব'ল্‌ব না---কিন্তু জেলে যাবার আগে বেটাকে নিজের হাতে দু'ঘা দিয়ে দিতে পার্ল'ম না, কেবল এই দুঃখ হ'চ্ছে। উঃ! বড় দুঃখ, অত্যন্ত পরিতাপ হচ্ছে! বড় কষ্ট পাচ্ছি কিন্তু এদিকে বড় মজা!---হাঃ, হাঃ, হাঃ---

নবীন। কি মজা?

কেদার। ওঃ।---বলেই ফেলি—কিন্তু ব'ল্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছে যে!

বিনোদ। কে?

কেদার। এই ব'লেই ফেলি; না ব'লবো না।—শোন তবে---এবার হাতে হাতে প্রমাণ---এই, আর একটু হ'লেই ব'লে ফেলেছিলাম আর কি।

শঙ্কর। তা বল্লেনই বা!

কেদার। তাও ত বটে, বল্লামই বা। এবার চাঁদ টের পাবেন। শেষে কিনা বেটা যজ্ঞেশ্বর---এই! ব'লে ফেল্লাম বুঝি। না, বলব না।---কখন ব'লব না।

শঙ্কর। কেন?

কেদার। কিন্তু চেপে রাখ্‌তেও যে পাচ্ছিনা!

বিনোদ। বলুনই না।

কেদার। ওঃ! সে ভারি মজা! হাঃ, হাঃ, হাঃ—যজ্ঞেশ্বর! ওঃ! কি মজাই।—আলমারির ভিতর।—ওঃ! হোঃ, হোঃ, হোঃ,—ও বাপ্‌রে! কি মজাই হবে।

নবীন। হবে না কি?

কেদার। ব'লেই ফেলি। ওরে বাবারে! কথাটা ঠেলে উঠ্‌ছে; আর চেপে ধ'রে রাখতে পাচ্ছি না। ওরে বাবারে। গেলাম রে! কি মজাই হবে।

সকলে। কি—কি—কি হবে?

কেদার। ও। হুঃ, হুঃ, হুঃ। ক্ষিঃ, ক্ষিঃ, ক্ষিঃ,।—এ ত ভারি মুস্কিল হ'লো। কথাটা কি জান? সাক্ষী সব মজুত, আলমারির ভিতর—হাঃ, হাঃ, হাঃ, হোঃ, হোঃ ও বাবা। আর পারিনে।

হরি। বলি ব্যাপারখানাটা কি?

কেদার। ব'লেই ফেলি, কথাটা হচ্ছে,—বারণ ক'রে দিয়েছে যে।

শঙ্কর। তা দিলেই বা।

কেদার। এবার চাঁদ জেলে—এই, ব'লে ফেলেছিলাম আর কি।

হরি। বলেই ফেলুন না।

কেদার। না, পালাই; নইলে নিশ্চয়ই ব'লে ফেল্‌ব।—ফেলি ব'লে—এবার চাঁদ—ও বাবা। (পলায়ন)

নবীন। পাগল নাকি?

হরি। না হে, লোক ভাল।

বিনোদ। জেল খেটেছে কি না।

শঙ্কর। হবে না? চাঁদ।

নবীন। কিন্তু প্রভু—

হরি। দুত্তর প্রভু—আর ভাল লাগে না, স'রে পড়—

বিনোদ। দুঘা না দিয়ে?

শঙ্কর। সেটা ভাল হয় না; দু'ঘা না দিয়ে সরে পড়াটা ভাল দেখায় না।

হরি। তবে তাই করা যাক্। চল, চল।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—খেয়া ঘাট। কাল—সন্ধ্যা

সুশীলা ও বিনোদিনী

বিনোদ। ঘর ছেড়ে এসেছ! ক'রেছ কি!

সুশীলা। আমার ঘর নাই, আমি নিরাশ্রয়।

বিনোদ। কোথায় যাবে?

সুশীলা। জানি না।

বিনোদ। ফিরে এস।

সুশীলা। কোথায়?

বিনোদ। পিতৃগৃহে চল।

সুশীলা। সেখানে আমার স্থান নাই।

বিনোদ। কেন? তিনি পিতা।

সুশীলা। যিনি আমার মাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর বাড়ী আমি ---মেয়ে আমি যাব। তাঁর বা দোষ কি? পুরুষজাতির হস্তে নারীজাতির লাঞ্ছনা সেই মান্ধাতার আমল থেকে পুরুষপরম্পরায় চ'লে আস্‌ছে। আবার দোষ কি?

বিনোদ। সে কি বোন্ তাঁরাই ত আমাদের খেতে পর্‌তে দেন।

সুশীলা। অনুগ্রহ; চারটি খেতে দেন,---তাই এত অহঙ্কার! এই জাতির দুয়ারে দু'টি অন্নমুষ্টির ভিখারিণী হ'য়ে—নারীর থাকা---লজ্জাও নাই।

বিনোদ। ও রকম কি করে বোন?----ছিঃ। চল বাড়ী ফিরে চল। তোমায় খুঁজ্‌তে চারিদিকে লোক ছুটেছে। দেখ দেখি, আমি পর্য্যন্ত তোমার পিছু পিছু ছুটে এসেছি।

সুশীলা। এলে কেন?

বিনোদ। তোমায় বোঝাতে। বিনয়ের কাছে খবর পেলাম যে, তুমি এখানে; তাই বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছি। আমি তোমার বোন্, আমার কথাটা শোন---বাড়ী ফিরে চল; মেয়েমানুষের অত উদ্ধত হওয়া শোভা পায় না; সে দুর্ব্বল, সে অজ্ঞান—

সুশীলা। তাই পুরুষ তাকে পদাঘাত কর্ব্বে।---এতদূর আস্পর্দ্ধা। আমি দেখাচ্ছি, যে মেয়েমানুষও মানুষ। দু'বেলা দু'টো ভাতের কাঙাল হ'য়ে---পুরুষের দুয়ারেতে প'ড়ে থাকার কোন প্রয়োজন নাই।

বিনোদ। তুমি ছেলেবেলায় ত এরকম ছিলে না। পিতা গুরুজন; শাস্ত্রে আছে শুনেছি যে, পিতা প্রীত হ'লে সর্ব্বদেবতা প্রীত হন।

সুশীলা। শাস্ত্রের বচন মানি না।---তোমায় একশ'বার বলেছি। আমি পিতাকে ভক্তি করি, সে প্রবৃত্তি স্বভাবজ। কিন্তু তিনিও যদি লাথি মেরে কন্যাকে তাড়িয়ে দেন, কন্যার মাকে হত্যা করেন, ত কন্যারও একটা আত্ম-মর্য্যাদা আছে, মনুষ্যত্ব আছে।

বিনোদ। এ যে সব সাহেবী কারখানা। পিতা যাই করুন, তিনি পিতা---শ্রদ্ধেয়।

সুশীলা। আমি তাঁকে অশ্রদ্ধা করি নাই। তিনি লাথি মেরেছেন, আমি নীরব হ'য়ে সহ্য ক'রেছি। কিন্তু মায়ের হত্যা ক্ষমা ক'র্ব্ব না। আর তাঁর আপদ, তাঁর অভিশাপ, তাঁর গলগ্রহ হ'য়ে---তাঁর বাড়ীতে থাক্‌তে চাই না।

বিনোদ। তাঁর দরকার নাই। বিনয়কে বিবাহ কর।

সুশীলা। না।

বিনোদ। কেন?

সুশীলা। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্ত্তে চাই না।

বিনোদ। বিবাহ কর্ব্বে না?

সুশীলা। না।

বিনোদ। কি কর্ব্বে?

সুশীলা। ব্রহ্মচর্য্য---

বিনোদ। পার্ব্বে?

সুশীলা। কেন পার্ব্ব না? তুমি পার, আমি পারি না?

বিনোদ। কিন্তু সমাজ---

সুশীলা। সমাজ হিংস্র পশু---তার বিধান মানি না।

বিনোদ। মান না মান, বিবাহ কর না কর---ঘরে ফিরে চল।

সুশীলা। না। দিদি! আমায় তুমি বেশ জান। আমি নিজের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ধারণা অনুসারে কাজ ক'রে যাই; কাউকে মানি না।

বিনোদ। ঘরে ফিরে যাবে না?

সুশীলা। না। যে ঘরে আমার মাতার স্থান নাই, সেখানে তাঁর কন্যারও স্থান নাই। তুমি ফিরে যাও—চারটি খাও আর সুখে জীবন ধারণ কর—আমি পার্ব্ব না।

বিনোদ। তবে আর কি ক'র্ব্ব বোন, বিনয় বোঝালে হয় ত বুঝতে—

[সুশীলা ব্যঙ্গহাস্য করিলেন]

বিনোদ। তা বিনয় একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কর্ত্তে অস্বীকৃত।—আমায় এখানে রেখে সে একা নদীর ধারে বেড়াতে গেল। তুমি তোমার রুক্ষ ব্যবহারে তাকে এত চটিয়েছ।

সুশীলা। সব অপরাধ আমার। ব'লে যাও।

বিনোদ। তুমি বাড়ী ফিরে যাবে না?

সুশীলা। না।

বিনোদ। আপাততঃ কোথায় যাবে?

সুশীলা। চুলোয়—

বিনোদ। তা আমায় ব'ল্‌তেও কি তোমার বাধা আছে। (গদ্‌গদস্বরে) সুশীলা, বোন! তুমি উত্তেজিত হ'য়েছ, নৈলে আমার প্রতি তুমি এত রূঢ় হতে পার্ত্তে না। তিনি, হয়ত আত্মহত্যা ক'রেছেন, তিনি আমারও মা ছিলেন—কিন্তু বাবার মাথা খারাপ হয়েছে! আর সহ্য কর্ত্তেই নারীজন্ম। এ ঈশ্বরের বিধান, মাথা পেতে নাও।

সুশীলা। নিতাম, কিন্তু ঈশ্বর যদি নারীকে দুর্ব্বল ক'রে গ'ড়ে থাকেন,—তিনিই আবার পুরুষের হৃদয়ে দুর্ব্বলের জন্য ব্যথা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শুদ্ধ পশুর মত হাত পা দিয়ে গড়েন নি; তাকে বিবেক দিয়েছেন—মানুষত্ব দিয়েছেন। নারীজাতি দুর্ব্বল ব'লে, যে জাতি তাকে কেবল নিজের বিলাসের, সুবিধার, প্রয়োজনের জিনিসমাত্র বিবেচনা করে কিংবা তাকে জাতির একটা আপদ্ বিবেচনা করে, সে জাতিকে জগতে চিরদিন মাথা গুজে থাক্‌তে হবে।

বিনোদ। কিন্তু—

সুশীলা। যাও দিদি! আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। স্বচ্ছন্দে ঘরে ফিরে যাও, আমি আপনাকে আপনি রক্ষা কর্ত্তে পারি। এই দেখ,—

[Revolver দেখাইলেন। বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন]

সুশীলা। যাও দিদি! বাবাকে ব'লো, আমি তাঁর অবাধ্য মেয়ে। আমায় যেন তিনি ক্ষমা করেন। কিন্তু যখন আমার ঠাকুর্দ্দা ইংরাজী শিক্ষা দিয়েছিলেন, মিল্‌টন, শেলি পড়িয়েছিলেন,—তখন অনুরূপ প্রত্যাশা করাই তাঁর ভ্রম।

বিনোদ। তবে আসি; কিন্তু আমার কাছে এ বড় খারাপ —বড় বেখাপ ঠেকছে—কি করি?

[চিন্তিতভাবে প্রস্থান]

সুশীলা। বাড়ী ফিরে যাবো না। পুরুষের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না; —তা যাই হোক।

[প্রস্থান]

[দস্যুদিগের প্রবেশ]

১ দস্যু। আর ব্যবসা চলে না।

২ দস্যু। ছেড়ে দিতে হয়।

৩ দস্যু। আগে নির্ব্বিঘ্নে, নির্ভয়ে, আগে খবর পাঠিয়ে দিয়ে করা যেত; এখন—

৪ দস্যু। এখন বাঁয়ে পুলিশ, ডাইনে পুলিশ, ব্যবসা চলে?

সর্দ্দার। ছেড়ে দাও।

২ দস্যু। মাথার উপর খাঁড়া ঝুল্‌ছে, আর পেছনে ফাঁস তৈরী—গলার উপর চেপে পড়লেই হ'ল। এতে কি ডাকাতি চলে?

৩ দস্যু। জাত গেল—পেট ভর্‌লো না।

১ দস্যু। এই একমাস ধ'রে সহরে ঘুর্চ্ছি ফির্চ্ছি। কিছু ক'র্ত্তে পাচ্ছি না; ব্যবসা মাটি।

সর্দ্দার। ছেড়ে দাও।

১ দস্যু। ছেড়ে দিয়ে ক'র্ব্বই বা কি?

সর্দ্দার। চাষ।

৩ দস্যু। শেষে চাষ! বল কি সর্দ্দার?

২ দস্যু। ডাকাতের জমকাল ব্যবসা ছেড়ে--গুণ্ডাগিরি ধরেছি---অপমানের চূড়ান্ত; তার উপরে চাষ?

সর্দ্দার। নৈলে পুলিশ শীঘ্রই তোমাদের চ'ষে ফেল্‌বে, কোন ভাবনা নেই।

১ দস্যু। ঐ একটা মেয়েমানুষ না?

২ দস্যু। হাঁ ভদ্রঘরের বোধ হ'চ্ছে।

৩ দস্যু। কিন্তু একা!

৪ দস্যু। গায়ে গহনা।

সকলে। সর্দ্দার লুট।

সর্দ্দার। আমি পালাই।

১ দস্যু। পালাবে কি! মেয়েমানুষ দেখে!

সর্দ্দার। কি জানি ভাই, ঐ মুখখানি দেখলে, আমার হাত থেকে ছোরা খুলে পড়ে। আমি পালাই।

২ দস্যু। তুমি নৈলে কি চলে?

সর্দ্দার। বেশ চলে।

৩ দস্যু। এস সর্দ্দার! শিকার পেয়ে---তারপরে---চল সর্দ্দার।

সর্দ্দার। না মেয়েমানুষ লুঠতে যাব না।

৪দস্যু। চ'লে এস।

[সর্দ্দারের হাত ধরিল]

সর্দ্দার। ভয়ে কিন্তু, আমি চোখ বুজে থাকব দেখব না; কান এ'টে থাক্‌ব, তার কথা শুনব না। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতে পার্ব্ব না; সে কাজ তোদের কর্ত্তে হবে।

৪ দস্যু। আচ্ছা বেশ। তুমি মেয়েমানুষের অধম!

সর্দ্দার। কি জানি ভাই। বিশ পঁচিশ জোয়ানের গলায় ছুরি বসিয়েছি; নাড়িভুঁড়ি বের ক'রে দিয়েছি; ঠায় চেয়ে তার যন্ত্রণা দেখেছি; কান পেতে তার কান্না শুনেছি। কিন্তু মেয়েমানুষ---ভগবান লোহার চেয়ে শক্ত জিনিস দিয়ে তাদের নরম শরীরখানি গড়েছেন---ছুরি বসে না, হাত থেকে লাঠি প'ড়ে যায়।

৩ দস্যু। কি। থেমে গেলে যে? চেঁচিয়ে কাঁদ।

সর্দ্দার। ইচ্ছে করে কাঁদি; পারি নে। তারে লাথি মেরেছিলাম, তাই সে ম'রে যায়। তারপর আর কথা কৈল না, চেঁচালো না; আমার পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌ল---পরে চোখ বুঝলো---মরে গেল।

২ দস্যু। ওর বৌ মরা থেকে ও ঐ রকম হ'য়েছে; নৈলে আগে খুব তেজ ছিল।

১ দস্যু। চল, চল, শীকার ফস্কায় বুঝি---আর দেরী করিস্‌নে।

[নিষ্ক্রান্ত]

(সুশীলা নেপথ্যে)। রক্ষা কর, রক্ষা কর---

[কোলাহল। পরে সুশীলাকে ধরিয়া দস্যুদিগের প্রবেশ]

সুশীলা। কে তোমরা?

সর্দ্দার। তা জেনে লাভ কি মা!

সুশীলা। তোমরা ডাকাত?

সর্দ্দার। ঠিক ধ'রেছ।

সুশীলা। এই নাও --আমার যা আছে। আমায় ছেড়ে দাও।

[বলয় খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন]

সর্দ্দার। না, খুল না, খুল না; অঙ্গের আভরণ খুল না। (বলয় কুড়াইয়া দিলেন) সঙ্গে টাকা থাকে ত দাও।

সুশীলা। এই নাও।

[নোট দিলেন]

সর্দ্দার। তবে ছেড়ে দাও।

১ দস্যু। সে কি! আরও আছে?

সুশীলা। আর নাই।

২ দস্যু। মাইরি! সোনার চাঁদ!—দেখি—

[অঞ্চল ধরিয়া টানিল]

সর্দ্দার। ওকি! ছেড়ে দাও—যেতে দাও।

৩ দস্যু। খুঁজে দেখ—আর কিছু আছে কি না।

সুশীলা। আর কিছুই নাই। ভগবান সাক্ষী।

[সর্দ্দার পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল]

সুশীলা। ছেড়ে দাও ; রক্ষা কর—

৪ দস্যু। দিচ্ছি (ধরিল)।

সুশীলা। রক্ষা কর, রক্ষা কর—

[সর্দ্দারের পদতলে পড়িল]

সর্দ্দার। (ফিরিয়া) ছেড়ে দাও। নৈলে এই ছুরি—

[ছুরি তুলিল]

দস্যুগণ। খবর্দ্দার।

সুশীলা। রক্ষা কর, রক্ষা কর।

[বিনয়ের প্রবেশ]

বিনয়। হুঁসিয়ার—

সর্দ্দার। কে? মরদ? ব্যস্। তবে ফের আমি তোদের দিকে—

[ছোরা উঠাইয়া]

বিনয়। সাবধান!

[রিভল্‌ভার লক্ষ্য করিলেন]

সর্দ্দার। ওঃ!

[বিনয়ের স্কন্ধে ছোরা বসাইল]

[বিনয় রিভলভার ছাড়িলেন। সর্দ্দার ভূপতিত হইল। অন্যান্য দস্যু পলায়ন করিল]

সর্দ্দার। মাপ কর মাইজি! লড়েছি—পড়েছি। দুঃখ নাই! ঐ যন্তরটা যদি আমার থাক্‌তো!—তা যাক্, মরদের সঙ্গে লড়েছি, পড়েছি।—বাস।

[মৃত্যু]

বিনয়। ওঃ (বসিয়া পড়িয়া নিজের ক্ষত চাপিয়া ধরিলেন) বাড়ী যাও সুশীলা! চল আমি নিয়ে রেখে আসি—(উঠিতে চেষ্টা করিয়া পুনরায় পড়িয়া গেলেন) বাড়ী যাও!

সুশীলা। কোন জায়গায় মেরেছে?—(পরীক্ষা করিয়া) এই যে—বিনয়!

বিনয়। বাড়ী যাও।

সুশীলা। তোমাকে এখানে একা রেখে? বিনয়! আমি মেয়েমানুষ হলেও মানুষ। দেখি,---কোথায় লেগেছে?

[পরীক্ষানন্তর নিজের বস্ত্র ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিতে লাগিল]

বিনয়। তুমি বাড়ী ফিরে যাও।

সুশীলা। তোমায় ছেড়ে আমি যাব না।

বিনয়। যাও বল্‌ছি। এই যে কেদারবাবু!

[কেদারের প্রবেশ]

কেদার। এ সব কি?

বিনয়। সুশীলাকে নিয়ে যান।

কেদার। কেন?—এ কি!—এ কে?—তুমি প'ড়ে কেন?—সুশীলা! তুমি এখানে!

বিনয়। এখানে একটা হত্যা হ'য়ে গিয়েছে। সুশীলাকে নিয়ে যান। —ঐ পুলিশ আস্‌ছে।

কেদার। এলোই বা।

বিনয়। হত্যা হয়েছে,—পুলিশ সুশীলাকেও এই ব্যাপারে জড়াবে।—ঐ পুলিশ—এসে পড়লো। শীঘ্র যান।

কেদার। কিন্তু হত্যা করেছে কে?

বিনয়। আমি।

কেদার। তুমি।

বিনয়। হাঁ আমি।

সুশীলা। না কেদারবাবু! আমি হত্যা করেছি; এই পিস্তল দিয়ে—

কেদার। অসম্ভব!—কে হত্যা করেছে, তা আমি জানি না, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ—অসম্ভব। আমি সে কথা ভাবতেও চাই না। যা অসম্ভব, তা ভেবে কি হবে।

বিনয়। না কেদারবাবু! হত্যা আমি করেছি সত্য—দস্যুর হাত থেকে সুশীলাকে বাঁচাতে। এর জন্য আমার ফাঁসি হ'তে পারে—

কেদার। পারে না কি? তবে ত দেখাই যাচ্ছে যে, এ হত্যা আমি করেছি। ফাঁসি যাওয়া আমার খুব অভ্যাস আছে। তুমি পার্ব্বে না। এ হত্যা আমি করেছি।

বিনয়। কি বলছেন কেদারবাবু! সুশীলাকে নিয়ে যান।

সুশীলা। আমি যাবো না।

বিনয়। নহিলে পুলিশ তোমাকে এ ব্যাপারে জড়াবে।

সুশীলা। জড়াক্।

কেদার। সত্য। মা সুশীলা। এস তোমায় রেখে আসি—কিন্তু মনে রেখো বিনয়! যে এ হত্যা আমি করেছি। এস, চল মা!

সুশীলা। আমার রক্ষাকর্ত্তাকে ছেড়ে আমি এক পাও যাব না।

বিনয়। জেলে যাবে?

সুশীলা। জেলে যাবো।

বিনয়। যাও বলছি।

কেদার। এস মা।

সুশীলা। আমি যাব না।

কেদার। এই সদানন্দবাবু!—

[সদানন্দের প্রবেশ]

কেদার। সুশীলা যাচ্ছে না।

সদানন্দ। যাও মা! বিনয়ের জন্য তোমার কোন ভয় নাই—যদি ধর্ম্ম থাকে। আমি দূরে থেকে সব দেখেছি।

সুশীলা। আমি যাব না।

সদানন্দ। তুমি এখানে কি কর্ব্বে মা?

সুশীলা। জানি না।

সদানন্দ। মা সুশীলা! বিনয় আমার পুত্র। ওকে রক্ষা কর্ব্বার ভার আমি নিচ্ছি।

কেদার। শুনলে না? সদানন্দবাবু হলফ করে বলছেন যে---বিনয় ওর পুত্র। আর আমিও হলফ ক'রে বলছি যে---আমি তোমার পুত্র। নৈলে, তোমার প্রতি আমার এত স্নেহ এলো কোথা থেকে মা!

সদানন্দ। যাও কেদার! সুশীলাকে নিয়ে যাও!

কেদার। এস মা! আমি বলছি।

[কেদারের সহিত সুশীলার প্রস্থান]

সদানন্দ। (অগ্রসর হইয়া) আঘাত কি গুরুতর বিনয়?

বিনয়। বিশেষ নয়---পুলিশ আসছে।

[পুলিশের প্রবেশ]

জমাদার। কোথায় লাশ ?

সদানন্দ। ঐ যে ।

জমাদার। কে খুন করেছে ?

বিনয়। আমি।

জমাদার। পাক্‌ড়ো। (সিপাইগণ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল)

সদানন্দ। জমাদার সাহেব। আমি থানায় ওর সঙ্গে যাব। আমি ওর জামিন হব।

জমাদার। আপনি কে ?

সদানন্দ। আমি ওর পিতা।

জমাদার। দুঃখের বিষয় এ খুন।

সদানন্দ। তার জন্য কোন বাধা হবে না। আমি ভারি জামিন দেব।

জমাদার। কত দিতে পার্ব্বে'ন।

সদানন্দ। এক লক্ষ টাকা। তোমার কাছে থেকে এখনই একে খালাস ক'রে নিয়ে যেতে পার্ত্তাম। বোধ হয় এক হাজার টাকাও দিতে হ'ত না। তুমি "সন্ধান পাওয়া গেল না" ব'লে লিখে দিতে। কিন্তু তা দেব না। আমার পুত্রের বিচার হোক্। ন্যায় বিচারে যদি তার ফাঁসি হয়, আমি তাকে নিজে গিয়ে ফাঁসিকাঠে উঠিয়ে দিয়ে, নিজে তার গলায় ফাঁস দিয়ে আস্‌ব।

জমাদার। কি ব'লছেন মহাশয় ! আপনি এঁর পিতা।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য হচ্ছেন—জমাদার সাহেব ! আমার এই এক পুত্র। কিন্তু আমার যদি শত পুত্র থাক্‌ত, আর তাদের প্রত্যেকের এই রকম ফাঁসি হ'ত, ত আমি তাদের অন্য রকম মৃত্যু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্ত্তাম না। ওঃ আজ আমার মত রাস্তা দিয়ে বুক ফুলিয়ে যেতে পারে কে ? এ হেন পুত্র কার ? বিনয় ! বাবা ! আমার মুখ রেখেছিস্। আমার চোখে জল আসছে, দুঃখে নয়—গর্ব্বে। ধন্য আমি এ হেন পুত্রের গৌরব কর্ত্তে পারি—ধন্য আমি—যে এই শিক্ষা দিয়েছি। সাবাস্ বেটা ! চল জমাদার সাহেব।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের গৃহকক্ষ। কাল—প্রভাত

দেবেন্দ্র ও সদানন্দ

দেবেন্দ্র। পৈতৃক ভিটে বিক্রয় ক'রেছি, এখন পৈতৃক ঘটিবাটি বিক্রয় ক'র্ব্ব। তারপর এক কৌপীন প'রে রাস্তা দিয়ে বেরুব। বম্‌ ভোলানাথ !

সদানন্দ। কি ক'র্চ্ছ দেবেন্দ্র।

দেবেন্দ্র। কিছু না ; এই যে তোমরা এসছো---এস।

[ক্রেতৃগণের প্রবেশ]

দেবেন্দ্র। আর কৈ ? আচ্ছা এতেই হবে। ডাক---আগে এই খাট---কত দেবে ?

সদানন্দ। ক'র্চ্ছ কি ?—পৈতৃক সম্পত্তি।

দেবেন্দ্র। পৈতৃক সম্পত্তির চেয়ে আমার কাছে পৈতৃক ঋণ পবিত্র জিনিস ? ---কে ডাক্‌বে ?

১ম ব্যক্তি। এক টাকা।

২য় ব্যক্তি। দু' টাকা।

৩য় ব্যক্তি। সাড়ে তিন টাকা।

২য় ব্যক্তি। চার টাকা।

দেবেন্দ্র। চার টাকা, চার টাকা, চার টাকা, এক—

১ম ব্যক্তি। পাঁচ টাকা।

দেবেন্দ্র। পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকা এক, পাঁচ টাকা দুই—

সদানন্দ। দেবেন্দ্র !

দেবেন্দ্র। যাও—বিরক্ত ক'রো না !—পাঁচ টাকা এক, পাঁচ টাকা দুই—

সদানন্দ। পঞ্চাশ টাকা ; আমি ডাক্‌লাম। মহাশয়গণ ! আপনারা বেরিয়ে যান। এখান থেকে একগাছি খড়ও নড়াতে দিচ্ছি না—যিনি যতই ডাকুন।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ ! তুমি বেরিয়ে যাও

সদানন্দ। কেন যাবো। তুমি নিলাম কর, আমি ডাক্‌ব।—এই যে উপেন্দ্রবাবু।

[উপেন্দ্র ও অন্যান্য ক্রেতার প্রবেশ]

সদানন্দ। আপনিও ডাক্‌বেন নাকি ?

উপেন্দ্র। তুমি পৈতৃক সম্পত্তি সব বিক্রয় ক'র্চ্ছ ?

দেবেন্দ্র। কচ্ছি বৈকি,—ডাক্‌বে দাদা ?

উপেন্দ্র। হাঁ, ঐ আলমারিটা—

দেবেন্দ্র। আচ্ছা, ডাক। না, একলাটে এই সমস্ত নিলাম ক'র্ব্ব। এই খাট, আলমারি, বাসন কুশন—কে ডাক্‌বে ? ডাক।

উপেন্দ্র। একলাটে ?

দেবেন্দ্র। হাঁ, একলাটে। —বম্‌, ভোলানাথ !

উপেন্দ্র। না শোন—ছোট ভাইটি আমার !

দেবেন্দ্র। না—একলাটে—পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু একেবারে যাক্‌। দগ্ধে দগ্ধে মারা কেন ? এক কোপ। ডাক।

উপেন্দ্র। তবে তাই—কি কর্ব্ব ? পৈতৃক সম্পত্তি, বাইরে যেতেই বা দেই কেমন ক'রে ? হরি হে ! তুমিই সত্য।

দেবেন্দ্র। ডাক দাদা !

উপেন্দ্র। ডাকি,—কি করি ? দশ টাকা।

১ম ব্যক্তি। পনর টাকা।

২য় ব্যক্তি। কুড়ি টাকা।

উপেন্দ্র। তিরিশ টাকা।

৩য় ব্যক্তি। পঞ্চাশ টাকা।

উপেন্দ্র। আঃ—পঁয়ষট্টি টাকা।

১ম ব্যক্তি। আশি টাকা।

উপেন্দ্র। নব্বই টাকা।

১ম ব্যক্তি। একশত টাকা।

২য় ব্যক্তি। একশত পাঁচ টাকা।

উপেন্দ্র। একশত দশ টাকা।

সদানন্দ। দু'শো টাকা।

উপেন্দ্র। তুমি ডাক্‌বে সদানন্দ !

সদানন্দ। নিশ্চয়,—দু'শো।

উপেন্দ্র। দু'শো পাঁচ টাকা।

সদানন্দ। পাঁচশত টাকা।

উপেন্দ্র। ছয়শত টাকা।

সদানন্দ। হাজার।

উপেন্দ্র। দেড় হাজার।

সদানন্দ। দু'হাজার।

উপেন্দ্র। আড়াই হাজার।

সদানন্দ। পাঁচ হাজার।

উপেন্দ্র। সাড়ে পাঁচ হাজার।

[লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কেদারের প্রবেশ]

কেদার। হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ, ।—দশ হাজার।

দেবেন্দ্র। কেদার!—এসো ভাই।

কেদার। (লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে) ডাকে উপেন্দ্রবাবু !—এই সেই আলমারি। চাবি কৈ—হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ, দশ হাজার। কি ?—এঃ! ডাক্‌তে ডাক্‌তে থেমে গেলে কেন ?—এ আলমারি দিচ্ছিনে; দশ হাজার টাকা।

উপেন্দ্র। এ আলমারি নিয়ে আপনি কি ক'র্ব্বেন কেদারবাবু!

কেদার। তোমায় জেল খাটাবো! আমি একবার খেটে এলাম, তুমি একবার খাটো।

সদানন্দ। ব্যাপারখানা কি কেদার ?

কেদার। ব'ল্‌ছি।—এই যে—যজ্ঞেশ্বর।

[যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ]

কেদার। এই আলমারি ত ?

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ, এই আলমারি—চাবি—দেবেন্দ্রবাবু।

দেবেন্দ্র। চাবি কেন ?

কেদার। চাবি বার কর। চাবি—হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ !—আলমারি দেখে নেব।

দেবেন্দ্র। এই নাও—(কেদারকে চাবি দিলেন)

কেদার। খোল যজ্ঞেশ্বরবাবু! (চাবি দিলেন)

[যজ্ঞেশ্বর আলমারি খুলিতে লাগিলেন ও কেদার চতুর্দ্দিকে
আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন]

যজ্ঞেশ্বর। (ভিতর হইতে উইল বাহির করিয়া খুলিয়া) এই সেই উইল।

দেবেন্দ্র। কোন্ উইল ?

যজ্ঞেশ্বর। আপনার-পিতার প্রকৃত উইল।

দেবেন্দ্র। তবে সে উইল ?

যজ্ঞেশ্বর। জাল।—ইনি জাল ক'রেছেন—আমার সাক্ষাতে।

কেদার। (উপেন্দ্রের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া) চন্দ্রবদন!

উপেন্দ্র যজ্ঞেশ্বরের হস্ত হইতে উইল ছিনাইয়া লইতে গেলে, কেদার যষ্টি দেখাইয়া মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন

—'চোপ রও'।

দেবেন্দ্র। দাদা!

উপেন্দ্র। তোমার এই কাজ যজ্ঞেশ্বর ?

যজ্ঞেশ্বর। আমার এই কাজ। উপেন্দ্র !—আশ্চর্য হচ্ছ ?—আশ্চর্য হবার কথা বটে। চিরদিনের পাষণ্ড—একদিনে ধার্ম্মিক হবে! তা হয় না। তবে আমি মায়ের প্রসাদ পেয়েছি। ধন্য হয়েছি।

কেদার। দোয়াত কলম কাগজ দাও,—শীঘ্র, শীঘ্র।—

সদানন্দ। কেন ?

কেদার। জুড়িয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল। দেবেন্দ্র! তোমার বাড়ীতে দোয়াত কলম নেই ?

দেবেন্দ্র। ঐ যে।

কেদার। তাইত!—এই যে রোস! (দোয়াত কলম কাগজ লইয়া) রোস, লিখে রাখি! কি জানি, রাগের মাথায় পাছে আবার কোন সময় ভুলে যাই। লিখে রাখি (লিখিতে লিখিতে) এই দীর্ঘ ঈ, শ'য়ে বফলা আর 'র' স্বরের 'অ' ছয়ে একার 'ছে' আর দন্ত্য ন;—ঈশ্বর আছেন'। যাক্, লিখে রেখেছি—আর কোন ভয় নেই; এই দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে দিলাম। (তদ্রূপ করিয়া সহসা জানু পাতিয়া করযোড়ে) ভগবান্! যদি রাগের মাথায় কখন ব'লে থাকি যে তুমি নাই, মাফ করো।

সদানন্দ। আশ্চর্য মানুষ!

কেদার। আমি নাচ্‌বো।

সদানন্দ। নাচ্‌বে কি!

কেদার। তাও ত বটে, নাচ্‌বে কি কেদার ? কেদার! সভ্য হও—নেচ না।

সদানন্দ। না কেদার! সভ্য হ'য়ো না। বড় খাঁটি জিনিস আছ। আগে এই রকম সরল গোঁয়ার ভট্টাচায্যি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ছিল। এখন ইংরাজি শিক্ষার সঙ্ঘাতে তা ভেঙে চুরমার হ'য়ে গিয়েছে। তারই দুই এক টুকরো এখানে ওখানে প'ড়ে আছে। এই পুরাণো ভট্টাচায্যি চাল বজায় রেখ। এ জিনিস ভারতের নিজস্ব। পায়ে চটি জুতো, পরণে সাদা ধুতি—শরীরে বল—মনে স্ফূর্ত্তি—মুখে সারল্যের জ্যোতিঃ—এ আর কোনও দেশে নাই।

কেদার। তবে নাচি!—আলমারি তুমিই ধন্য। খাসা আলমারি! দেখি,—ও বাবা! খোপরের ভিতরে আর একটা খোপর!—দেখি,—এ আবার কি! (নোটের তাড়া বাহির করিলেন) এ কি!—হাঁ যজ্ঞেশ্বর?

যজ্ঞেশ্বর। তা ত জানি না।

দেবেন্দ্র। দেখি—(লইয়া খুলিলেন) এ কি! চুরি যায় নি ত!—নোটের তাড়া হস্ত হইতে ভূপতিত হইল।

সদানন্দ। ও কি দেবেন্দ্র!

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! মানদা!

[দেওয়ালে হাতের উপর মাথা রাখিলেন]

সদানন্দ। কি হয়েছে? দেবেন্দ্র!

দেবেন্দ্র। সেই পাঁচ হাজার টাকা। আমায় ভিতরে নিয়ে চল সদানন্দ। চক্ষে অন্ধকার দেখছি।

[সদানন্দ দেবেন্দ্রকে ভিতরে লইয়া গেলেন]

উপেন্দ্র। তোমার এই কাজ যজ্ঞেশ্বর!

যজ্ঞেশ্বর। আমার এই কাজ উপেন্দ্র! আশ্চর্য্য হচ্ছ? আশ্চর্য্য হবার কথা বটে। চিরদিনের পাষণ্ড আমি—একদিনে উদ্ধার হ'য়ে যাব! তা কি হয়—কিন্তু কি আশ্চর্য্য উপেন্দ্র! মায়ের প্রসাদ পেয়েছি! সে দিন মনে পড়ে উপেন্দ্র! সেই দিন!—যে দিন মায়ের দীন, মলিন, ধূলি-ধূসরিত মাতৃমূর্ত্তি এসে,—হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে স্বর্গের কবাট খুলে দিল! মনে হ'ল, যেন বিশ্বজননী স্বয়ং নেমে এসে—আমার সম্মুখে নতজানু হ'য়ে, করযোড়ে, অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে,

পীড়িত সতীত্বের রক্ষার জন্য আমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি চিরকালের পাষণ্ড—উদ্ধার হ'য়ে গেলাম। কিন্তু তোমার কোনও আশা নাই জেন।

কেদার। কিছু না—

যজ্ঞেশ্বর। আমি পাষণ্ড,—তুমি তার উপর ভণ্ড। তুমি তোমার পাপরাশি ঢাক্‌বার জন্য, ঈশ্বরের পবিত্র নাম—যে নাম ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার বারি, পীড়ার ঔষধ, প্রবাসে বন্ধু, মরণে সঙ্গী—সেই নাম পথে পথে বিক্রয় ক'রেছ। তার উপর, নিজের ভাইঝিকে—মাকে—সেই দিনই তুমি, মা ব'লে ডেকেছিলে—নিজের মাকে, আমার ব্যভিচারের কামাগ্নিতে আহুতি দিয়েছ।

কেদার। কে? কাকে?

যজ্ঞেশ্বর। নীচ স্বার্থের জন্য—তুচ্ছ পাঁচ হাজার টাকার জন্য তুমি নিজের ভাইঝি—যে ভাইঝি বিশ্বাস ক'রে—বাপের ভাইকে বিশ্বাস কর্ব্বে না ত কাকে কর্ব্বে? বিশ্বাস ক'রে—তোমার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল, তাকে তুমি টাকার জন্য আমার কামালিঙ্গনে ছেড়ে চ'লে এসেছ।

কেদার। (উপেন্দ্রের গলদেশ ধরিয়া) পাষণ্ড! তবে তোমার আর নিষ্কৃতি নাই। শুধু উইল জাল হ'লেও—তোমায় ছেড়ে দেওয়া যেত, কিন্তু তোমার মত বদমাইশ—যদি বিনা সাজায় নিষ্কৃতি পায়, তা হ'লে সংসার একদিনে উল্টে যাবে! আমি যজ্ঞেশ্বরকে মেরে—জেলঘর ক'রে এসেছি, এবার তোমার পালা, চল।

[নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান---দেবেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল---সায়াহ্ন

বিনয় ও সুশীলা

বিনয়। তবে নাকি ব'লেছিলে বিবাহ ক'র্ব্বে না!

সুশীলা। ভুল হয়েছিল। ভেবেছিলাম এ স্বর্গ। তা দেখ্‌ছি এ স্বর্গ নয়। ---জান্তাম না, যে পুরুষজাতির শিকাররূপে দয়াময় নারীজাতিকে তৈরী করেছিলেন।

বিনয়। কি রকম?

সুশীলা। এ সংসার অরণ্যে নারীজাতি মুগ্ধ কুরঙ্গিণীর মত বিচরণ কচ্ছে'। —হা রে নারী! দাসত্ব কর্ত্তেই তোমার জন্ম---প্রথমে পিতার, পরে স্বামীর, পরে পুত্রের; কোন শক্তি নাই।

বিনয়। কোন শক্তি নাই! পুরুষের অন্ধশক্তি---চালাচ্ছে এই নারী। নারীর অপমানে---কৌরবের সর্ব্বনাশ, নারীর অভিশাপে---লংকার ধ্বংস, নারীর কটাক্ষে---দৈত্যের পরাজয়।

সুশীলা। পুরুষের অনুগ্রহ। দুঃখের সেবা দুঃখ এই যে—এই পুরুষের অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে নারীর জীবন ধারণ ক'র্ত্তে হয়!

বিনয়। কিন্তু তাতে পুরুষের অপরাধ কি?

সুশীলা। না, তার অপরাধ কি? ঈশ্বর নারীকে পুরুষের খাদ্য ক'রে তৈরী করেছিলেন, পুরুষ কর্ব্বে কি? ঈশ্বরের এই অবিচারের সে যথাসাধ্য প্রতিকার কচ্ছে'। সে তাকে মান দিয়েছে, --গৃহলক্ষ্মী ক'রে রেখেছে, পুরুষের অসীম অনুগ্রহ।

বিনয়। অনুগ্রহ!

সুশীলা। তা বৈ কি।—এই যে বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা ইত্যাদি---যা এতদিন নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার ব'লে ভাব্‌তাম---দেখেছি তা পুরুষ নারীকে হিংস্র লোলুপ পুরুষের কাছ থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্যই ক'রেছিল। এখন দেখ্‌ছি যে---এগুলো একেবারে কুসংস্কার নয়। পুরুষ যতদিন নীচ, লম্পট, ব্যভিচারী, সমাজ যতদিন অধঃপতিত, ততদিন নারীর রক্ষার জন্য এ সব চাই। কারণ, নারী শক্তিহীন।

বিনয়। পুরুষ যদি এতই অধম, তবে বিবাহ কর্লে' কেন?

সুশীলা। এ কি বিবাহ ?—এক পুরুষের ঘরে নারীর আশ্রয় গ্রহণ। সেই পুরুষের হুকুম শুন্‌বে, তার দাসীপনা ক'র্ব্বে; বিনিময়ে—পুরুষ তাকে খেতে পর্ত্তে দেবে।—এ বিবাহ।—বা জঘন্য দাসত্ব।

বিনয়। তবে প্রকৃত বিবাহ কাকে বলে ?

সুশীলা। পুরুষ আর নারী যদি সমকক্ষ হ'ত, যদি বিবাহ পুরুষের বিলাস আর নারীর প্রয়োজন না হ'ত,—যদি কাম সে রাজ্যের রাজা না হ'য়ে—প্রেম রাজা হত, যদি—

বিনয়। সে কি রকম ?

সুশীলা। আমি চাই—বিশুদ্ধ ভালবাসা—নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, নির্ম্মুক্ত প্রেম। সে প্রেমে উদ্বেগ নাই, অসূয়া নাই, সন্দেহ নাই, উচ্ছ্বাস নাই—বিরহ নাই। আকাশের মত স্বচ্ছ, মৃত্যুর মত স্থির। তুমি থাক্‌তে মঙ্গলগ্রহে, আমি থাকতাম বৃহস্পতি গ্রহে, আর দুইয়ের মাঝখানে চিরকাল থাক্‌তো—এক অশ্রান্ত ঝঙ্কার।

[বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদ। এখন আমাদের কঠিন মর্ত্ত্যভূমে নেমে এস। যা হবার নয়, তা ভেবে কি হবে ? সংসার সুখে দুঃখে গড়া বলেই এত মধুর। আলোকে-অন্ধকারে, রৌদ্রে-বৃষ্টিতে, সুখে-দুঃখে পৃথিবী তৈরি ব'লেই তাকে এত ভালবাসি, তাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।—এখন এস, খাবে এস।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

[শশব্যস্তে কেদারের প্রবেশ]

কেদার। কৈ গা !—এখানেও ত কেউ নেই ! আমি গান শোনাবো ব'লে সদানন্দের দল পাকড়াও ক'রে আন্‌লাম। না, তা হচ্ছে না,। সে গানটি শোনাবোই। কি গানই বেঁধেছে সদানন্দ !—'চির জীব সুখিনী'—কি, তার পর ?—'বঙ্গরমণী'—তার পর একটা 'প্রবরা' আছে।—দুত্তর !—স্মরণশক্তি কিছু নেই। বুদ্ধিও যে বেশী আছে ব'লে বোধ হয় না।

[সদানন্দের প্রবেশ]

সদানন্দ। দরকার নাই।—তোমার মহৎ হৃদয়ের গুণে পৃথিবী জয় ক'রেছ কেদার ! পুরাণে অনেক চরিত্র প'ড়েছি, ইতিহাসেও অনেক ঘেঁটেছি, কিন্তু এ রকম সরল, গোঁয়ার, ত্যাগী, অস্থির, সদানন্দ চরিত্র আর দেখি নি।

[দেবেন্দ্রের প্রবেশ]

দেবেন্দ্র। কৈ সদানন্দ !—তোমার দল কৈ ?

সদানন্দ। নীচে।

দেবেন্দ্র। তবে তাদের ডাক। আমি সেই গানটা আজ মেয়েদের শোনাব !

[সদানন্দের প্রস্থান ও বালকগণের সহিত প্রবেশ]

গীত

চির জীব সুখিনী বঙ্গরমণী রমণীকুল—প্রবরা রে.
সুস্মিতা, সুধারার, মধুর কোকিলমৃদুস্বর রে।
দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনতভুবন বিজয়ী নয়না,
ধীরা, মলয়ধীরগমনা, স্নেহপ্রীতিভরা রে।
শিশির-স্নিগ্ধমেদুরা, কিশলয়-পেলব বামা,
অপরাজিতা-নম্র, নবনীল-নীরদ-শ্যামা,
নিবিড়কেশী, মুক্তাদশনা, রক্তকমলাধরা রে ;
পতিপ্রিয়া, পতিভকতা সখি পতিসহ পরিহাসে,
দুঃখে দীনা দাসী প্রেমিকা, নীরবা নিষ্ঠুরভাষে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী, সহিষ্ণু সম এ ধরা, রে ;
দেবী, গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরীমা পুণ্যবতী রে,
সাবিত্রী সীতানুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্য সতী রে,
মর্ম্মর দৃঢ়চরিতা জলকোমলাঙ্গধরা রে।
কে বলে কালো রূপ নয়, যে হেরেছ ঘননীলাম্বু রাশি,
ধবল তুষারে চাহে কে মূঢ় খণ্ডিতে বসন্ত হাসি ?
ত্যজি' নব ঘন কে চাহে শ্বেতমেঘ শোভা প্রখরা রে।
জীব প্রেম ভরিত হৃদয়া, মেঘ স্নিগ্ধশ্যামকায়া,
নিন্দি' তুহিনে শুভ্র চরিতে,—বঙ্গেজ্যোৎস্না, বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে, কালো চিকুরে, কালো রূপে আমরা রে।
হা, এ রত্ন দাস হৃদয়ে—পঙ্কপতিত চন্দ্রহাসি—
পরুষভীরুরমণী দস্যুরমণী—স্বার্থদাসদাসী—
কে দিল পশুসাথ বাঁধি স্বর্গের অপ্সরারে।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—জেলখানা। কাল—সায়াহ্ন

উপেন্দ্র একাকী

উপেন্দ্র। আমি ত সব ছেড়ে এসেছি, তবু সে আমার পিছনে পিছনে ফেরে কেন? আমি জেলে এসেছি—তবু যে ছাড়ে না। আমি ঘানি ঘোরাচ্ছি—আর যেন সে চাব্‌কে আমায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! আমার হৃদয়ের সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন ঝড় ব'য়ে যায়, তখন তার বিরাট উচ্ছ্বাস হৃদয়ে ওঠে—হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে! আর কেউ নেই যে তাকে বুকে ক'রে নেয়। আমার অন্তর মধ্যে নিজেই কেঁপে উঠি। মনঃপীড়া, মনের মধ্যেই গুম্‌রে গুম্‌রে উঠে নেমে যায়। কতদিনে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে ভগবান!—কতদিন, কতদিন?

[জেলারের প্রবেশ]

জেলার। দুই বৎসর।

উপেন্দ্র। হাঃ, হাঃ, হাঃ জেলারবাবু! আমার বাপ যদি জান্তে—দু'বৎসর কি? দু'শো বৎসরেও তা সব পুড়ে যায় না। আমি কি ক'রেছি জান?

জেলার। তা আর জানিনে?—জাল।

উপেন্দ্র। হাঃ, হাঃ, হাঃ,? কেবল ঐটুকু জান বুঝি জেলারবাবু। —হাঃ, হাঃ, হাঃ, সরলা বালাকে মজিয়েছি, সরল ভাইকে ঠকিয়েছি, রক্তের সম্বন্ধ উল্টে দিয়েছি, তাকে না খাইয়ে মেরেছি। সে শীতে মরেনি জেলারবাবু! —শীতে মরেনি। না খেয়ে মরেছে।

জেলার। কে?

উপেন্দ্র। আমার স্ত্রী। সে উইলের কথা জান্ত, তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছি।—রাত্রিকালে কি দেখি, জান জেলারবাবু?

জেলার। কি?

উপেন্দ্র। দেখি, তারা সব আমার মাথার শিওরে দাঁড়িয়ে, হেঁট হয়ে, আমার দিকে চেয়ে আছে—একদৃষ্টে চেয়ে আছ! তার উপরে, পাপের সেরা পাপ যে, ঈশ্বরের পবিত্র নাম দিয়ে, আমার এই পাপরাশি ঢেকেছি। ওঃ! আমার কি হবে জেলারবাবু?

[জেলার অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক অঙ্গভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেলেন]

উপেন্দ্র। আমি একা। একটা কুলী মজুরের সঙ্গে কথা কৈতে পেলেও বাঁচি, তাও পাই না। আমি নিজে থেকে—নিজে পালাতে চাই—ছুটেছি,

হাউইয়ের মত, রেলগাড়ির মত, ঝড়ের মত ছুটেছি ; কোথায় ?—জানি না। পালাতে চাই—পালাতে চাই।—ইচ্ছা করে, চব্বিশ ঘণ্টা ঘানি ঘোরাই। শরীর পারে না। ওঃ—আর কতদিন ? প্রভু !—কতদিন ?—এই যে দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র !—

[দেবেন্দ্রের প্রবেশ]

দেবেন্দ্র। দাদা ! দাদা !—(পদতলে পড়িলেন)

উপেন্দ্র। আমায় ক্ষমা কর দেবেন্দ্র ! আমি যা ক'রেছি—বাহিরের আলোকে এতদিন যা বুঝিনি, কারাগারে—একদিন অন্ধকারে—তা বুঝেছি। পাপীর এই তীর্থস্থান—

[সদানন্দ ও কেদারের প্রবেশ]

কেদার। ঈশ্বর আছেন, সমস্যা।

সদানন্দ। ঈশ্বর আছেন—এই নিয়ে যে তোমার সমস্ত জীবনটা কেটে গেল।

কেদার। না, আর কোন সন্দেহ নাই। যদি কখনও মনের ক্ষোভে ব'লে থাকি যে, তুমি নেই—ক্ষমা ক'রো দেব ! তুমি আছ, প্রণাম—

[উপেন্দ্রকে দেখাইলেন]

সদানন্দ। কেদার ! পীড়িতের দুঃখ দেখে আনন্দ হয় কি ?

কেদার। হঁা, যদি সে পাষণ্ড হয়।

সদানন্দ। আমার ত দুঃখ হয়—সে যত বড় পাষণ্ডই হোক্ না কেন—দুঃখ হয়।

কেদার। আমার ত হয় না। দস্তুরমত আনন্দ হয় ; নাচ্‌তে ইচ্ছা করে। আমি নাচ্‌বো,

সদানন্দ। নাচ্‌বে কি !—

কেদার। তাওত বটে। নাচ্‌বো কি ? কেদার ! সভ্য হও। না, নেচ সভ্য হও।

উপেন্দ্র। কেদারবাবু ! ঋষি সংসারে যদি কেউ থাকে, ত আপনি। নিজের জন্য কখন ভাবেননি ; পরের জন্যই ভেবেছেন। আমি আপনাকে এতদিন চিন্‌তে পারিনি !—আমার শত অপরাধ। আমায় ক্ষমা কর।

কেদার। সে কি উপেন্দ্র ?

কেদার। দাদাকে ক্ষমা কর—কেদার !

উপেন্দ্র। আমার এই মূর্ত্তি দেখ। আমার মনের ভিতর—এরও চেয়ে ভয়ানক ! এ অন্ধকারের চেয়ে সে অন্ধকার ঘন। এ শাস্তির চেয়ে সে শাস্তি কঠোর। আমি রাত্রিকালে ঘুমোতে ঘুমোতে শিউরে উঠি, কি ক'রেছি, কি ক'রেছি ! ক্ষমা কর—ভাই। (কেদারের পদতলে পড়িলেন)।

দেবেন্দ্র। (রোদন সংবরণ করিয়া) কেদার।

কেদার। উপেন্দ্র !—তোমার ভাই তোমার জন্য কাঁদ্‌ছে; তাই আজ আমারও চক্ষে জল। নৈলে—তোমার মত পাষণ্ডের জন্য—না কেদার ! কি বল্‌ছো ? আজ সুখের দিনে ক্রোধ, বিদ্বেষ, গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও। উপেন ! ভাই ! তোমার এই ম্লানমুখ দেখ্‌ছি—আর ইচ্ছা কর্চ্ছে যে, তোমার জন্যে আমি জেল খাটি—তুমি বেরিয়ে যাও। তা হয় না ?

সদানন্দ। কেদার ! পুরাণে মহর্ষিদের কথা পড়েছ ;—তাঁরা কি তোমার চেয়েও বড় ছিলেন ?

উপেন্দ্র। কেদার ! আর আমার দুঃখ কি ? তোমরা আমায় ক্ষমা ক'রেছ। হাস্যমুখে জেল খাট্‌ব। দেবেন্দ্র, ভাই ! আমার সমস্ত বিষয় তোমার—তার চেয়ে অধিক, আমার হৃদয় তোমার—যাও, বাড়ী ফিরে যাও—আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও !

দেবেন্দ্র। (হাসিয়া) সুখী ! আমি !—ঈশ্বর এত অবিচার কর্ব্বে'ন !

সদানন্দ। জানি ভাই ! তোমার এ সম্বন্ধেও অনেক ত্রুটি আছে কিন্তু। সব সুখের সঙ্গেই দুঃখ জড়িত। অন্তিমে ত্রুটিহীন বিশুদ্ধ শুভ্র সুখ-পরিণাম। নাটকের বাহিরে দেখা যায় না। সংসার রঙ্গমঞ্চ নয়।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ ! কেদার ! তোমাদের ঋণ আমি জীবনে ভুল্‌ব না। কিন্তু আমার জীবনও আর বেশী দিন নাই। আর আমি বাঁচতে চাইও না ; আমি আমার গৃহিণীর কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে—সেই দিকে চেয়ে আছি। জীবনে সে কেবল দারিদ্র্য সহ্য ক'রে গেল—আর আমি সম্পদ্ ভোগ ক'র্ব্ব !—এ কখন হয় ?

কেদার। কেন ? বৌদিদিও তোমার সঙ্গে সম্পদ্ ভোগ কর্ব্বে।

দেবেন্দ্র। বৌদিদি! তিনি কি আর এ পৃথিবীতে আছেন? আমিই তাঁকে মেরেছি।

কেদার। তিনি এই পৃথিবীতেই আছেন—আর আমারই বাড়ীতে আছেন।

দেবেন্দ্র। সেকি! সত্য—সত্য কথা? কেদার!

কেদার। আমি কি মিথ্যা কথা বল্লাম? এ কি তামাসার কথা? তিনি আত্মহত্যা কর্ত্তে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু আমি তাঁকে বুঝিয়ে পিত্রালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি; তারপর সেখান থেকে এসে তিনি এখন আমার বাড়ীতে আছেন।

দেবেন্দ্র। কেদার! কেদার! তুমি আমার কে?

কেদার। আমি তোমার ভাই।

উপেন্দ্র। ভাই! না, ভাই কি এত বড় হ'তে পারে?

কেদার। ভাই এর চেয়েও বড়। তবে তুমি—ভাইয়ের গৌরব রক্ষা ক'র্ত্তে পার নাই বটে।

[জেলারের প্রবেশ]

জেলার। মহাশয়গণ। সময় অতীত হয়েছে, বাহিরে আসুন।

দেবেন্দ্র। দাদা! পায়ের ধূলি দাও! (প্রণাম)

উপেন্দ্র। সুখী হও।

[উপেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান।

যবনিকা